উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৮ আশ্বিন ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 5 October 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 139

সাদা চোখে সাদা কথায়

নজরদারির বাঁধনে চাপা পড়ে যায় শিউলিবেলা

গৌতম সরকার

শরতের আকাশ। অথচ মাঝে মাঝে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মনের আকাশেও যে হাজার ক্ষতচিহ্ন। লক্ষ কথা, কোটি কোটি অভিযোগ বাতাসে ভাসে। নিরাপত্তার হাহাকার চৌদিকে। সুরক্ষার ঘাটতিতে স্কুলে ভয়, কলেজে ভয়! হাসপাতালে আতঙ্ক! পথেঘাটে দাঁড়িয়ে বিপদ। জীবনজুড়ে ভয়ের আবহ। অপহরণের ভয়, দুষ্কৃতী হামলার ভয়, ধর্ষণ-শ্লীলতাহানির আশঙ্কা, খুন হয়ে যাওয়ার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা। এত ভয় বলেই না নিরাপত্তার জন্য এত কাকুতিমিনতি, এত দাবি, এত ভাষণ, এত স্লোগান।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চারদিক ঘেরা থাকা চাই। না হলে অভিভাবকরা সন্ত্রস্ত। এই বুঝি সন্তানের বিপদ হয়। সিসিটিভি না থাকলে কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ। স্কুলে, খেলার মাঠ, পার্ক, রাস্তা, হাসপাতাল, অফিস... সর্বত্র ক্যামেরা চাই। স্কুল, কলেজে নিরাপত্তারক্ষী না থাকলে চলে না। গেট আগলে নিরাপত্তাকর্মী থাকলে যেন অপার শান্তি। তরুণ সহকর্মীদের মুখে আশঙ্কা শুনি, অমুক স্কুল বা তমুক কলেজে সীমানা প্রাচীর নেই। নজরদারির পরিকাঠামো নেই। কোন সময়ে না অঘটন ঘটে যায়।

সংবাদপত্রেও লেখা হয়, ঘোর বিপদ। তমুক স্কুলে এমন কাণ্ড ঘটল। তবুও স্কুল পরিচালন কমিটি বা প্রশাসনের হুঁশ নেই। আষ্টেপৃষ্ঠে নিরাপত্তার দাবি এখন সর্বজনীন। শরতের আলোয় চরাচর ভেসে গেলে মুক্তির যে আনন্দ হয়, তার দুয়ারে তালা ঝুলিয়ে দেয় নিরাপত্তার শ্যেনচক্ষু। এ সব শুনি আর চোখে ভাসে আমার প্রাইমারি স্কুলের ছবি। যার চারপাশ উন্মুক্ত মাঠ। সীমানা প্রাচীর দূরের কথা, ক্লাসরুমের বেড়া পর্যন্ত ছিল না। *এরপর দশের পাতায়*

মণ্ডপে যাওয়ার অপেক্ষা...

জাগো দশপ্রহরণধারিণী... *শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে। শুক্রবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য*

পরীক্ষা কেচ্ছার তদন্তে কমিটি

চর্চায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : ডাক্তারি পরীক্ষায় কারচুপি, প্রকৃত মূল্যায়ন না করে বিশেষ কিছু পড়ুয়াকে পাশ করানো, লেটার মার্কস দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং বা তথ্য অনুসন্ধান কমিটি তৈরি করল ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স। কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের নেতৃত্বে তৈরি ১০ সদস্যের তদন্ত কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। মূলত উত্তরবঙ্গ এবং রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই তদন্ত কমিটি তৈরি হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক অধ্যাপক শ্রাবণী বিশ্বাস জানিয়েছেন।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে হত্যার ঘটনার পর থেকেই রাজ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচুর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উত্তরবঙ্গ লবির মদতে অভীক দে, বীরূপাক্ষ বিশ্বাসের সিন্ডিকেটের নির্দেশে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে পরীক্ষার খাতায় কারচুপি, বিশেষ কিছু পরীক্ষার্থীকে লেটার মার্কস দিয়ে দেওয়া, একই বিভাগে ৫০-৬০ জন অনার্স পাইয়ে দেওয়ার মতো অভিযোগ রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে খোদ অধ্যক্ষের বিভাগ কমিউনিটি মেডিসিনে ৬০ জন অনার্স পেয়েছেন, যা নিয়ে বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছেন অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা। পাশাপাশি বছরের পর বছর কলেজে কলেজে হুমকি সংস্কৃতিও চলেছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি) ছাড়া অন্য কোনও ছাত্র সংগঠন করলে অথবা কোনও রাজনীতিতে মাথা না গলিয়ে শুধু পড়াশোনা নিয়ে থাকা ডাক্তারি পড়ুয়াদেরও পরীক্ষায় নম্বর কমিয়ে দেওয়া, হস্টেলে ভালোভাবে থাকতে না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। প্রচুর ডাক্তারি পড়ুয়া ইতিমধ্যে এনিয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদে অধ্যক্ষ ঘেরাও থেকে শুরু করে দফায় দফায় প্রচুর আন্দোলন হয়েছে। ডাক্তারি পড়ুয়াদের আন্দোলনের চাপে কলেজের স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্সের ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত, সহকারী ডিন ডাঃ সুদীপ্ত শীল পদত্যাগ করেছেন। নম্বর বাড়ানো চক্রে অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহার নামও জড়িয়েছে। এই সমস্ত ঘটনায় কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন ডাক্তারি পড়ুয়ারা। তাঁরা অধ্যক্ষের পদত্যাগ চেয়েও আন্দোলন করেছেন। তার পরেই অধ্যক্ষ সমস্ত অভিযোগ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সকে জানিয়েছেন। একইভাবে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকেও ডাক্তারি পরীক্ষায় কারচুপির অভিযোগ গিয়েছে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে।

তারপরই ঘটনার তদন্তে ১০ সদস্যের তদন্ত কমিটি গড়ল বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রনীল বিশ্বাসকে এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। কমিটিতে কলকাতার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকদের রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্পেকটর ডাঃ অমিতকুমার ঘোষকে কমিটির কনভেনার করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও পরীক্ষা কেচ্ছা

রণজিৎ ঘোষ

স্বপনের দুঃস্বপ্ন হতে পারেন ঠিকাদাররা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : ‘ধরি মাছ, না ছুঁই পানি’- মাল পুরসভার দুর্নীতি ইস্যুতে শাসকদল তৃণমূলের অবস্থান অনেকটা বহুলপ্রচলিত প্রবাদের মতোই। দল বিপাকে পড়তে পারে আঁচ পেয়ে একপ্রকার বাধ্য হয়েই পুর চেয়ারম্যান স্বপন সাহাকে সাসপেন্ড করেছে দল। অথচ এখনও চেয়ারম্যান পদ থেকে তাঁকে সরানো হয়নি। স্বপনকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে তৈরি হওয়া ধাঁধার সমাধান করে স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে না তৃণমূল নেতৃত্বও। আর সেই সুযোগ নিয়ে কলকাতা-মালবাজার করে বাজার গরম রাখছেন স্বপন। দেখানোর চেষ্টা করছেন, দলের বড় নেতাদের সঙ্গে তাঁর ভালোই যোগাযোগ আছে। তাঁর পক্ষে কাউন্সিলারদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণেও মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন। দলের একাংশের প্রশ্রয়েই যে বাড়বাড়ন্ত হয়েছে স্বপনের, পুর দুর্নীতির পর্দা যতই সরছে ততই স্পষ্ট হচ্ছে সেই ছবি।

> আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে মাল পুরসভা। পুর আইন, রাজ্য বা কেন্দ্রের বিধি নয়, মালে তৃণমূল চেয়ারম্যান স্বপন সাহার কথাই আইন। সমস্ত নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শহরে কার্যত একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন স্বপন। আজ শেষ কিস্তি

তৃণমূল কাউন্সিলারদের অনেকেই বলছেন, পুরসভার দুর্নীতির কথা কয়েক বছর আগে থেকেই নিয়মিত দলের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েছিলেন তাঁরা। দফায় দফায় অভিযোগ হয়েছিল জেলা শাসকের কাছেও। কিন্তু সব জেনেও স্বপনের লাগাম টানার কোনও চেষ্টাই করেননি বুলু চিকবড়াইক বা মহুয়া গোপরা। তৃণমূল সূত্রে খবর, ২০২১ সালেই জেলা পরিষদের জমি দখল করে বিক্রি করে দেওয়া সহ নানা অভিযোগের কথা লিখিতভাবে দল ও জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন মাল পুরসভার এক কাউন্সিলার। জেলা শাসকের নির্দেশে তদন্তও শুরু করেছিলেন মালের মহকুমা শাসক। অজানা কারণে হঠাৎ করেই সেই তদন্ত বন্ধ হয়ে যায়। চুপ করে যান অভিযোগকারী কাউন্সিলারও। দলের হস্তক্ষেপেই তদন্ত ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের অন্দরমহল থেকে।

বিরোধীরা যাতে প্রশ্ন তুলতে না পারেন তার জন্যই কি লোক দেখাতে স্বপনকে সাসপেন্ড করে চেয়ারম্যান পদে রেখে দেওয়া হল? তৃণমূলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা এবং মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের বক্তব্য, ‘দল দুর্নীতির সঙ্গে আপস করবে না। কড়া পদক্ষেপই হবে। ইতিমধ্যেই আমরা পদক্ষেপ করেছি। দলীয় স্তরে কথাবার্তা চলছে। একটু অপেক্ষা করলেই সবাই সব দেখতে পাবে।’ *এরপর দশের পাতায়*

কর্মবিরতি প্রত্যাহার, অবস্থানে ডাক্তাররা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : কাজে ফিরলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। তবে থাকবেন রাস্তায়। কলকাতার ডোরিনা ক্রসিংয়ে অবস্থান শুরু হয়ে গিয়েছে শুক্রবার রাতে। অবস্থান কিন্তু পালটে যেতে পারে ‘জীবন রক্ষার বাজিতে’। জুনিয়ার ডাক্তারদের বক্তব্য সেরকমই। রাজ্য সরকারকে ঠিক ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিলেন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের নেতা দেবাশিস হালদার জানালেন, ‘এই সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে নিজেদের জীবন বাজি রাখব আমরা। শুরু হবে আমরণ অনশন।’

কর্মবিরতি প্রত্যাহারে ঘরে-বাইরে চাপের মুখে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত ১০ ঘণ্টার জেনারেল বডি (জিবি) মিটিং করেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। ওই বৈঠকে প্রচুর মতভেদ থাকলেও শেষপর্যন্ত কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত

হয়। যদিও মিটিং শেষে সেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী শুক্রবার বিকেলে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল শেষে সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে ঠিক হয়।

যদিও পুলিশের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যায় সেই কর্মসূচি প্রায় ভেস্তে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। সাংবাদিক বৈঠক পিছিয়ে দিয়ে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে আচমকাই বসে যান জুনিয়ার ডাক্তাররা। পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন তাঁরা। মঞ্চ তৈরির জন্য মেডিকেল কলেজ থেকে চৌকি বহন করে নিয়ে যাওয়া গাড়িটি পুলিশ সরিয়ে নিতে বললে বচসা বাধে। প্রতিবাদ করায় দুই জুনিয়ার ডাক্তারকে টানাহ্যাঁচড়া করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই ধর্মতলায় বসে পড়েন জুনিয়ার ডাক্তাররা। চলতে থাকে পুলিশবিরোধী স্লোগান। কাজের দিন সন্ধ্যায় এই অবস্থান ও পুজোর বাজারের ভিড়ে অচল হয়ে যায় ধর্মতলার একাংশ। কিছুক্ষণ আটকে থাকে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি। শেষপর্যন্ত অবশ্য সভামঞ্চ থেকে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন জুনিয়ার ডাক্তার আন্দোলনের অন্যতম নেতা দেবাশিস।

তিনি বলেন, ‘আমাদের সামান্য কিছু দাবি মানতে রাজ্য সরকার এত সময় নিচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট যা যা করতে বলেছিল, রাজ্য সরকার তার ৬ শতাংশ করেছে মাত্র। তাই কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নিলেও ডোরিনা ক্রসিংয়ে আন্দোলন চলবে। দেবাশিসের ভাষায়, ‘সরকারের ভয়ে আমরা কর্মবিরতি তুলছি না। আমরা দেখাব, আমরা আন্দোলনেও আছি, কাজেও আছি।’ ধর্না মঞ্চে একটি বড় ঘড়ি টাঙিয়ে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। ঘড়িটিকে প্রতীকি হিসেবে দেখিয়ে রাজ্য সরকারকে সময় বেধে দিয়েছেন তাঁরা।

কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ‘কেন কর্মবিরতি করলেন বা তুলছেন, *এরপর দশের পাতায়*

একনজরে

ইজরায়েল টিকবে না, বললেন খামেনেই

গাজার গণ্ডি পার করে লেবাননে অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের অনেকে। কেউ কেউ অবশ্য দ্বিমত পোষণ করছেন। তবে চলতি সপ্তাহের শুরুতে ইরান যেভাবে ইজরায়েলের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার যে তার জবাব দেবেই সেই ব্যাপারে একমত পর্যবেক্ষক মহল।

▸▸ *বিস্তারিত এগারোর পাতায়*

পুজো কমল পাহাড়ে, চাহিদা ছোট মূর্তির

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : রংপো থেকে এসে প্রতিমার খোঁজ করছিলেন অমিত পুকান। তিনি সেখানকার একটি পুজোর উদ্যোক্তা। শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে প্রতিমার পাশাপাশি তিনি কর্মী খুঁজছেন। নিয়ে যেতে চান রংপোতে। কেন? অমিত জানালেন, ‘রাস্তার যা পরিস্থিতি, নেওয়ার সময় প্রতিমায় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই লোক নিয়ে যেতে চাইছি। যাতে দরকার হলে মেরামত করা যায়।’

পুজোর আয়োজনে এবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। সিকিমের লাইফলাইন। কালিম্পং যাতায়াতেও গুরুত্বপূর্ণ। বৃষ্টি হলেই সেই সড়ক ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে যখন-তখন। মানুষের যাতায়াত, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আনা-নেওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে। পুজো উদ্যোক্তাদের কার্যত মাথায় হাত। ভাঙাচোরা রাস্তায় মূর্তি নিয়ে যাওয়াই কঠিন চ্যালেঞ্জ কালিম্পং, সিকিমের দুর্গাপুজো কমিটিগুলোর।

পরিস্থিতির প্রভাব পড়ছে শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে। স্থানীয় মৃৎশিল্পী উন্নয়ন সমিতির পরিসংখ্যান অনুযায়ী পুজো কমে গিয়েছে সিকিম, কালিম্পংয়ের পাহাড়ি অঞ্চলে। প্রতি বছর গড়ে ২০০ প্রতিমা যেত ওইসব এলাকায়। এবার সংখ্যাটা কমে হয়েছে ১৬০। লাভা হয়ে সিকিমে যাওয়ার বিকল্প রাস্তা আছে বটে, কিন্তু সে পথে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া ব্যয়বহুল। বাধ্য হয়ে অনেক কমিটি স্থানীয়ভাবে কোনওমতে পুজো সারছে।

পুজো না করতে পারার মন খারাপ থেকে অনেকে শর্টকাট উপায় গ্রহণ করছেন। যেমন, অনেক কমিটি কম উচ্চতার মূর্তি বরাত দিয়েছে। খারাপ রাস্তায় তুলনায় ছোট প্রতিমা নিয়ে যাওয়া কিছুটা সহজ যে। যাঁরা ঝুঁকি নিতে পারছেন না, তাঁরা হয় পুজো বন্ধ করে দিয়েছেন কিংবা এলাকায় মূর্তি বানিয়ে নিচ্ছেন।

জাতীয় সড়কের শোচনীয় হালের প্রভাব

তাঁদের হ্যাপা অনেক। প্রতিমার ক্ষতি হলে কিছু করার থাকবে না।

পাহাড়ের সঙ্গে যেন চাহিদায় ধস নেমেছে শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে। শিলিগুড়ি মৃৎশিল্প উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক অশোক পালের গলায় হতাশা, ‘কালিম্পংয়ের একটি পুজো কমিটি প্রতিবার প্রতিমা নিয়ে যায়। এবার ওরা রাস্তা খারাপ থাকায় ওখানেই প্রতিমা তৈরি করে নিচ্ছে।’ উত্তর সিকিমের টুরুংয়ের অশোক ছেত্রী বললেন, ‘অন্যবার আমাদের গ্রামে তিনটি ছোট পুজো হয়। এবার একটাও হচ্ছে না। রাস্তা খারাপ হওয়ায় অর্থনীতিও বিপর্যস্ত।’

উমা-বরণেও বাধা বেহাল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। -ফাইল চিত্র

নামচির ভুটিয়া বস্তিতে ফি বছর ঘটা করে দুর্গাপুজো হয়। এবার আয়োজক কমিটি হতাশ। জয়রাম গুপ্ত সহ কমিটির কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল কুমোরটুলিতে। জয়রামের কথায়, ‘অন্যবার আট ফুট উচ্চতার প্রতিমা নিয়ে যেতাম। এই প্রথম ছয় ফুটের প্রতিমা নিয়ে যাচ্ছি।’ যাঁরা স্থানীয় স্তরে প্রতিমা বানিয়ে নিচ্ছেন,

কালিম্পং, সিকিম শুধু নয়, ধসের প্রভাব পড়েছে কার্সিয়াং সহ পাহাড়ের বাকি অংশেও। কুমোরটুলি ঘুরলে কত যে আক্ষেপ, হতাশার কাহিনী শোনা যাচ্ছে। একটি পুজো কমিটির সদস্য বিকাশ থাপা বলছিলেন, ‘সত্যিই এলাকার খুব খারাপ পরিস্থিতি।’

কোন খাতে খরচ বাগানে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ অক্টোবর : চা শিল্পের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রক প্রায় ৬৬৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এবারে ওই বরাদ্দ কীভাবে খরচ করা হবে, তা টি বোর্ডের তরফে সার্কুলার দিয়ে চা মহলকে জানিয়ে দেওয়া হল।

টি বোর্ডের বরাদ্দ

টি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোমোশন স্কিমের মাধ্যমে টি বোর্ড পাঁচটি খাতে ওই টাকা খরচ করবে। ভরতুকি, অনুদানের মতো সহযোগিতা পাওয়ার শর্ত এবং সেইসঙ্গে কীভাবে বাগানগুলিকে আবেদন করতে হবে সেটাও গাইডলাইন সহ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৫ অক্টোবর থেকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হবে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে নানা কারণে ধুঁকতে থাকা উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলি। টি বোর্ডের প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে ক্ষুদ্র চা চাষিরা দারুণভাবে উপকৃত হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের (সিস্টা) সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'টি বোর্ডের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। তবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্য আরও কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ছিল। এখন দেখার, বাস্তবে ঠিক কতটা তহবিল বরাদ্দ হয়।'

বাগানের উন্নয়ন ও চায়ের উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে নতুন চারা রোপণ, নার্সারি তৈরি, ক্ষুদ্র চা চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ফার্মার্স প্রোডিউসার্স ক্লাব, ফার্মার্স প্রোডিউসার্স অর্গানাইজেশন তৈরি, মিনি টি ফ্যাক্টরি চালু, চা চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে উদ্বুদ্ধ করতে পুরস্কার প্রদান, মাটি পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আর্থিক সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রকের বরাদ্দ তহবিল থেকে। শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজ এবং তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সচেতনতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি চা শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র চা চাষিদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষায় আর্থিক সহযোগিতা, বন্ধ চা বাগান এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শিকার চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য বইপত্র এবং ইউনিফর্ম কেনার অনুদান, তাদের মধ্যে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে কৃতীদের পুরস্কার, বন্ধ চা বাগানের বিশেষভাবে সক্ষম ও গুরুতর অসুস্থ শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতা করার সিদ্ধান্তও টি বোর্ডের প্রকল্পে রয়েছে।

নির্দেশিকা

- বরাদ্দ ৬৬৪ কোটি টাকা কীভাবে খরচ করা হবে, সেটা টি বোর্ডের তরফে সার্কুলার দিয়ে চা মহলকে জানানো হয়েছে
- টি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোমোশন স্কিমে টি বোর্ড পাঁচটি খাতে ওই টাকা খরচ করবে
- ভরতুকি, অনুদানের মতো সহযোগিতা পাওয়ার শর্ত ইত্যাদি গাইডলাইন জানিয়ে দেওয়া হয়েছে

ফাওলইয়ের টাকা ১৪ হাজার শ্রমিককে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের ১৬টি বন্ধ চা বাগানের প্রায় ১৪ হাজার শ্রমিককে পুজো অনুদান বাবদ দেড় হাজার টাকা করে দিল রাজ্য সরকার। ফাওলই প্রকল্পের মাধ্যমে ওই পুজো অনুদান দেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার ঢেকলাপাড়া, লঙ্কাপাড়া, রামঝোরা, দলমোর, কালচিনি, রায়মাটাং ও দলসিংপাড়া বাগানগুলি ওই অনুদানের আওতায় এসেছে। সেখানে মোট শ্রমিক সংখ্যা সাড়ে সাত হাজার। জলপাইগুড়ি জেলায় বন্ধ থাকা রায়পুর ও সোনালি বাগান মিলিয়ে প্রায় ৬০০ শ্রমিককে অনুদান দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ের বন্ধ বাগানের তালিকায় রয়েছে ধোতেরিয়া, রংমুক সিডার, মুন্ডাকোঠি, নাগেরি, চংটং, পানিঘাটা ও আম্বুটিয়া। সেখানে শ্রমিক সংখ্যা ৬ হাজার।

দার্জিলিংয়ের ডেপুটি লেবার কমিশনার বলদেব মণ্ডল বলেন, 'পাহাড়ের সাতটি বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের পুজো অনুদানের টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।' পাশাপাশি, যে ৭৪টি চা বাগান খোলা রয়েছে সেগুলোর শ্রমিকদের বোনাস বাবদ ১৬ শতাংশ হারের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার তোর্ষা ও মধু এবং পাহাড়ের সিংতাম, পাত্তাবং ইত্যাদি বাগানগুলিও বন্ধ রয়েছে। তবে সেগুলি তালাবন্ধ হওয়ার বেশিদিন হয়নি। শেষ সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে, কোনও চা বাগান বন্ধ হলে এক মাস পর থেকে সেখানকার শ্রমিকদের ফাওলই-এর আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে।

কাউনের বিস্কুটের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান। চিলকিরহাটে। শুক্রবার।

কাউনের বিস্কুট তৈরিতে অগ্রণী স্বনির্ভর গোষ্ঠী

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৪ অক্টোবর : তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ক্রমশই বাড়ছে ফাস্ট ফুডের কদর। অত্যধিক হারে বাইরের খাবার খাওয়ায় বাড়ছে রোগ। এই পরিস্থিতিতে কাউনের বিস্কুট তৈরি করলেন চিলকিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। কাউনে পুষ্টিগুণ বেশি, ফলে তা স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। এই কথাটাকে মাথায় রেখে তাঁরা কাউনের বিস্কুট তৈরির সিদ্ধান্ত নেন।

কোচবিহার-১ ব্লকের ওই পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ভেষজ সুরক্ষা ভাণ্ডার প্রকল্পে এই বিস্কুটগুলি তৈরি করছেন। শুক্রবার চিলকিরহাটে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ওই বিস্কুটের মোড়ক উন্মোচন হয়। সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার বাসবকান্তি দিন্ডা। তাঁর কথায়, 'অত্যন্ত সুস্বাদু ওই বিস্কুটে কোনও সংরক্ষক পদার্থ থাকছে না। ফলে ক্ষতিরও সম্ভাবনা নেই।' মহিলাদের হাতে তৈরি কাউনের বিস্কুট খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী তিনি।

> আমরা নিজেরা প্রথমে কাউন চাষ করি। তারপর উৎপাদিত কাউনের সঙ্গে বাদাম, তিল, নারকেল মিশিয়ে গুড়ের পাকে বিস্কুট তৈরি করছি।
>
> **- স্বর্ণময়ী রায়,** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য

কাউনে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ চালের তুলনায় কম। সেকারণে কাউন খেলে ডায়াবিটিসের সম্ভাবনা কমে, রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে। স্থূলতা কমানোর ক্ষেত্রেও এর জুড়ি মেলা ভার। পুষ্টিবিদদের ভাষায় কাউন একটি সুপার ফুড। কারণ এতে প্রোটিন, ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, ফাইবার ইত্যাদি রয়েছে। এই স্বাস্থ্যগত উপকারিতা মাথায় রেখে চিলকিরহাটের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কাউনের বিস্কুট তৈরির উদ্যোগ নেন। তাঁদের মধ্যে একজন স্বর্ণময়ী রায়। আরেক সদস্য অনীতা রায় বলেন, 'কাউনের তৈরি একটি বিস্কুট খেলে অনেকক্ষণ পেটে থাকে। বাচ্চাদের কাছেও যা ভীষণ পছন্দের।'

কিন্তু শুধু বিস্কুট তৈরি করলেই তো হবে না। সেটাকে বাজারজাতও করতে হবে। একটি প্যাকেটে দশটি করে বিস্কুট থাকছে, দাম ৬০ টাকা। স্থানীয় বাজার এবং কোচবিহার শহরের বিভিন্ন দোকানে ওই বিস্কুট তো মিলবেই। পাশাপাশি অনলাইনেও বিস্কুটটি পাওয়া যাবে। চিলকিরহাট ভেষজ সুরক্ষা ভাণ্ডার প্রকল্পের কোষাধ্যক্ষ সুপর্ণা রায়ের কথায়, 'সরকারি সহায়তায় আমরা কাউনের বিস্কুট তৈরির উদ্যোগ নিতে পেরেছি। একদিকে, এটা ছোট থেকে বড় সবার জন্য স্বাস্থ্যকর। অন্যদিকে, আমরাও আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারব।'

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ৮টি এসএলআর-এর এবং ২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ২টি আরটিভিপি-এর পার্সেল স্পেস লিজে দেওয়ার জন্য

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ৮টি এসএলআর ও ২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ২টি আরটিভিপি-এর জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশন-এর জন্য বিড www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ই-অকশন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারেরও প্রয়োজন আছে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণঃ **অকশন ক্যাটালগ নং : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৪-এক্সসি। ট্রেনের সংখ্যা :** ৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ৮টি এসএলআর ও ২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ২টি আরটিভিপি। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ১৭.১০.২০২৪ দুপুর ১টা। (HWH-327/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

---

আজ টিভিতে

তৃতীয়ার জমজমাট পর্ব সারেগামাপা-য়। সঙ্গে থাকছেন দেব-রুক্মিণী-স্বস্তিকা। শনি-রবি রাত ৯.৩০ মিনিটে জি বাংলায়

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ সারেগামাপা
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ যা দেবী সর্বভূতেষু, বিকেল ৩.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, সন্ধ্যা ৬.৩৫ কুলি, রাত ৯.৪৫ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ কেল্লাফতে, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.০০ বিদ্রোহ, সন্ধ্যা ৭.০০ ছোট বউ, রাত ১০.০০ ক্রিমিনাল
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মাটির মানুষ, দুপুর ২.৫০ শিব ও সতী, বিকেল ৫.৩০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ৮.১০ ভালোবাসা, রাত ১১.১০ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মাটি আমার মা, সন্ধ্যা ৭.৩০ তোমাকে চাই
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার

ছোট বউ সন্ধ্যা ৭টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়

ডার্লিংস সন্ধ্যা ৬.৫১ মিনিটে অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে

স্যাম বাহাদুর রাত ৮.৫৯ মিনিটে অ্যান্ড পিকচার্সে

জাস্টিস লিগ রাত ৮.২৭ মিনিটে সোনি পিক্সে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএন/২০২৪/ এইচডি/০৩, তারিখ : ০৫-০৮-২০২৪ -এর জন্য সংশোধনী নং - ৪ এবং ৫

টেন্ডার নং. : সিই/সিওএন/এলটিডি/ইপিসি/২০২৪/০৯ -এর জন্য সংশোধনী - ৪ এবং ৫ জারি করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
সিই/সিওএন/১, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্টের নিযুক্তির জন্যে অধিসূচনা

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. সি/৪৪২/এপিডি/এসটিবিএ/পিটি.॥ তারিখ: ০১-১০-২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে মণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক আই/সি, আলিপুরদুয়ার মণ্ডল, ডাক: আলিপুরদুয়ার জংশন, জেলা: আলিপুরদুয়ার, পিন-৭৩৬১২৩ এ (০৩) তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত "ই" শ্রেণীর এনএসজি-৬ স্টেশনসমূহে যাত্রীর জন্যে অসংরক্ষিত টিকিট বিতরণ করার হেতু "স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট" (এসটিবিএ) রূপে চালিত করার অর্থে সিলবদ্ধ লেফাফায় আবেদন পত্র আমন্ত্রণ করছে। **বায়না রাশি:** ২,০০০/- টাকা। **আবেদন পত্র জমা করার তারিখ এবং সময়:** ১৫-১০-২০২৪ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে ০৪-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **এবং খোলা যাবে:** ০৪-১১-২০২৪ তারিখে ১৬.০০ ঘণ্টায়। আবেদন পত্রটি শর্তাবলি এবং নিয়মাবলির সঙ্গে www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করেও প্রাপ্ত করতে পারেন।
ডিসিএম (আইসি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE B"

NOTICE

Applications are invited for the requirement of a Junior Research Fellow in the Department of Tea Science in a NTRF sponsored research project (NTRF: 226/2024). For details, please visit www.nbu.ac.in

Advt. No. 57/R-2024
Dated : 05.10.2024
Registrar (Addl. Charge)

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের যান্ত্রিক পরিষ্কারকরণ

জিইএম বিড নম্বর: জিইএম/২০২৪/বি/৫৪১৬৬৬৯, তারিখ: ০১-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **আইটেম ক্যাটাগোরি :** পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড- তিন বছর সময়ের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের যান্ত্রিক পরিষ্কারকরণ। **আনুমানিক বিড মূল্য:** ১৫,৩৭,০৯,৬৪০/-টাকা, **ই এমডি মূল্য:** ৯,১৮,৫৪৮/- টাকা। বিডসমাপ্তির তারিখ/সময়: ২৮-১০-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা। বিড খোলার তারিখ/সময়: ২৮-১০-২০২৪ তারিখের ১৩.৩০ ঘণ্টা। টেন্ডার ইতিমধ্যেই জিইএম পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।
ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং: ইএল-এমএলডিটি-আরএফপি-০২- এর জন্য ওপেন ম্যানুয়াল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, তারিখ: ০৩.১০.২০২৪। সিনিয়ার ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্ট: ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা। পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত অনুযায়ী অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন খ্যাতনামা ফার্ম/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে সিল করা টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং: ইএল-এমএলডিটি-আরএফপি-০২। কাজের নাম:** নেট মিটারিং-এর সুবিধাসহ টার্নকি ভিত্তিতে এসএসই/ই/জি/ভাগলপুর-এর অধিক্ষেত্রে ভাগলপুরে-৫০০ কেডব্লুপি ও সুলতানগঞ্জে-১০০ কেডব্লুপি-এর মাধ্যমে সোলার পাওয়ার ডেভেলপার মডেলের অধীনে রুফটপে/শেড টপে/রেলের খালি জমিতে ৬০০ কেডব্লুপি অন গ্রিড সোলার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন। **বায়নামূল্য:** ৬,৪০,৮০০ টাকা। **টেন্ডার জমা ও টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: জমা:** ০৯.০৯.২০২৪ থেকে ১৪.১০.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত। **খোলা:** ১৪.১০.২০২৪ তারিখ বেলা ১২.৩০ মিনিটে, সিনিয়ার ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, ঝলঝলিয়া, মালদা-তে। **টেন্ডার বাক্স :** সিনিয়ার ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, ঝলঝলিয়া, মালদা, ৭৩২১২০ (পশ্চিমবঙ্গ)-তে ০৯.০৯.২০২৪ থেকে ১৪.১০.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত টেন্ডার বাক্স রাখা থাকবে। **ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে বিস্তারিত টেন্ডার দেখা যাবে ও টেন্ডারপত্র ডাউনলোড করা যাবে: www.er.indianrailways.gov.in।** কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি অর্থাৎ ধর্মঘট, বনধ, ছুটির দিন ইত্যাদির ক্ষেত্রে টেন্ডার নথি জমা ও টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। (MLD-108/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

---

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ১৩৮-১৩৯-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ : ১৬.০৯.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পো.অ.: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্র.নং-১। **টেন্ডার নম্বর : ১৩৮-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম :** সিনিয়ার ডিইএন/II/মালদা টাউন-এর অধিক্ষেত্রে এডিইএন/সাহিবগঞ্জ-এর অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/সাহিবগঞ্জ-এর সেকশনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত সাহিবগঞ্জ গুডস্ সাইডিং, সকরীগলী গুডস্ সাইডিং, মহারাজপুর গুডস্ সাইডিং, মির্জাচৌকী ও করমটোলা গুডস্ সাইডিং-এ ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৫৫,২৮,৪৮৩.৩০ টাকা। ক্র.নং-২। **টেন্ডার নম্বর : ১৩৯-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম :** মালদা ডিভিসনের বিসি কার্ড সহ নিউ ফরাক্কা-বড়হরওয়া, বড়হরওয়া-সাহিবগঞ্জ, পীরপৈঁতী-কহলগাঁও, ভাগলপুর-জামালপুর ও জামালপুর-অভয়পুর পর্যন্ত সেকশনের জন্য কম্পিউটারাইজেশন ও উন্নয়ন, ল্যান্ড প্ল্যানের সার্টিফিকেশন ও অধিগৃহীত জমির মিউটেশনে সাহায্য (বর্তমান তারিখ পর্যন্ত) ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান :** ১,৬৮,৯৮,১৭২ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ :** ০৮.১০.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। **ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড: www.ireps.gov.in/** ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি। (MLD-107/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

---

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ১৩৪ টু ১৩৬ অ্যান্ড ১৪০, তারিখ : ২৭.০৯.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পো.অ.: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্র.নং-১। **টেন্ডার নম্বর : ১৩৪-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম সহিত স্থান :** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/মালদা ডিভিসন-এর অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদার অধীনে মহানন্দা কলোনি, মালদায় স্টাফ কোয়ার্টার সমূহের উন্নতিবিধান ও মানোন্নয়নের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান :** ১,৯১,২২,৩৩৬.২৬ টাকা। ক্র.নং-২। **টেন্ডার নম্বর : ১৩৫-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম সহিত স্থান :** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/মালদা ডিভিসন-এর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদার অধীনে মালদায় কালীবাড়ি রেলওয়ে কলোনিতে স্টাফ কোয়ার্টারসমূহের উন্নতিবিধান ও মানোন্নয়নের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান :** ২,০৩,৩৫,৮৮০.৬৯ টাকা। ক্র.নং-৩। **টেন্ডার নম্বর : ১৩৬-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম সহিত স্থান :** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/মালদা ডিভিসন-এর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদার অধীনে মালদায় ব্যারাক রেলওয়ে কলোনিতে স্টাফ কোয়ার্টারসমূহের উন্নতিবিধান ও মানোন্নয়নের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান :** ১,৯১,২৫,৬১০.৪২ টাকা। ক্র.নং-৪। **টেন্ডার নম্বর : ১৪০-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম সহিত স্থান :** এইএন/মালদার অধীনে ১৩০ কিমি. প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত সেকশনাল স্পিড বাড়ানোর সঙ্গে সম্পর্কিত কিমি. ২৭২/১-২-তে পথচারী-সাবওয়ে নির্মাণের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৩,৩১,২৩,৯৪৮.৬৭ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২১.১০.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। **ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড: www.ireps.gov.in/** ডিআরএম অফিস/মালদা। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-106/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

---

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division *vide eNIT No-* ***08**/APD/WBSRDA/POSTDLPMAINTENANCE/**2024-25** & **09**/APD/WBSRDA/POSTDLPMAINTENANCE/**2024-25*** ***Dated : 04.10.2024*** Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/
ALIPURDUAR DIVISION.

অ্যাফিডেভিট

গত 19.09.2023, সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Alpana Barman এবং Alpana Barma, W/O. Nirmal Chandra Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। চকচকা, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, W.B. (C/111852)

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে প্রচার সচিব হিসাবে অবগত করছি যে, বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার সম্মান প্রদান করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংশ্লিষ্ট বাংলা ভাষার ধ্রুপদি ভাষার সম্মানসহ এন.জে.পি.-তে রেলের বিভাগীয় কার্যালয় ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে অবিলম্বে বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন নিয়েই ইস্তাহার প্রকাশ করেছি। সংশ্লিষ্ট বাংলা ভাষা ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা পাওয়ায় আমরা খুশি ও আপ্লুত।

মহেশ্বর বর্মন
জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন প্রার্থী

Tender Notice

NIT No. 49 of 2024-25 (2nd Call) Dt- 03/10/2024

Tenders of 1 (One) no. of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is 21/10/2024. Details of NIT may be seen in the website www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)

Online tenders are being invited from reputed agencies for Supply of (a) Equipment/Instrument (b) IT Materials (c) Steel Furniture (d) Animal Feeds on annual rate contract and (e) For Publication of various Articles in daily Newspapers. For details please visit www.wbtenders.gov.in

Registrar (Actg.)

সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষেবা চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল_টিআরডি_১৯_২৪-২৫; তারিখ : ০১-১০-২০২৪; টেন্ডার নং. : ইএল_টিআরডি_১৯_২৪-২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম :** কাটিহার ডিভিশনে- দুই (০২) বছরের জন্য বারোটি (১২) অটি চাকার টাওয়ার ওয়াগনের জন্য (প্রতিটি টিডব্লিউ -তে ২টি কামিন্স ইঞ্জিন মডেল এনটিএ-৮৫৫আর দিয়ে গঠিত) সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিষেবা চুক্তি (পি, সি এবং ডি চেক) এএমসি। **টেন্ডার মূল্য :** ৩,৯২,৭০,০১০.৯৯ টাকা; **বায়না মূল্য :** ৩,৪৬,৪০০/- টাকা, **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা** ২৫-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৫-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টাপর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯২৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯২৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড এবং সুপারভাইজার-এর জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। ফোন : 9832268306. (C/112493)

●

ডাইরেক্ট জয়েন-বেতন 12,500/- + PF, ESI লোক নেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটি গার্ডে। থাকা ফ্রি খাওয়া মেস, মাসে ছুটি আছে। M : 8653710700. (C/112493)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি আমার জমির আসল ডিডটা হারিয়ে ফেলেছি। যার দাগ নম্বর 246/1989, গ্রাম বলডিভাসা, থানা : গোয়ালপোখর, জেলা : উত্তর দিনাজপুর। এ বিষয়ে থানায় GDE করা হয়েছে। কেউ পেয়ে ফেরত দিলে বাধিত হই। - রমেশ চন্দ্র রায়। M : 7501616507. (S/N)

●

আমি পুজা দাস পিতা মতিলাল দাস, সাং রহিচেঙ্গা, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার। আমার S.C. Certificate ৩ মাস থেকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। কেউ পেলে 8001138852 নম্বরে যোগাযোগ করবেন। Certificate No. - WB 2001 SC 201601572. (B/S)

কিডনি চাই

কিডনি চাই, A+ ব্লাড গ্রুপ। বয়স 40-51বছর। পুরুষ/মহিলা। অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M-7908370695

e-Tender Notice

WBARD/GOAT/NIT01/2024-25
Dt- 03/10/2024

e-Tenders for 02 (Two) no. of works for Supply of Goats under State Govt Fund invited by Deputy Director, ARD & PO, Dakshin Dinajpur. Last Date of Submission for NIT No WBARD/GOAT/NIT01/2024-25 SL No-1 & 2 is 25/10/2024 at 14.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Deputy Director
A.R.D & P.O. Dakshin Dinajpur

e-Tender Notice

DDP/N-24/2024-25
Dt.- 03/10/2024

e-Tenders for 01 (One) no. of works of FSTP under SBM (G) fund invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT-24 of 24-25 SL No-1 on 30/10/2024 at 17.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বালুরঘাট পৌরসভার নাগরিকগণকে জানানো যাচ্ছে যে, সাহেব কাছাড়িতে অবস্থিত লেনিন মূর্তির (পুরাতন পি.এইচ.ই সাব-ডিভিশন অফিস) পেছন দিকে পৌরসভার নবনির্মিত মার্কেটে ব্যবসার জন্য দোকান ঘর বণ্টন করা হবে। যে সকল ব্যক্তি দোকান ঘর নিতে ইচ্ছুক তাদেরকে ইং 30-10-2024 তারিখের (ছুটির দিন ব্যতিত) মধ্যে বালুরঘাট পৌরসভায় আবেদন করবার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

স্বাঃ/-
পৌরাধ্যক্ষ
বালুরঘাট পৌরসভা

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আজ সবার প্রশংসাপ্রাপ্তি। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে আসবে। বৃষ : হঠাৎ ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মিথুন : পরীক্ষার ফল খুব ভালো হবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। কর্কট : মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। সিংহ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। নতুন গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত আজ নিতে পারেন। কন্যা : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হবে। অন্যায়কারীকে চিনতে পেরে স্বস্তি। তুলা : হঠাৎ বিদেশে যেতে হতে পারে। দাঁতের সমস্যায় ভোগান্তি। বৃশ্চিক : রাস্তায় খুব সাবধানে চলাফেরা করেন। কেউ আপনার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে। ধনু : যানবাহন নিয়ে সাবধানে চলাফেরা করুন। মায়ের শারীরিক সমস্যা কাটবে। মকর : হঠাৎ কোনও চালু কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। রাজনীতি থেকে সমস্যা আসবে। কুম্ভ : প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে মানসিক অশান্তি। পেটের অসুখে সমস্যা। মীন : নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। সংসারে পূজার্চনার উদ্যোগ গ্রহণ। প্রেমে সমস্যা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৮ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ১৩ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর ২০২৪, ১৮ আহিন, সংবৎ ৩ আশ্বিন সুদি, ১ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৩, অঃ ৫।১৯। শনিবার, তৃতীয়া শেষরাত্রি ৪।৫৪। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ৮।১৬। বৈধৃতিযোগ প্রাতঃ ৫।৩৩। তৈতিলকরণ অপরাহ্ণ ৪।৩ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৪।৫৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৮।১৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৮।১৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, শেষরাত্রি ৪।৫৪ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।১ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।১৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫১ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৩৩ মধ্যে। যাত্রা - নাই, দিবা ৭।১ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।১৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৪ মধ্যে ও ৭।৯ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৫ গতে ২।৪৮ মধ্যে ও ৩।৩৪ গতে ৫।১৯ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আন্দোলনে সায়, কর্মবিরতিতে নয়

উত্তরবঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৪ অক্টোবর : আরজি করের ঘটনার বিচার চেয়ে কলকাতায় জোরদার আন্দোলন চলছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত জুনিয়ার ডাক্তাররা। অনেকেই মনে করছেন এবার কাজে ফেরা উচিত, অনেকেই আবার পুজোর ছুটিতে ইতিমধ্যেই বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মবিরতিতে থেকেও বেশিরভাগ পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি) অলিখিতভাবে ডিউটি করছেন। অন্তর্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, অপারেশন থিয়েটারেও তাঁদের ডিউটিতে দেখা যাচ্ছে। শুধুমাত্র বহির্বিভাগেই পিজিটিদের দেখা মিলছে না। মাঝে প্রায় ১৫-২০ দিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে অভয়া স্বাস্থ্য শিবির করেছেন আন্দোলনকারীরা। বহু দুঃস্থ মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা করে ওষুধও দিয়েছেন তাঁরা। জরুরি বিভাগের বাইরে অবস্থানেও ভিড় ক্রমশ কমছিল। কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিরা কাজে যোগ দিয়েছেন আগেই। তবে এমজেএন মেডিকেলে তাঁরা রাতের ডিউটি করছেন না। দুই জায়গাতেই কাজে যোগ দিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন জারি রেখেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জুনিয়ার ডাক্তারদের ধর্না।

শুক্রবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের জরুরি বিভাগের বাইরে অবস্থানে গত বেশ কয়েকদিনের তুলনায় ভিড় অনেকটাই বেশি ছিল। অবস্থানে থাকা ডাক্তারি পড়ুয়াদের কেউ কেউ বলেছেন, রাজ্যকে দাবিগুলি মানার জন্য কিছুদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে এবার আমাদের কাজে ফেরা প্রয়োজন। আন্দোলনকারীদের পক্ষে ডাঃ শাহরিয়ার আলমের বক্তব্য, 'আন্দোলন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের দফায় দফায় বৈঠক চলছে।'

মেডিকেল সূত্রের খবর, জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতির জেরে দেড় মাস ধরে পূর্ব নির্ধারিত অপারেশনগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অনেক জুনিয়ার ডাক্তারই কাজে ফেরায় আবার সেই অপারেশনগুলি শুরু হয়েছে। গত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে সেই অপারেশনগুলি করা হচ্ছে।

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আংশিকভাবে কাজ করছেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। তবে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ও এমজেএন মেডিকেলে নিরাপত্তার বন্দোবস্তের দাবিতে এখনও তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। সেই প্রতিবাদে তাঁরা 'নাইট ডিউটি' বন্ধ রেখেছেন। যদিও এখানকার জুনিয়ার চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁরা নিজেরাই আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। পরবর্তীতে আন্দোলনের রূপরেখা কী হবে, তা নিয়ে শনিবার তাঁদের একটি বৈঠক হওয়ার কথা। জুনিয়ার চিকিৎসক রাহুল মণ্ডলের কথায়, 'আমরা সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ডিউটি করছি।' এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেছেন, 'জুনিয়ার চিকিৎসকরা যে দাবিগুলি করেছেন সেগুলি মেটানোর জন্য ইতিমধ্যেই কাজ চলছে। আমরা চাই প্রত্যেকে স্বাভাবিকভাবেই কাজ করুক।'

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে গত ১২ অগাস্ট থেকে টানা কর্মবিরতি পালন করছিলেন এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়ার চিকিৎসকরা। তাঁদের একাধিকবার কাজে যোগ দেওয়ার আবেদন জানানো হলেও তাঁরা অনড় ছিলেন। মহিলা চিকিৎসকদের জন্য পৃথক রেস্টরুম, শৌচালয়, পর্যাপ্ত সিসিটিভি বসানো ও নজরদারি সহ নানা দাবি রয়েছে তাঁদের।

দক্ষিণবঙ্গের জুনিয়ার জাক্তারদের কর্মবিরতি জারি থাকলেও তার কোনও প্রভাব জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নেই। এখানে জুনিয়ার ডাক্তাররা অন্তর্বিভাগ এবং বহির্বিভাগে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কলকাতা থেকে এই নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তার ফোরামের তরফেও কোনও বার্তা জলপাইগুড়িতে আসেনি। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সিনিয়ার রেসিডেন্ট চিকিৎসক সঞ্জীব বসাক বলেন, 'আমরা এখানে নিয়মিত রোগী দেখছি। বহির্বিভাগ এবং ওয়ার্ডে সকলেই তাঁদের কর্তব্য পালন করছেন। এখানে কোনও কর্মবিরতি নেই।' জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রবীর দেব বলেন, 'আমাদের এখানে সমস্ত বিভাগে পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে। এখানে জুনিয়ার চিকিৎসকরা সকলেই কাজ করছেন।'

চিকিৎসা পরিষেবা

- এনবিএমসির জুনিয়ার ডাক্তাররা অন্তর্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, ওটিতে ডিউটি করছেন
- ১৫-২০ দিন ধরে বিভিন্ন এলাকায় অভয়া স্বাস্থ্য শিবির করেছেন তাঁরা
- কোচবিহার এমজেএন মেডিকেলে কাজে যোগ দিলেও নাইট ডিউটি করছেন না জুনিয়ার ডাক্তাররা
- জলপাইগুড়ি মেডিকেলে পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক

নাম জড়াচ্ছে জেলার তৃণমূল নেতাদের

সমবায় ভোট, বস্ত্রদানে কোন্দল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে দলের চিন্তা বাড়ছে। বিশেষ করে সেখানকার একটি সমবায় সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও প্রকট হয়েছে। পুজোর আগে দুঃস্থদের পুজোর পোশাক দেওয়া নিয়েও দলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। আর এই ঘটনায় জেলা স্তরের নেতা-নেত্রীদের নামও জড়িয়েছে। অভিযোগ, এখানে সমান্তরাল দল চালাতে শিলিগুড়ির দু'একজন নেতা বিরোধী গোষ্ঠীকে মদত দিচ্ছেন। আর এর জেরে দলের অবস্থা খারাপ হচ্ছে।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ অবশ্য দাবি করেছেন, 'তেমন কোনও বিষয় নেই। সমবায় সমিতির নির্বাচন রাজনৈতিক ব্যানারে হয় না। সুতরাং সেটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। বাকি সবাই একজোট হয়েই কাজ করছেন।'

২২ অক্টোবর বিধাননগর সমবায় সমিতির নির্বাচন। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী একে অপরের বিরুদ্ধে প্যানেল জমা করেছে। সমবায় সমিতিতে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের ফাঁসিদেওয়া ব্লক সভাপতি (২) কাজল ঘোষ গোষ্ঠী একটি প্যানেল তৈরি করেছে। অভিযোগ, এই প্যানেলের পালটা হিসাবে দলেরই অপর নেতা তথা ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রণবেশ মণ্ডল এবং পীযূষ সিংহ সহ অন্যরা পালটা প্যানেল জমা করেছেন। অভিযোগ, সেই প্যানেলে অন্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও রয়েছেন। এই ঘটনায় শুধু বিধাননগর নয়, গোটা মহকুমাতেই দলের অন্দরে হইচই পড়েছে।

কাজলের বক্তব্য, 'সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূলের সরকারি প্যানেলের বিরুদ্ধে গিয়ে বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে দু'তিনজন নেতা পালটা প্যানেল দিয়েছে। আমাদের দুজন সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গিয়েছেন। বাকি সাতটি আসনে লড়াই হবে। দলের দু'তিনজনের কাজকর্ম মানুষ দেখছেন। তাঁরাই বিচার করবেন।'

বিতর্ক যেখানে

- সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে প্যানেল দিচ্ছেন কাজল ঘোষ
- বিরোধী নেতাদের নিয়ে পালটা প্যানেল তৃণমূলেরই প্রণবেশ মণ্ডল, পীযূষ সিংহদের
- পুজোর আগে জেলা কমিটির শীর্ষ নেতাদের নিয়ে বস্ত্রদান কাজলের
- প্রণবেশের পৃথক বস্ত্রদান কর্মসূচিতে আবার হাজির গৌতম দেব, অরুণ ঘোষরা
- জেলার শীর্ষ নেতাদের মদতেই কোন্দল চলছে বলে কানাঘুসো অন্দরে

তৃণমূলের একাংশের যুক্তি, এক সময় প্রণবেশ কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে এসেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বিজেপিতে চলে যান। সেখান থেকে আবার কাজলের ইচ্ছেতেই তিনি তৃণমূলে ফিরেছেন। কিন্তু এখন কাজল বিরোধী গোষ্ঠী তৈরির চেষ্টা করছেন। প্রণবেশ বলছেন, 'আমি পৃথক গোষ্ঠী করি না। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখে কাজল সমবায় সমিতি চালাচ্ছেন। আমরাও এই সমবায়ে প্রথম থেকে সদস্য হিসাবে রয়েছি। কিন্তু কোনও সাধারণ সভা ডেকে সবার মতামত নিয়ে নির্বাচন ঘোষণা করা হয়নি। একটা সমবায় সমিতির ভোটে রাজনৈতিক দলের কোনও বিষয় থাকে না। এখানে সদস্যদের মধ্যে লড়াই হয়। সেটাই হচ্ছে।'

এই চাপানউতোরের মধ্যেই বৃহস্পতিবার প্রণবেশ পুজো উপলক্ষ্যে বিধাননগরে দুঃস্থদের বস্ত্রদানের অনুষ্ঠান করেন। সেখানে দলের জেলা এবং ব্লক নেতৃত্বকে না ডেকে জেলার নেতা তথা মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যা নিয়ে বিধাননগরে সমবায় সমিতির নির্বাচন ঘিরে চলা বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে। গৌতম বলেছেন, 'বিধাননগরে কাজল ঘোষ এবং প্রণবেশ মণ্ডল দুজনই বস্ত্রদান কর্মসূচি করেন। প্রণবেশ আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাই গিয়েছিলাম।'

প্রণবেশের বক্তব্য, 'আমি ১৯ বছর ধরে বস্ত্রদান করছি। গৌতম দেব আমাদের অভিভাবকের মতো। তাই তাঁকে অনুষ্ঠানে ডেকেছিলাম। দলের জেলা নেতৃত্ব আসবেন না জেনেই তাঁদের আমন্ত্রণ জানাইনি।'

অন্যদিকে, কাজলও শনিবার বিধাননগরে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান করছেন। দলীয় ব্যানারেই তাঁর এই অনুষ্ঠানে দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, জেলা চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তী, জেলা যুব সভাপতি নির্ণয় রায় সহ অন্যদের ডাকা হয়েছিল। কাজল বলেছেন, 'আমি প্রতি বছর পুজোয় দুঃস্থদের বস্ত্রদান করি। প্রতিবার জেলা নেতৃত্বকে ডাকি, এবারও সেটাই করেছি।'

চেঙ্গা থেকে অবাধে পাচার বালি-পাথর

খড়িবাড়ি, ৪ অক্টোবর : সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে খড়িবাড়ি সংলগ্ন বিহারের চেঙ্গা নদী থেকে দেদারে লুট হচ্ছে বালি-পাথর। গ্রামীণ সড়ক দিয়ে রোজ শতাধিক ওভারলোডেড ট্র্যাক্টর চলাচলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে জানালেন খড়িবাড়ি জায়গিরজোতের বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালে পাঁচটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর আটকে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয়রা। এদিন খড়িবাড়ি থানার পুলিশ তিন ট্র্যাক্টরচালককে গ্রেপ্তার করে।

এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের অভিযোগ, খড়িবাড়ি সংলগ্ন বিহারের ঝোরাগছে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে চেঙ্গা থেকে বালি-পাথর চুরি করছে মাফিয়ারা। তারপর সেটা পাচার করা হয় ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়। এখানকার বালি-পাথর পৌঁছে যায় বিহারেও। মূলত মধ্যরাত থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত চলে কারবার। তবে পুজোর আগে

কারবারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

নির্মাণসামগ্রীর চাহিদা বেড়েছে, তাই এখন কারবারের সময়সীমা সকাল ৯টার গণ্ডিতে আটকে নেই। অভিযোগ, দিনভর ট্র্যাক্টরের আনাগোনা লেগে থাকছে। বোঝাই ট্র্যাক্টরগুলো জায়গিরজোতের গ্রামীণ সড়ক দিয়ে বেপরোয়া গতিতে ছুটতে থাকে।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সুবীরকুমার রায় এবং বিনুলাল সিংহর অভিযোগ, এর আগে স্থানীয় প্রশাসনকে বারবার অভিযোগ জানানোর পরও পরিস্থিতি বদলায়নি। তাই বাধ্য হয়ে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর আটকে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। আরেক স্থানীয় অবিনাশ সিংহর কথায়, 'রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে আমাদের। ভাঙছে গ্রামীণ সড়ক। একপ্রকার প্রাণ হাতে নিয়ে চলাফেরা করতে হয় স্থানীয়দের।'

প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ না করলে অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। খবর পেয়ে এদিন খড়িবাড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তবে তার আগে দুই চালক ট্র্যাক্টর নিয়ে পালিয়ে যান। খড়িবাড়ি পুলিশ বাকি তিনটি বাজেয়াপ্ত করে। সেখানে থাকা তিন চালককে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়। এরপরই গ্রামবাসী বিক্ষোভ তুলে নেন। খড়িবাড়ি থানা সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম সুরজ বারিক, রাজেন্দ্র পাসোয়ান ও অজিত সিংহ।

শেষ সম্বলটুকু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ক্ষতিগ্রস্তদের

চমকডাঙ্গিতে মেয়র, এসডিও

মিঠুন ভট্টাচার্য

সেচ দপ্তরের উদ্যোগে তিস্তায় আপৎকালীন বাঁধ। শুক্রবার চমকডাঙ্গিতে।

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : বিপর্যস্ত চমকডাঙ্গি। তবে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে প্রশাসন। শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মনীষা রায় সহ তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাও। সকাল থেকে সেচ দপ্তরের তরফে তিস্তায় আপৎকালীন বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরাও এদিন গিয়েছিলেন।

মহকুমা শাসক বলেন, 'জেলা প্রশাসনের নির্দেশে রাজগঞ্জ ব্লক প্রশাসন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করছে। গ্রাম পঞ্চায়েতকে খাবার তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন ঘটনার ওপর নজর রাখছে।'

এদিন সকাল থেকে কেউ ব্যস্ত ছিলেন ঘরের চালের টিন, কাঠের খুঁটি খুলতে। কাউকে আবার দেখা গেল গবাদিপশু, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র এক জায়গায় এনে রাখতে। মহিলারা কাপড়-চোপড়, ব্যাগ গোছালেন। এদিনও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধুই চোখের জল ফেললেন ওমপ্রকাশ ভুজেল, অমিতকুমার ভুজেল, পিংকি মালপাহাড়িয়ারা।

বিপর্যস্ত এলাকা ঘুরে গৌতমের প্রতিক্রিয়া, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এখানে এসেছি। তিনি সবটা জানেন। আধিকারিকরাও আছেন। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা চলছে।' আপাতত ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। এরপর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর।

বৃহস্পতিবার রাতে এলাকার কয়েকটি বাড়িতে ঠাঁই নিয়েছিলেন অনেকে। রাত পর্যন্ত জিনিস গুছিয়েছেন বাসিন্দারা। কিষান

বাঁধ নির্মাণ

- তিস্তায় আপৎকালীন বাঁধনির্মাণ করছে সেচ দপ্তর
- গ্রাম পঞ্চায়েতকে খাবার তৈরির নির্দেশ
- সূত্রের খবর, ত্রাণ দেওয়ার পর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে
- রাস্তা ভাঙায় গ্রামের দু'প্রান্তে যোগাযোগের অভাব দেখা দিয়েছে

মালপাহাড়িয়া জানালেন, রাতে এলাকায় হাতি বের হয়েছিল। রয়েছে চিতাবাঘের আতঙ্ক।

ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চমকডাঙ্গিতে চাষের জমি বিলীন হয়ে গিয়েছে তিস্তায়। যে কোনও মুহূর্তে বসতবাড়িগুলো ভাঙনের কবলে পড়তে পারে। তিস্তার পাড়ে বেশিরভাগই কাঠের দোতলা বাড়ি। যদিও গত কয়েক বছর কংক্রিটের ছোঁয়া লেগেছে গ্রামে। পাহাড় ঘেঁষা ওই গ্রামে ৭০টি পরিবারের বাস।

রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় গ্রামের দুই প্রান্তে যোগাযোগের অভাব দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল স্থানীয় বাসিন্দা পর্বত মুখিয়ার সঙ্গে। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। বলেন, 'প্রায় ১০০ বছরের পুরোনো এই গ্রাম। বড়দের থেকে শুনেছি, একসময় জলপাইগুড়ির রাজা জঙ্গলে শিকার করতে আসলে এই গ্রামে বিশ্রাম নিতেন। এখন আর উপায় নেই। হয়তো কোথাও চলে যেতে হবে।'

ওমপ্রকাশ, অমিত, টঙ্কবাহাদুর ছেত্রীদের কারও পেশা কৃষিকাজ, কারও পশুপালন। নতুন জায়গায় গিয়ে কী করবেন? উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। এক মহিলা ভেঙে যাওয়া রাস্তা দেখিয়ে বললেন, 'ওই পাড়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। ফলে চাইলেও ঘরের জিনিসপত্র বের করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে ভাঙন ধরলে সব ভেসে যাবে।'

এদিন শালুগাড়া থেকে ভাঙন দেখতে এসেছিলেন মোহন শর্মা। তিনি বললেন, 'পাহাড়ের পাদদেশে নদীর তীরের এই গ্রাম ছিল স্বপ্নের মতো। বর্তমানে এখানে শুধু নদীর গর্জন আর মানুষের কান্নার আওয়াজ।'

বাসিন্দারাও কারও সঙ্গে খুব একটা কথা বলতে চাইছেন না। আপন মনে শেষ সম্বলটুকু গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় মগ্ন সকলেই।

পুজোর আকাশ।। আলিপুরদুয়ারের ঘাগড়ায় তন্ময় দেবের ক্যামেরায়।

দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ৪ অক্টোবর : অবশেষে দু'দিন পর শুক্রবার নিখোঁজ তরুণের দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম মানজার আলি (২৩)। বুধবার সন্ধ্যা থেকে হাপতিয়াগছ গ্রামের ওই তরুণ নিখোঁজ ছিলেন। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

শিবির

চোপড়া, ৪ অক্টোবর : কালীগঞ্জ হাইস্কুলে দু'দিনব্যাপী বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হল শুক্রবার। পাশাপাশি পড়ুয়াদের ক্যানসার নিয়ে সচেতন করতে একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়।

জামা উপহার

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি আনন্দ এবং অনুভব ক্রেশ সেন্টারের তরফে শুক্রবার বিশেষভাবে সক্ষমদের, আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের শিশু এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের পুজোর জামা উপহার দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি আনন্দ'র প্রেসিডেন্ট মৃণালকান্তি মজুমদার এবং তাঁর আনন্দ সাথীরা। ছিলেন অনুভব ক্রেশ সেন্টারের প্রেসিডেন্ট নান্টু পাল।

লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি আনন্দ'র সেক্রেটারি অশোক কুণ্ডু বলেন, 'প্রতিবছর এরকম দুঃস্থ শিশুদের জামাকাপড় দিই। এছাড়া ফুড ফর অল, রক্তদানের মতো নানা সামাজিক কর্মসূচি চলে।' এদিন শিশু এবং প্রবীণ মিলিয়ে ৬০ জনের হাতে নতুন জামা তুলে দেওয়া হয়েছে।

লক্ষকণ্ঠে গীতা

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে লক্ষকণ্ঠে গীতা পাঠ। সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে আগামী ১৫ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির কাওয়াখালি ময়দানে গীতা পাঠের আয়োজন করা হবে।

বোনাসের দাবিতে আন্দোলন চলবে

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : পাহাড়ের চা বাগানে বোনাস সমস্যা মিটে গিয়েছে বলে মন্তব্য করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার ভার্চুয়াল পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তরাই-ডুয়ার্সের হারে পাহাড়েও ১৬ শতাংশ বোনাসের অ্যাডভাইজারি দেওয়া হয়েছে।' যদিও শ্রমিক সংগঠনগুলো মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকে খারিজ করে দিয়েছে। পাশাপাশি ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে আন্দোলন জারি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাহাড়ের চা শ্রমিক সংগঠনগুলো।

শুক্রবার দার্জিলিংয়ে আটটি শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব বৈঠকে বসে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, বাগানে বিক্ষোভ এবং তৈরি চা-এর বিক্রিতে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত জারি থাকবে। এছাড়া আট শ্রমিক সংগঠন মিলিতভাবে শিলিগুড়ির দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে অবস্থান বিক্ষোভে বসবে সোমবার। প্রত্যেকে নিজস্ব ঝান্ডা নিয়ে শামিল হতে চলেছে।

এদিন বৈঠকের পর শ্রমিক নেতা সমন পাঠক এবং ভরত ঠাকুরী বলেন, 'বৃহস্পতিবার শ্রম দপ্তর চিঠি দিয়ে আমাদের জানিয়েছে, পুজোর পরে বোনাস সংক্রান্ত বিষয়ে ফের আলোচনা হবে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণের উল্লেখ নেই। পুজোর পরে কোনও একদিনের সময়সীমা দিয়ে চিঠি দিলে আন্দোলন তুলে নেওয়ার ব্যাপারে ভাবা যেত।'

দুর্গাপুজোর উদ্বোধন

চোপড়া ও ফাঁসিদেওয়া, ৪ অক্টোবর : চোপড়া ব্লকের হাপতিয়াগছ সর্বশ্রী সমাজ উন্নয়ন সংস্থার পুজোর ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্লাব সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার বিধায়ক হামিদুল রহমান উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা।

অন্যদিকে, শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়, ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস সহ প্রশাসনিক আধিকারিক, পুজো কমিটির সদস্যরা।

'অভয়া সেলফি কর্নার' পুজোয়

ইসলামপুর, ৪ অক্টোবর : 'পুজো আমার, পুজো তোমার- বিচার চাই তিলোত্তমার' লেখা ফ্লেক্স টাঙানো পেছনে। শুক্রবার রাতে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ইসলামপুর শাখার সদস্যরা। ইসলামপুরের বিভিন্ন ক্লাব এবং জনসাধারণের কাছে পুজোর দিনগুলিতেও আরজি কর ইস্যুতে আন্দোলনকে সমর্থনের আবেদন জানান তাঁরা। পাশাপাশি একাধিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের সদস্যরা।

ক্লাবগুলিকে চিকিৎসকদের সই করা চিঠি পাঠাবে এই সংগঠন। সেখানে পুজোমণ্ডপে নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে একটি ফ্লেক্স লাগানোর আবেদন জানানো হবে। মণ্ডপে আসা দর্শনার্থীরা যাতে ওই তরুণী চিকিৎসককে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন, এমন একটি জায়গার ব্যবস্থা করতে বলা হবে। দর্শনার্থীদের জন্য একটি সিগনেচার জোন বানানোর আবেদন করা হচ্ছে। পাশাপাশি পুজোর চারদিন সাধারণ মানুষ যাতে নিজ নিজ বাড়িতে বিচারের দাবিতে প্রতীকী আয়োজন করেন, সেই অনুরোধ জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা।

সংগঠনের তরফে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে একটি 'অভয়া ফার্স্ট এইড সেন্টার' এবং 'অভয়া সেলফি কর্নার' খোলা হবে। দর্শনার্থীদের দেওয়া হবে এই ইস্যুতে বিভিন্ন বার্তা ছাপানো রিস্ট ব্যান্ড এবং টি-শার্ট। উৎসবের সময় বিচার চেয়ে ব্যাজ পড়ে ডিউটি করবেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ইসলামপুর শাখার সম্পাদক ডাঃ সায়ন্তন কুণ্ডু বলছেন, 'দুর্গাপুজোর পাশাপাশি অভয়ার বিচারের দাবিকে জিইয়ে রাখতে আমরা এসব কর্মসূচি নিয়েছি। এছাড়া গ্রাম থেকে বহু মানুষ শহরে পুজো দেখতে আসেন। তাঁদের মধ্যে এখনও অনেকে এই বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল নয়। তাঁদের কাছে যাতে আমাদের বার্তা পৌঁছায়, সেজন্য এই উদ্যোগ।'

উদ্ধার দুই নাবালিকা

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : প্রেমিকের ডাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে অসমের দিকে যাচ্ছিল দুই নাবালিকা। ট্রেন ধরার আগেই দুজনকে উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি জিআরপি এবং এনজেপি আরপিএফের আধিকারিকরা। শুক্রবার রাতে দুজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। দুজনের থেকেই অসমগামী ট্রেনের টিকিট মিলেছে। ইতিমধ্যে দুজনকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি)-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নাবালিকাদের পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে এনজেপি থানার কাছে খবর আসে, ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি স্কুল থেকে দুই নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। এরপরই শিলিগুড়ি জংশন, এনজেপি স্টেশন, বিমানবন্দর সহ সর্বত্র নজরদারি বাড়ানো হয়। রাতের দিকে স্টেশনে দুই নাবালিকাকে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে দেখে জিআরপি'র সন্দেহ হয়। দুজনকে উদ্ধার করে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আসল তথ্য সামনে আসে।

তিন মাস পর বকেয়া বেতন

বালুরঘাট, ৪ অক্টোবর : অবশেষে তিন মাস পরে বেতন পেলেন দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা। কয়েকমাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের মতানৈক্য চরমে উঠেছিল। রেজিস্ট্রার বেতনের নথিতে সই করতে না চাওয়ায় অধ্যাপকদের বেতন আটকে ছিল। এনিয়ে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ও আচার্য তথা রাজ্যপালের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন উপাচার্য। এদিকে বেতনের দাবিতে অধ্যাপকদের বিদ্রোহ চলতে থাকায় অবশেষে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন উপাচার্য দেবব্রত মিত্র। অসহযোগিতার অভিযোগ এনে রেজিস্ট্রারের সেই ক্ষমতা খর্বও করেছেন তিনি। রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অফিসার উজ্জ্বল দাসের হাতে অর্পণ করেছেন। ক্ষমতা পেতেই অধ্যাপকদের বকেয়া বেতন মিটিয়েছেন ফিন্যান্স অফিসার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ জন অতিথি অধ্যাপকের নথিতে রেজিস্ট্রার সই না করায় জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়। রেজিস্ট্রার সই করেননি বলে বেতন সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিতে চাননি উপাচার্যও। তিনি রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রকের কাছে চিঠি দিয়ে রেজিস্ট্রারের নামে নালিশ করেন। বেতন আটকে যেতেই নিজেদের কাজ থেকে সরে দাঁড়াতে শুরু করেন অধ্যাপকরা। পরীক্ষক ফলাফল পোর্টালে আপলোড করার কাজ বন্ধ করে দেন। মার্কশিট না পেয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের পঠনপাঠন শেষ করেও বিএড সহ অন্যত্র ভর্তি হওয়ার সুযোগ হারাতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। পরে অবশ্য উপাচার্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে অধ্যাপকরা পোর্টালে মার্কস আপলোড করলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

তাপস, রাজেশকে ভাষা শহিদ ঘোষণার দাবি

বালুরঘাট, ৪ অক্টোবর : বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষা স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তার পরেই ইসলামপুরের দাড়িভিটে মৃত দুই ছাত্র তাপস বর্মন ও রাজেশ সরকারকে ভাষা শহিদের স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে রাজ্য সরকারকে খোলা চিঠি দিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ২০১৮ সালে উত্তর দিনাজপুরের ওই দুই ছাত্র বাংলা ভাষার শিক্ষক চেয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে খুন হয়েছিলেন বলে দাবি করে সুকান্ত জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি খোলা চিঠি দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষা হিসাবে কেন্দ্র স্বীকৃতি দিলেও সেই দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনওদিন করেননি। এবার রাজ্য সরকার অন্তত রাজেশ ও তাপসকে ভাষা শহিদের স্বীকৃতি দিক।

সুকান্ত বলেন, 'বাংলা ভাষার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর অবদান কী? তিনি ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় কখনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন, কখনও বা তাঁর দলের মন্ত্রীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। এই সময়কালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে কোনও আবেদন করেননি।

যদি করে থাকেন, সেই চিঠি তিনি প্রকাশ্যে দেখান। আমরাও দেখতে চাই মুখ্যমন্ত্রী বাংলা ভাষার প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল। বাংলার অস্তিত্বের প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল। তিনি রাজেশ ও তাপসকে ভাষা শহিদের মর্যাদা দিয়ে তা প্রমাণ করুন। আমরা খোলা চিঠির মাধ্যমে সেই দাবি জানাচ্ছি।'

ইসলামপুরের দাড়িভিটে ২০১৮ সালে রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন নামে দুই প্রাক্তন ছাত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল। তাদের দাবি ছিল, স্কুলে আরবি শিক্ষক নয়, বাংলা শিক্ষক চাই। ওই ঘটনার এনআইএ তদন্ত চলছে। এদিকে ভারতের বেশ কিছু ভাষাকে আগেই ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি

মমতাকে খোলা চিঠি সুকান্তর

দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। দাড়িভিট কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে চাপে রাখতে তৈরি হয়েছে রাজ্য বিজেপি। এদিন রাজেশ ও তাপসকে ভাষা শহিদের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি দিয়ে সুকান্ত সেই চাপ বাড়ালেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

সুকান্ত জানান, 'আজও তাপস আর রাজেশের দেহ সৎকার হয়নি। কবরে রেখেছেন তাদের মা-বাবা। মুখ্যমন্ত্রী যদি বাংলা এবং বাংলা ভাষার প্রতি এতই দরদি হন, তাহলে এই দুই ছাত্রকে ভাষা শহিদের মর্যাদা দিয়ে নিজের বাংলাপ্রীতির প্রমাণ রাখুন।'

হিট ম্যাপে হদিস বনবেড়ালদের

পুজোর পর সমীক্ষা শুরু সিঙ্গালিলা ও নেওড়াভ্যালিতে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ অক্টোবর : জঙ্গলের বাঘ, হাতি, বাইসন, গন্ডার, লেপার্ড, হরিণ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সমীক্ষা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রজাতির বনবেড়ালের তথ্য উত্তরের বন দপ্তরের কাছে সেরকমভাবে নেই। বক্সা, সিঙ্গালিলা ও নেওড়াভ্যালিতে ট্র্যাপ ক্যামেরায় বিভিন্ন প্রজাতির বুনো বেড়ালের ছবি ধরা পড়েছে। তবে তারা কত সংখ্যায় রয়েছে, আবাসস্থল কতটা সুরক্ষিত, খাদ্যভাণ্ডার কী অবস্থায় রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেই। তাই এবার সেসব তথ্য জানতে বুনো বেড়ালদের নিয়ে সমীক্ষা শুরু করতে চলেছে বন দপ্তর। এর জন্য প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথম ধাপে প্রোটেকশন অফ হ্যাবিট্যাট অর্থাৎ হিট ম্যাপ তৈরি করছে বন দপ্তর। বন্যপ্রাণ বিভাগের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভির কথায়, 'সেখানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে কোন কোন প্রজাতির বুনো বেড়ালদের বাসস্থান রয়েছে তার তথ্য থাকবে। হিট ম্যাপ তৈরির কাজ শেষ হলেই পুজোর পর থেকে শুরু হবে ফিল্ড সমীক্ষার কাজ।'

জঙ্গল ক্যাট।

উত্তরের পাহাড়ি এলাকার সিঙ্গালীলা ও নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান, সিঞ্চল, মহানন্দা, বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল, দার্জিলিং এবং কার্সিয়াং বন বিভাগ থেকে চাপড়ামারি অভয়ারণ্যে, গরুমারা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার বন বিভাগের জঙ্গলকে ভিত্তি করেই হিট ম্যাপ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

হিট ম্যাপে জঙ্গল ক্যাট, মার্বেল ক্যাট, গোল্ডেন ক্যাট ও লেসার ক্যাটের মতো বুনো বেড়াল উত্তরবঙ্গের কোন বনাঞ্চলে কত উচ্চতায়, কোন পরিবেশে কীভাবে বসবাস করে তার উল্লেখ থাকবে। শুধু তাই নয়, জঙ্গলের কোন কোন রেঞ্জের বিটের কোন কম্পার্টমেন্টে দেখা যায় সেটাও মানচিত্রে উল্লেখ করার উদ্যোগ নিয়েছে বন দপ্তর। ইতিমধ্যে বন দপ্তরের ডিএফও, এডিএফওদের প্রশিক্ষণ হয়েছে। রেঞ্জ অফিসার ও বিট অফিসারদের বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তারা কীভাবে থাকে, কী খায়, বিভিন্ন আবহাওয়ায় কীভাবে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলে, কতটা এলাকা বসবাসের জন্য প্রয়োজন সহ নানা তথ্য পরবর্তী পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষায় জানা হবে।

> বাঘের ছবি তোলার জন্য নেওড়াভ্যালিতে আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে রেখেছি। সেই ক্যামেরায় বাঘের পাশাপাশি বন্য বেড়াল প্রজাতির বিভিন্ন ছবি উঠেছে।
>
> **দ্বিজপ্রতিম সেন** ডিএফও
> গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'বাঘের ছবি তোলার জন্য নেওড়াভ্যালিতে আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে রেখেছি। সেই ক্যামেরায় বাঘের পাশাপাশি বন্য বেড়াল প্রজাতির বিভিন্ন ছবি উঠেছে। বিভিন্ন প্রজাতির বন্য বেড়াল যে রয়েছে সেটা প্রমাণ হয়েছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
বীরভূম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বীরভূম - এর একজন বাসিন্দা আনারুল সেখ - কে 26.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 55D 42980 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সুসংবাদটি শুনে আমার শরীর কেঁপে উঠেছিলো। আমার কাছে এক কোটি টাকা থাকবে তা কখনো কল্পনাও করিনি। আমি ডিয়ার লটারির দ্বারা আশীর্বাদ পেয়েছি যা আমার হৃদয়ে চিরকাল থাকবে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

মিলছে ট্যাব কেনার টাকা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৪ অক্টোবর : একেবারে পুজোর মুখে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ট্যাব কেনার টাকা দেওয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। শুক্রবার বিকেল থেকে জেলার বিভিন্ন স্কুলে দুই শ্রেণির পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতে শুরু করেছে।

কোচবিহার জেলায় মোট ৪৩ হাজার ৪৯৪ জন পড়ুয়া ট্যাব কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা করে পাবে। এর মধ্যে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া রয়েছে ২৪ হাজার ৭৫৫ জন এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ার সংখ্যা ১৮ হাজার ৭৩৯। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সবমিলিয়ে জেলায় মোট ৪৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকা লাগবে। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'রাজ্যের নির্দেশে গত বৃহস্পতিবারই আমরা বিল জমা দিয়েছি। শুক্রবার থেকে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা শুরু হয়েছে।'

শিক্ষক দিবসে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার টাকা দেওয়ার কথা ছিল রাজ্য সরকারের। কিন্তু ২ সেপ্টেম্বর রাজ্যের সমস্ত জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) এবং ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসাদের নিয়ে ভার্চুয়ালি বৈঠক করে শিক্ষা দপ্তর জানিয়ে দিয়েছিল, আপাতত টাকা দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্য সরকার এই টাকা আর দেবে কি না, সেটা নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। দেখা দিয়েছিল আশঙ্কা। অবশেষে সেই আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে শুক্রবার থেকে ট্যাব কেনার জন্য ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা শুরু হয়েছে।

ENGINEERING
B.TECH LATERAL
- COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
- COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
  SPECIALIZATION:
  - ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING
  - DATA SCIENCE
  - CYBER SECURITY
  - INTERNET OF THINGS
  - IOT & CYBER SECURITY
- COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY
- COMPUTER SCIENCE & BUSINESS SYSTEMS
- AGRICULTURAL ENGINEERING
- AUTOMOBILE ENGINEERING
- BIO MEDICAL ENGINEERING
- CIVIL ENGINEERING
- ELECTRICAL ENGINEERING
- ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING
- ELECTRONICS & COMPUTER SCIENCE
- FOOD TECHNOLOGY
- INFORMATION TECHNOLOGY
- MECHANICAL ENGINEERING

nirf NATIONAL INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK
Rankings by MHRD, Govt. of India

JIS COLLEGE OF ENGINEERING | NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY ARE NIRF RANKED IN ENGINEERING CATEGORY

GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY | JIS UNIVERSITY ARE NIRF RANKED IN PHARMACY CATEGORY

NAAC NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY - NAAC GRADE 'A+'
JIS COLLEGE OF ENGINEERING - NAAC GRADE 'A'
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY - NAAC GRADE 'A'
GURU NANAK INSTITUTE OF DENTAL SCIENCE & RESEARCH - NAAC GRADE 'A'
ASANSOL ENGINEERING COLLEGE - NAAC GRADE 'A'

APPLY NOW
www.jisgroup.org

SILIGURI OFFICE ADDRESS
Ambedkar Building, Hill Cart Road, Opposite NBSTC Depot, Siliguri
KOLKATA HEAD OFFICE ADDRESS
7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020

#EDUCATIONBEYONDORDINARY
39 INSTITUTIONS | 185 PROGRAMMES | 45000+ STUDENTS
Accreditations, Affiliations & Approvals
UGC | AICTE | NAAC
NIRF | NBA | MAKAUT

JIS GROUP
Educational Initiatives

CONGRATULATIONS
JELET RANK HOLDERS

ADMISSIONS OPEN
FOR B.TECH LATERAL COURSES IN TOP ENGINEERING INSTITUTES OF WEST BENGAL THROUGH JELET E-COUNSELLING PROCESS

WEST BENGAL STUDENT CREDIT CARD SCHEME AVAILABLE

81007 49670 | 90733 70470

JIS UNIVERSITY
86977 43361/62 | www.jisuniversity.ac.in
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY
90733 22523 | www.gnit.ac.in
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
89024 96651 | www.nit.ac.in
JIS COLLEGE OF ENGINEERING
86977 43363 | www.jiscollege.ac.in
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX (SURTECH)
62919 77707/08 | www.surtech.edu.in
ASANSOL ENGINEERING COLLEGE
90736 83912 | www.aecwb.edu.in
GREATER KOLKATA COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
90736 83914/15 | www.gkcem.ac.in
ABACUS INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT
62919 77705/06 | www.abacusinstitute.org
GARGI MEMORIAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
83369 42309 | www.gmitkolkata.org

SCHEDULE FOR COUNSELLING OF JELET - 2024

S No.	ACTIVITIES	DATES
1	Payment of registration fees & choice filling	03rd to 06th OCTOBER, 2024
2	Choice filling including choice locking	05th & 06th OCTOBER, 2024
3	1st round of seat allotment result	08th OCTOBER, 2024
4	Payment of Seat acceptance fee.	08th to 15th OCTOBER, 2024
5	Reporting to allotted institutes for document verification & admission or opt for upgradation.	13th to 15th OCTOBER, 2024
6	2nd round of seat allotment result	17th OCTOBER, 2024

PLACEMENT 2024 STATS
92% PLACEMENT
411+ RECRUITERS
41 LAKHS HIGHEST PACKAGE OFFERED
SCAN ME

শনিবার, ১৮ আশ্বিন ১৪৩১, ৫ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৩৯ সংখ্যা

ধ্রুপদি সম্মান প্রসঙ্গে

বাংলা ভাষা অবশেষে ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা পেল। দুর্গাপুজোর মুখে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত বাঙালিকে খুশি করেছে। তামিল, কন্নড়, মালয়ালম, সংস্কৃতের মতো বাংলার ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা আদায়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকদিন ধরে সচেষ্ট। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত ঘোষণা হতেই তাই তিনি যাবতীয় কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যদিও বিজেপি তাতে নারাজ। কেন্দ্রের শাসকদলের যুক্তি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতের সমস্ত ভাষার মতো বাংলাকে যথেষ্ট সম্মান করেন বলে এই স্বীকৃতি।

কৃতিত্ব যাঁরই হোক, বাংলার ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা নিঃসন্দেহে বড় প্রাপ্তি। কিন্তু এই প্রাপ্তি নিয়ে বিজেপি ও তৃণমূলের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে টানাপোড়েন ও কৃতিত্বের ভাগীদার হওয়ার প্রতিযোগিতা অনভিপ্রেত। তার থেকেও বেশি চিন্তার হল, বাংলা ভাষার প্রচার-প্রসারে সরকারের যে উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন, কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও তরফেই তা তেমন দেখা যায় না।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দি ভাষার আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ অনেকদিনের। মুখে অভিযোগটি স্বীকার না করলেও কেন্দ্রের কাজকর্মে হিন্দির আধিক্য বেশিই চোখে পড়ে। বহু ভাষাভাষীর দেশ ভারতে যা যুক্তিযুক্ত নয়। রাজ্য সরকারেরও বাংলা ভাষা নিয়ে অনেক উদাসীনতা আছে। বাংলা ভাষায় সরকারি কাজকর্মের দাবি বহুদিনের। কিন্তু সেই দাবির সর্বাংশে বাস্তবায়ন নেই। বরং ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলা এ রাজ্যে পিছিয়েই পড়ছে।

বাস্তবে বর্তমান প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা সম্পর্কে অনীহা, এমনকি ভীতি পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে। ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের অধিকাংশ বাঙালি পড়ুয়া বাংলা শেখা এবং পড়ায় অনাগ্রহী। তাদের কাছে বাংলা ভাষা যেন বিভীষিকা। তাদের বাবা-মায়েদের এতে আপত্তি নেই। বাংলা শিখে কী হবে গোছের হা-হুতাশ স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে। বাংলার প্রতি এই অনীহা বরং অনেক অভিভাবকের গর্বের বিষয় হয়ে যায়।

বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের ভাষার অবস্থার এই পরিণতির কারণ অনুসন্ধান জরুরি। এর পিছনে শুধুই কি হিন্দি-ইংরেজির চাপ না বাংলা শিখে কাজের বাজারে কলকে না পাওয়ার ভয়? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দরকার। সন্দেহ নেই, বিশ্বায়নের যুগে সকলের কাজের প্রয়োজনে ইংরেজি শেখা-জানা জরুরি। তাই বলে মাতৃভাষাকে অবহেলার যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। অথচ সেটাই হচ্ছে।

এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার বিরোধ কাম্য নয়। এই বিরোধ তৈরি করা হয় নানা স্বার্থে। কেউ চাইলে অনায়াসে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজির পাশাপাশি আরও অনেক দেশি-বিদেশি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ভাষা নিয়ে রাজনীতির খেলা চলে বলে ভাষাগত বিরোধ তৈরি হয়। বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। অথচ এই ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে অন্য ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ বঙ্গজাতির অস্তিত্বের সংকট ডেকে আনছে।

অন্য ভাষার চর্চায় আপত্তি নেই, বরং তাতে জ্ঞানলাভের সুবিধা। তবে নিজের ভাষা, সংস্কৃতির সমানভাবে চর্চা ও বিকাশের দিকে সমানভাবে নজর থাকা দরকার। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলতে সংকোচে ভোগে। অনেক ক্ষেত্রে পরিস্থিতির চাপ থাকে বটে। তবে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরল কিংবা মহারাষ্ট্রের সঙ্গে এখানেই সবথেকে বড় পার্থক্য পশ্চিমবঙ্গবাসীর।

অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলি নিজেদের সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ও স্পর্শকাতর। তারা সবসময় হিন্দির বিরোধিতা করে এমন নয়। কিন্তু তারা নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ। ধ্রুপদি মর্যাদায় বাংলার মান অনেক বাড়ল নিশ্চয়ই। কিন্তু যে ভাষার দাবির আন্দোলনে অনেকে শহিদ হয়েছেন, সেই ভাষার প্রতি বঙ্গবাসী এবং সরকারের আরও নজর জরুরি।

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

দুর্গাদের গল্পে একাগ্রতা ও যন্ত্রণার পাঠ

বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গাদের জীবনে অসুর কম নয়। গুটিকয়েক ভাগ্যবতী বাদে সবাইকেই পড়তে হয়েছে অসুরের মুখে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

একটি সিনেমা শুরু হতে পারত ঠিক এভাবেই।

বিশাল এক বৌদ্ধ মঠের ভিতরে সমস্ত আলো জ্বলছে অসংখ্য ঝাড়বাতির। সার দেওয়া বসার আসনগুলো ফাঁকা। কোণে এক তরুণী সন্ন্যাসিনী আপন মনে কিছু লিখে চলেছেন। হাতে পেন্সিল সম্ভবত। লিখছেন কিছু। আবার মুছছেন। সন্তুষ্ট হচ্ছেন না।

বসার ভঙ্গিতে কোনও বদল নেই। চারপাশে কে আসছে, কে যাচ্ছে, কোনও আগ্রহ নেই। মেঝেজুড়ে কাঠের ডেস্কগুলোতে অন্তত একশোজন বসতে পারে। এখন সব শূন্য। শুধু নিজে নিজেই শিক্ষা চলছে এক অনন্যমনার।

সামনে ৩৮ ফুট সোনালি বুদ্ধমূর্তির স্মিতহাস্য যেন আরও বিস্তৃত।

বাংলার কোনও বৌদ্ধ মঠে এভাবে কোনও সন্ন্যাসিনীকে দেখিনি আগে। পুরোটাই স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

মহালয়ার সকালে এই দৃশ্য শিলিগুড়ির পিছনে জংলিমহলের তরিবাড়িতে। পিছন দিয়ে চলে গিয়েছে ছোট্ট গুলমাখোলা নদী। অনেকখানি বাঁক সেখানে। নদীর পারে কাশবনে গোরু চরছে। অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চম্পাসারি জঙ্গলের পিছনে সিতং, লাটপাঞ্চোরের ঢেউ খেলানো পাহাড়দল।

কিছুক্ষণ আগে মঠের পিছনে বৌদ্ধদের স্কুলে শব্দ উঠছিল ধর্মপাঠের। পিছনের নদীতে শুধু এক পুরোহিত চারজনকে পড়াচ্ছিলেন তর্পণের মন্ত্র। সব মিলে দিগন্তে মিশে যায় ধর্মে ধর্মে ফারাক উড়িয়ে। এই জংলিমহল, বেঙ্গল সাফারির জঙ্গল সব শোনে নিঃশব্দে। মঠের ভিতরে সন্ন্যাসিনী সেসব জানতে পারেন না। জানার ইচ্ছেও নেই। তিনি ব্যগ্র শিক্ষায়।

একইরকম একাগ্রতা নিয়ে শিলিগুড়ির বাগরাকোট বাজারে রাস্তার ধারে গুমটিতে পেঁয়াজ বাছেন বিভিন্ন বয়সি নারীর দল। এক একজনের এক এক অভিব্যক্তি, তবে লক্ষ্য এক। পেঁয়াজ-রসুনের মাঝে বসে থাকতে থাকতে পৃথিবী পালটে যায় ক্রমশ। গন্ধ, নিঃশ্বাস, অবয়ব-- সবকিছু। অথচ জীবনযুদ্ধের তীব্রতায় পেঁয়াজসুন্দরীদের ওসব খেয়ালই থাকে না আর।

যেমন নিউ কোচবিহার রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মের মহিলা বিক্রেতারা। রেলের হিসেবে, বাংলায় ৯৮ স্টেশনে মোদির 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' স্টল থাকার কথা। বাস্তবে অধিকাংশ স্টেশনেই নেই। উঠে গিয়েছে। বা রকমারি জিনিসের স্টেশনারি দোকানে পরিণত। নিউ কোচবিহারে আবার একাধিক এমন স্টল। সব জায়গাতেই মহিলা বিক্রেতা। এবং তাঁরা হাসিমুখে প্রতিযোগিতায়।

দার্জিলিংয়ের পথে পরিত্যক্ত টুং রেলস্টেশন প্ল্যাটফর্ম এখন মাঝে মাঝে বাসস্ট্যান্ড হয়ে ওঠে। সকালে স্কুলটাইমে পুলকার ধরার অপেক্ষায় থাকে কিশোরী ছাত্রীরা। পাশেই স্টেশনারি দোকান চালান প্রবীণা। মুখে সব সময় লেগে থাকে হাসি। সবারই তো এক যুদ্ধ। তবু কী একনিষ্ঠ!

দুর্গাপুজোর সামনে এই নারীদের একাগ্রতা দেবীপক্ষকে আলাদা মাহাত্ম্য দিয়ে যায় শরৎ আকাশে। আমাদের রাষ্ট্রপতি নারী, মুখ্যমন্ত্রী নারী-- তবু যে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে রাজপথে নামতে হয় মহিলাদের, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য হয় না। সেখানে এই নারীরাই অলংকারের মতো চোখ টানেন। জীবনে হয়তো এঁরা কোনও মহানগরী দেখেননি, দেখবেনও না, তাতে কিছু এসে যায় না। কতরকম কাজ তাঁদের। আমরা তাঁদের চিনিই না, জানি না।

সেদিন চেন্নাইয়ে 'দ্য হিন্দু' কাগজ বেশ কয়েকজন নারীকে তাঁদের অনন্য কাজের স্বীকৃতি দিল। এঁদের একজন রোজা। ৩৯ বছরের ভদ্রমহিলা প্রায় হাজারখানেক নামগোত্রহীন মানুষের শেষকৃত্য করেছেন একা। যাঁদের কেউ নেই। আত্মীয়স্বজন খুঁজে পাওয়া যায়নি এঁদের। 'সবাইকে শেষ বিদায় জানাতে তাঁদের বাড়ির লোক আসে। কিন্তু যাঁদের কেউ নেই, তাঁদের কী হবে?' এই প্রশ্নটা ভাবায় রোজাকে। সেখান থেকেই এমন কাজ বেছে নেওয়া। দু'দশক ধরে একেবারে একা কাজ করেন রোজা। বুঝতেই পারছেন একেবারে কিশোরীবেলা থেকে। 'পুলিশ আমার কাছে আসে কোনও অজ্ঞাতপরিচয় মানুষ চল্লিশদিনের বেশি মর্গে পড়ে থাকলে।'

এমন দুর্গা ভারতেই কার্যত বিরল। কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে ডাক্তার তরুণীর ওপর নির্যাতনের ঘটনায় মহানগরে জনবিপ্লব বাংলার প্রশাসনকে নাড়িয়ে দিয়েছে। কত অসুরের সন্ধান মিলছে সেখানে। অথচ আর একটা জিনিস তলিয়ে দেখুন তো! বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গাদের জীবনে কি অসুর কম? গুটিকয়েক ভাগ্যবতী বাদে সবাইকে এক জীবনে অসুরের সামনে পড়তে হয়েছে। কেউ অসুর সংহার করেছেন, কেউ কেউ অসুরের হাতে বধ হয়েছেন। গুটিয়ে গিয়েছেন জীবনে।

আমরা দেশের 'মিসাইল মহিলা' টেসি টমাসকে দেখেছি। দেখেছি কনিষ্ঠতমা সিআরপিএফ অফিসার ঊষা কিরণকে, মিচেলিন স্টার গরিমা অরোরাকে। অলিম্পিক-প্যারালিম্পিকে পদকজয়ী লড়াকু তরুণীদলকে, যাঁরা জীবনের নতুন মানে চেতনার অভিধানে লিখেছেন। এঁদের জয়ধ্বনির মাঝে হারিয়ে গিয়েছেন অসংখ্য নামহীন অচেনা দুর্গা। যাঁরা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার।

আমাদের দেশে নিয়মিত সরকারি সমীক্ষার সংস্কৃতি উঠেই গিয়েছে প্রায়। ২০১৮ সালে সংবাদসংস্থা রয়টার্সের উদ্যোগে টমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশন এক সমীক্ষা চালিয়েছিল। বিষয় : রাষ্ট্রসংঘের ১৯৩ সদস্যের মধ্যে মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ংকর দেশ কারা? বিচার হয় কয়েকটা জিনিসের ভিত্তিতে। স্বাস্থ্যসচেতনতা। আর্থিক স্বাধীনতা। প্রাচীন নিয়ম মেনে চলার চাপ। সেক্সুয়াল এবং নন সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ। নারী পাচার।

ভাবতে পারেন, ওই পরীক্ষায় সবার ওপরে ছিল আমাদের ভারত? লজ্জারও লজ্জা, আমাদের পরে ছিল আফগানিস্তান, সিরিয়া, সোমালিয়া, সৌদি আরব। পাকিস্তান ছয় নম্বরে। অতঃপর কঙ্গো, ইয়েমেন, নাইজিরিয়া, আমেরিকা।

২০১১ সালে এমনই সমীক্ষায় প্রথম পাঁচে ছিলাম আমরা। তবে এক নম্বরে নয়। প্রথম পাঁচের তালিকা ছিল এরকম-- আফগানিস্তান, কঙ্গো, পাকিস্তান, ভারত এবং সোমালিয়া।

মানে কী দাঁড়াল মহাশয়? ভারতের মেয়েদের সামগ্রিক পরিস্থিতির ৭ বছরে অবনতিই হয়েছে। পাকিস্তান, আফগানিস্তানে তবু কিছু উন্নতি। বাংলাদেশ-নেপাল নিয়ে তো আমাদের টিকা-টিপ্পনীর অধিকারই নেই। তাঁদের মেয়েদের অবস্থা আমাদের তুলনায় ভালো। অর্থনীতিতে বিশ্বের তিন নম্বর হয়ে আমাদের কী লাভ হল?

শেষতম সমীক্ষায় ভারত একেবারে লাস্ট বয় হল কেন জানতে চাইবেন? তিনটি ইস্যুতে ভারতের দুর্গারা দুঃসহ পরিস্থিতিতে। এক) যৌন হিংসা ও নির্যাতন। দুই) সাংস্কৃতিক ও প্রাচীন ঐতিহ্য তাঁদের ওপরই চাপানো হয় বেশি। তিন) নারী পাচারের সঙ্গে শিকার হচ্ছেন জোর করে মজুর হওয়ার কাজে। যৌন ক্রীতদাসী হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি পড়তে হচ্ছে গার্হস্থ্য হিংসার সামনে।

লিখতে লিখতে সবার আগে কাদের কথা মনে পড়ছে জানেন? অপরাধ নেবেন না, কলকাতা এবং কিছু শহরে মশাল হাতে রাত জাগা কিছু বিদ্রোহিনীর মুখ ভাসছে। আপনাদের ফেসবুক পোস্টের কিছু কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে বিদেশের কিছু অনাবাসী বাঙালির সমাবেশের কথা। ২০১১ থেকে ২০১৮-- কেন্দ্রে দুই আলাদা পার্টির সরকার থাকার সময় কার্যত একই ধরনের রিপোর্ট বেরিয়েছে। তখন এমনভাবে প্রতিবাদ হয়নি কেন? হলে হয়তো আমাদের চেতনার দিগন্ত আরও আগে খুলত। মাঝের চোদ্দো বছরে অনেক দুর্গাকে অসুরের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হত না আর। অনেক স্বপ্ন মুছে যেত না।

আপনার-আমার বাড়িতে যখন মেয়েটিকে কৈশোরে বলা হচ্ছে, 'বাইরে যাচ্ছিস যা, ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যা', সঙ্গে সঙ্গে অজান্তেই দুটো কাজ সেরে ফেলছেন মা-বাবা। মেয়েটির আত্মবিশ্বাসে ধাক্কা দিচ্ছেন বিশাল। সারাজীবন সে তা মনে মনে বহন করে যাবে হতাশার সঙ্গে। পাশাপাশি ছেলেটির হাত ধরে বপন করা হল পরিবারে পুরুষতন্ত্রের আরও একটি বীজ। আপনি সন্তানের ভালো করতে গিয়েই কথাটা বললেন। অথচ বুঝতেই পারলেন না, কোথা থেকে কখন যে কী হয়ে গেল!

কিছু খবর পড়তে পড়তে যেমন চোখ জলে ভরে যেতে থাকে অজান্তে। কালিয়াগঞ্জ থেকে ১৪-১৫ কিমি দূরে বরুণায় তমচারি মঠবাড়ি নামে একটা গ্রাম। সেখানে তালাময়ী টুডু নামে মহিলা অন্যের জমিতে কাজ করে সংসার চালান কোনওমতে। স্বামী সাম চোড়ে দৃষ্টিহীন। তাঁদের কিশোরী মেয়ে মিনতি ক'দিন আগে পুজোয় নতুন জামা চেয়েছিল মায়ের কাছে। তালাময়ী তাকে বকাবকি করেন। বলেন, তাঁর কাছে পয়সা নেই, কোথায় পাবেন টাকা? ষোড়শী মেয়ে অভিমানে মায়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেয়। কথা বলেনি তিনদিন। চতুর্থ দিন কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হয়।

মা কোথায় যাবেন? কোথায় যাবেন মা?

নতুন জামা না পেয়ে এক কিশোরী শেষ করে দিল নিজেকে? এই দু'হাজার চব্বিশে? চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আপনার মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের অমোঘ চিরকালীন কবিতা। আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি, পুজোর সময় এল কাছে...। কবিতার মধু বিধু দুই ভাইয়ের গল্প কতদিন করে পৃথিবীর কত মা তাঁদের সন্তানদের ভুলিয়েছেন। তাঁরা যেন জীবনে মধু না হন, বিধু হন।

মা কহিল, 'মধু, ছি ছি, কেন কাঁদ মিছামিছি, / গরিব যে তোমাদের বাপ। / এবার হয়নি ধান, কত গেছে লোকসান, / পেয়েছেন কত দুঃখতাপ। / তবু দেখো বহু ক্লেশে তোমাদের ভালোবেসে / সাধ্যমত এনেছেন কিনে। / সে জিনিস অনাদরে ফেলিলি ধূলির 'পরে— / এই শিক্ষা হল এতদিনে।'

এ কবিতা জানলে হয়তো মিনতি কোনওদিনও ভাবত না জীবনের ভয়ংকরতম পদক্ষেপ নেওয়ার কথা। ভাবত মায়ের কথা, ভাবত দৃষ্টিহীন বাবার কথা। আমরা কি সেই সমাজ ও শিক্ষা দিতে পেরেছিলাম মিনতিকে? যা ষোড়শীকে পড়তে বাধ্য করবে রবীন্দ্রনাথের শিশু কাব্যগ্রন্থ, 'পূজার সাজ' কবিতা? আমরাই তো তাকে দিতে পারিনি!

আমরা পুজোর মুখে একজন নির্যাতিতার জন্য রাজপথে নেমেছি সঠিকভাবে। কত বিপ্লবী সচেতনতার কথা আমাদের মুখে! ওই বাড়িতে পুজো নেই বলে আমারও উৎসব শেষ। মিনতির মায়ের কী হবে? তিনি কি জীবনে নতুন পোশাক পরতে পারবেন কখনও?

হে শহর, হে মহানগর! হে নির্জন মঠের সন্ন্যাসিনী! তুমি কি তালাময়ী টুডুর অনিঃশেষ যন্ত্রণার কথাও ভাববে? তাঁর কথাও বলবে? না ভাবলে, না বললে দুর্গাবন্দনার আগে নারীস্বাধীনতার রংমশাল আবার গড়াগড়ি খাবে ধুলোয়।

আজ

১৯৭৫

ইংরেজ অভিনেত্রী কেট উইন্সলেটের জন্ম আজকের দিনে।

২০২০

আজকের দিনে প্রয়াত হন গায়ক-অভিনেতা শক্তি ঠাকুর।

আলোচিত

ইজরায়েল বেশিদিন টিকবে না। হিজবুল্লা আর হামাসের ক্ষতি ওরা করতে পারবে না। ইজরায়েলের উপর আমাদের হামলা আইনসংগত, বৈধ। ইরান, প্যালেস্তাইন, লেবানন, মিশর, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেনের শত্রু এখন একটাই। ইজরায়েল।

- আয়াতুল্লা আলি খামেনেই

ভাইরাল/১

এক ভারতীয় ঘরভাড়া নিয়েছিলেন কানাডায়। ঘর ছাড়তে বলছিলেন বাড়িওয়ালা। কিন্তু ছাড়ছিলেন না ভাড়াটিয়া। বাড়িওয়ালা ও তাঁর সঙ্গী ভাড়াটিয়ার জিনিসপত্র ঘর থেকে বের করে দেন। তাঁদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন ভারতীয়। সমালোচনার ঝড় নেট দুনিয়ায়।

ভাইরাল/২

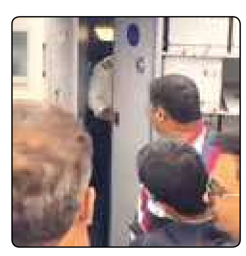

পুনে থেকে বেঙ্গালুরুগামী ইন্ডিগোর বিমানের পাইলটের ডিউটির সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি বিমান চালাতে অস্বীকার করেন। ককপিটের দরজা বন্ধ করে দেন। ৫ ঘণ্টা দেরি হয় উড়ানের। বেজায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। দুঃখপ্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ।

উত্তরের পাঁচালি

প্রথম পুজো

তপন থানার আজমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মনোহলি পরিচিত জমিদার বাড়ির পরিচয়ে। ভগ্নপ্রায় বাড়ি এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জমিদারদের উত্তরপুরুষরা এখনও বর্তমান। একসময় জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। সাতদিনের পুজোয় পাঁচ গাঁয়ের মানুষ পাত পেড়ে প্রসাদ খেতেন। জমিদার বাড়ির বংশধরদের মধ্যে মেধার চল ছিল। আইন, পদার্থবিদ্যার চর্চা চলত। বাদ যায়নি তন্ত্রশিক্ষা, স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান। গোরা পুলিশদের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন দু-একজন। ১৯১২ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠা করেন 'বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব'। স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত ও নেতাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মনোহলি জমিদার বাড়ির দুই স্বাধীনতা সংগ্রামী, বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মনোহলি দুর্গাপুজো কমিটি'। যোগ দেন অবিনাশ সরকার। জমিদার বাড়ির প্রধান ফটকের সামনে কাঁচা রাস্তার ধারে শুরু হয় পুজো। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে জমিদারি প্রথায় ইতি। ১৯৫২ সালে জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো চিরতরে বন্ধ হয়ে গেলে রাধেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বারোয়ারি পুজো জমিদারের চণ্ডীমণ্ডপে স্থানান্তরিত হয়। অবিভক্ত দিনাজপুরে এটিকেই প্রথম বারোয়ারি পুজো বলে মনে করা হয়। বর্তমান সময়েও এই পুজোকে ঘিরে যথেষ্টই উৎসাহ রয়েছে। জমিদারি রীতি রেওয়াজ এবং গ্রামীণ প্রথা মেনে একচালার কাঠামোর দেবীমূর্তির পুজো হয়। আধুনিক ধাঁচের মন্দিরটি অবশ্য সদ্য নির্মিত। এই পুজোর ইতিহাসকে ভালোভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছে।

-অজিত ঘোষ

সাক্ষী।। তপন থানার আজমতপুর গ্রামে চণ্ডী মন্দির।

বাজে আজও

উজ্জ্বল।। নাগরাকাটার ইউরোপিয়ান প্ল্যান্টার্স ক্লাবে শতবর্ষ প্রাচীন ঘণ্টা।

এই ঘণ্টা যে সে ঘণ্টা নয়। শতবর্ষ প্রাচীন। তাও আবার বিলেতে তৈরি। ব্রিটেনের গ্লাসগো শহরে ইস্পাতের তৈরি এই ঘণ্টা বেজে উঠত ইংরেজ আমলে চা বাগান পরিচালকদের আমোদ প্রমোদের শুরু ও শেষের সময়ের জানান দিতে। শুধু তাই নয়। কখন মধ্যাহ্নভোজন আবার কখন নৈশকালীন আহারে যোগ দিতে হবে তাও এই ঘণ্টা বাজিয়েই জানানো হত। নাগরাকাটার ইউরোপিয়ান প্ল্যান্টার্স ক্লাবে আজও এই ঘণ্টার দেখা মেলে। ক্লাবটিও শতবর্ষ প্রাচীন। ১৯১০ সালের আগে তৈরি ঘণ্টাটি এদেশে আনা হয় ১৯২০ সালে। এখনও তাতে মরচে ধরেনি। ডুয়ার্স এলাকার বাগান পরিচালকদের যখন গেট-টুগেদার হয় তখনও এই ঘণ্টাই এখনও বাজানো হয়। 'ভিন্টেজ ডুয়ার্স'-এর ওপর নানা ধরনের চর্চা চালিয়ে যাওয়া বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য বললেন, 'নাগরাকাটার প্ল্যান্টার্স ক্লাবের ঘণ্টাটি প্রকৃতপক্ষেই ইতিহাসের সাক্ষী।' ডুয়ার্সের আনাচকানাচ ঘুরলে এখনও এমন বহু তথ্য সামনে আসবে বলে চা বাগান বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মার দৃঢ়বিশ্বাস। – **শুভজিৎ দত্ত**

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

বাংলা ভাষার স্বীকৃতি, বাঙালির মনোভাব

বাংলা কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে, কৌশলে গৌণ করা হচ্ছে কি না, খোঁজ নিতে রাজ্য সরকার কোনও দপ্তর তৈরি করবে কি?

সেবন্তী ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীন 'ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ'-এর উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ফলে বাংলা ধ্রুপদি ভাষার মানচিত্রে স্থান পেল। তবে আগের তালিকার যে ছ'টি ভাষা ছিল, যেমন সংস্কৃত তামিল, মালয়ালম, তেলুগু, কন্নড়, ওড়িয়া-তার মধ্যে প্রথমেই কেন বাংলা ভাষা স্থান পায়নি সেটাই আশ্চর্যের! প্রাচীনত্বই হোক, অজস্র উচ্চমানের মৌলিক রচনার জননী হিসেবেও হোক, বাংলা ভাষাকে প্রথম পর্বেই ধ্রুপদি ভাষার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। সম্ভবত সেই সময় প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ প্রমাণ তথ্যাদি আমাদের রাজ্যের তরফ থেকে কেন্দ্রে জমা করা সম্ভব হয়নি।

দশম দ্বাদশ শতকের চর্যাপদ থেকে যদি বাংলা ভাষার প্রামাণ্য সূত্রপাত ধরে নেওয়া যায়, তাহলে কম দিন তো হল না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সহ অসমের বরাক উপত্যকা, ত্রিপুরার কিয়দংশের বাংলা ভাষা আর ওপারের বাংলাদেশের ভাষার আদি ও মধ্যযুগের ইতিহাস এক। বাংলা সাহিত্য, যা আসলে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির সম্মিলিত চর্চার ফসল, তা আজ ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি পেল। অবশ্যই আজ উদ্বাহু হয়ে আনন্দের দিন কিন্তু সরকারি ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনচর্চায় আমরা বাংলাকে কীভাবে মূল্য দেব সেটাও ভাবতে হবে। এই শিরোপা দেওয়ার অর্থ হল ভাষার প্রসার বাড়ানো। প্রসার বাড়ানোর ভেতর দৈনন্দিন জীবন ও কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও সাহিত্য রচনা বা মনের ভাব প্রকাশের বাহন হিসেবে ধরা যেতে পারে।

বাংলা ভাষার বিপুল শব্দভাণ্ডারের মধ্যে প্রায় চার-পাঁচ হাজার শব্দ আরবি-ফারসি-তুর্কিজাত। পর্তুগিজ, কিঞ্চিৎ ফরাসি ও ইংরেজি শব্দ, আরও অজস্রের সঙ্গে আছে আমাদের নিখাদ দেশি শব্দ। প্রতিনিয়ত এই শব্দগুলির মধ্যে মিশ্রণ ঘটছে। যে কোনও জীবিত ভাষার পক্ষে আদি, প্রাচীন শব্দের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত একধরনের মৌলবাদ। তা ভাষাকে কুয়োর ব্যাং বানিয়ে রাখে। বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে তার চলন্ত জীবন্ত রূপটির জন্য।

আমাদের জানতে হবে এই বিশেষ মর্যাদা পেয়ে আমাদের কী কী লাভ হল। শুধুমাত্র আত্মশ্লাঘা পূরণ হল, না সাইনবোর্ড থেকে রেলস্টেশনে, দোকানে, অফিসে আমরা বাংলা ভাষায় লেখা দেখতে পাব? সমতলে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে যেসব ইংরেজি ও হিন্দি মিডিয়াম বেসরকারি স্কুল আছে তাতে বাংলা ভাষাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কৌশলে একেবারে গৌণ করে দেওয়া হচ্ছে কি না, সেগুলো সরকারের তরফে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য কোনও দপ্তর তৈরি হবে কি না-মোটামুটি শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে কি না, এগুলো নিয়েও নিশ্চয়ই ভাবনাচিন্তা করা হবে। অন্তত পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে কুরিয়ারে বাংলা ভাষায় ঠিকানা লেখা থাকলে কুরিয়ার কোম্পানি ও পোস্ট অফিস যেন সেটি পড়তে পারে, প্রতিটি অফিসে বাংলায় যেন ফর্ম ফিলআপ করা যায়, এমন ব্যবস্থা হওয়া দরকার। সর্বোপরি বাঙালিকেই তার নিজের মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা অবজ্ঞা বন্ধ করতে হবে।

দুঃখের বিষয় সে নিজেই তার ভাষাকে হয় দাসী স্থানে, আর না হয় দেবীর স্থানে রেখে দিয়েছে। বাংলা ভাষাকে নিম্নবর্গের ব্যবহারের ভাষা বলে মনে মনে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা বা অতীতের প্রস্তর দেবতা মনে করে তেল সিঁদুর মাখিয়ে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখার দরকার নেই। তাকে জীবন্ত মনে করুন। নিজেই তাকে মর্যাদা দিন তবেই এই ধ্রুপদি কথাটি সফল হবে। এই পশ্চিমবঙ্গেই বিভিন্ন ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে বাংলার প্রতি যে পরিমাণে অবহেলা, তা দেখে মনে হয়, কাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত না হলে এই শিরোপা ব্যাংকের ভল্টে রাখা স্বর্ণমুকুট হয়ে পড়ে থাকবে।

(লেখক সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৫৬

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। দুর্গাপুজোর নবপত্রিকার নাম ৩। উমার অষ্ট যোগিনীদের একজন ৫। চৌষট্টি কলার একটি, মালা গাঁথা ৭। বরফ বা তুষার ৯। দাঁত পরিষ্কার করার কাঠি ১১। বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, বারাহী প্রমুখ নবশক্তির এক মাতৃকা ১৪। সময়ের খুব ছোট মাপ ১৫। শিব কপালী হলে দুর্গা যে নামে পরিচিত।

উপর-নীচ : ১। মহামায়ার এক নাম ২। মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞ ৩। সমুদ্রের ঢেউ ৪। ভারতীয় মার্গ সংগীতের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ৬। সবজি দিয়ে বিশেষ ধরনের রান্না ৮। হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণী ১০। মুনির আশ্রমে দেবতাদের তেজ থেকে সৃষ্টি এই দেবীর ১১। পৌঁছ, সীমা বা আয়ত্ত ১২। ধবধবে সাদা বা শুভ্রতা ১৩। বহুমূল্য উজ্জ্বল রত্ন।

সমাধান ■ ৩৯৫৫

পাশাপাশি : ১। চণ্ডিকা ৩। হবি ৫। পাই ৬। কয়াধু ৮। মড়ক ১০। অদ্রিজা ১২। মাতঙ্গী ১৪। পরি ১৫। খাজা ১৬। নফর।

উপর-নীচ : ১। চমচম ২। কাপালিক ৪। বিজয়া ৭। ধুনি ৯। উমা ১০। অন্তরিন ১১। জাদুঘর ১৩। তনখা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মেডিকেলের বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টারে লম্বা লাইন। ছবি : সূত্রধর

মেডিকেলে নয়া নির্দেশিকা

আউটডোরে গেলেই লাইন কাউন্টারে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : দ্বিতীয়বার ডাক্তার দেখাতে এলেও এখন থেকে টিকিট কাউন্টারে লাইন দিয়ে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। থাকতে হবে স্ট্যাম্প। এমনই নির্দেশিকা জারি হল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ফলে রোগী ও পরিজনদের ভোগান্তি আরও বাড়তে চলেছে বলে আশঙ্কা বিভিন্ন মহলে। এই নির্দেশিকা ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে বিতর্ক।

হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'নির্দেশ আগে থেকেই ছিল। কিন্তু লোকবলের অভাবে আমরা তা বাস্তবায়ন করতে পারছিলাম না। ফলে প্রতিদিন বহির্বিভাগে আসা রোগীদের সঠিক সংখ্যা জানা যাচ্ছিল না। শুধু নতুন রোগীদের হিসাবই প্রতিদিন আসত। এবার আমরা প্রতিদিন নতুন, পুরোনো মিলিয়ে বহির্বিভাগে আসা রোগীদের সঠিক তথ্য পাব।' তবে রোগী ভোগান্তির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

মেডিকেলের বহির্বিভাগে প্রতিদিন কয়েক হাজার রোগী আসেন। এতদিনের নিয়ম ছিল, প্রথমবার যাঁরা চিকিৎসার জন্য আসছেন শুধুমাত্র তাঁরাই কাউন্টারে লাইন দিয়ে দু'টাকার বিনিময়ে টিকিট নেবেন। দ্বিতীয় বা তার বেশিবার যাঁরা আসছেন, তাঁদের আর কাউন্টারে লাইন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ত না। সরাসরি সংশ্লিষ্ট বিভাগে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করিয়ে ডাক্তার দেখাতে পারতেন। কিন্তু এখন থেকে পুরোনো রোগীদেরও টিকিট কাউন্টারে লাইনে দাঁড়াতে হবে। ফলে ভোগান্তি যে বাড়বে, তা স্বীকার করছেন চিকিৎসকরাও।

ইতিমধ্যেই ১ অক্টোবর থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নয়া নিয়ম কার্যকর হয়েছে। একবারের বেশি যাঁরা ডাক্তার দেখাতে আসছেন, তাঁদের পুরোনো টিকিটেই স্ট্যাম্প মেরে দেওয়া হচ্ছে।

শুক্রবার টিকিট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে সিতাইয়ের বাসিন্দা বেবি সুলতানা বললেন, 'বেশ কয়েকবার এখানে ডাক্তার দেখাতে এসেছি। প্রথমবার টিকিট কেটেছিলাম। তারপর থেকে সরাসরি বিভাগে চলে এলেই হয়ে যেত। কিন্তু এদিন বহির্বিভাগ থেকেই আমায় বলা হল, আগে টিকিট কাউন্টারে গিয়ে নাম লিখিয়ে আসুন।' তাঁর মতে, 'এর ফলে ভোগান্তি বাড়বে।'

জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়ার বাসিন্দা সুবোধ মিশ্র এদিন সার্জারি বিভাগে রিপোর্ট দেখাতে এসেছিলেন। তাঁকেও টিকিট কাউন্টারে লাইন দিতে হল। বললেন, 'এর আগের দিন সকাল সাড়ে সাতটায় কাউন্টারে এসে লাইন দিয়েছিলাম। টিকিট নিয়ে ডাক্তার দেখাতে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। আজ ফের লাইন দিতে হল।' হাসপাতালের একাংশের মত, এভাবে মানুষের ভোগান্তি না বাড়িয়ে বহির্বিভাগে দ্বিতীয় বা তার বেশিবার যাঁরা ডাক্তার দেখাতে আসছেন, তাঁদের নাম নথিভুক্তির ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। তাহলে অন্তত রোগীরা হয়রানি থেকে বাঁচতেন।

কী ছিল

- প্রথমবার যাঁরা আসছেন, শুধুমাত্র তাঁরাই কাউন্টারে লাইন দিয়ে টিকিট নেবেন
- দ্বিতীয় বা তার বেশিবার এলে আর কাউন্টারে লাইন দিতে হত না
- সরাসরি সংশ্লিষ্ট বিভাগে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করিয়ে ডাক্তার দেখাতে পারতেন

কী হল

- দ্বিতীয় বা তার বেশিবার ডাক্তার দেখাতে এলেও কাউন্টারে দাঁড়াতে হবে
- পুরোনো টিকিটেই মেরে দেওয়া হবে স্ট্যাম্প

কুমারীপুজো, সম্প্রীতির ছোঁয়া

পাঘালুপাড়া যুবক সংঘের পুজোমণ্ডপ।

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : গত কয়েক বছরে শিলিগুড়ি সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকার কয়েকটি দুর্গাপুজো নজর কেড়েছে দর্শনার্থীদের। এর মধ্যে রয়েছে ফুলবাড়ি বটতলা দুর্গাপুজো কমিটি, সাহুডাঙ্গির পাঘালুপাড়া যুবক সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্গাপুজো। এছাড়াও ফুলবাড়ি বর্ডার রোড, কালাঙ্গিনী, মার্ডার মোড় সহ আরও অনেক জায়গাতেই গত কয়েক বছরে পুজো আয়োজনে তাক লাগিয়েছেন আয়োজকরা।

গত বছর জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের তরফে ফুলবাড়ি বটতলা দুর্গাপুজো কমিটিকে জেলায় সেরা পুজোগুলির মধ্যে তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়েছিল। তাই এ বছরও পুজোর আয়োজনে চেষ্টায় খামতি রাখতে নারাজ আয়োজকরা। শহরতলির বিগ বাজেটের পুজোগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। আকর্ষণীয় মূর্তি ও থিমের সংমিশ্রণে সেজে উঠছে এই পুজোমণ্ডপ। পুজো কমিটির সদস্য আশিস প্রামাণিক জানিয়েছেন, তিন মাস ধরে কলকাতার কুমোরটুলির শিল্পীরা এখানে থেকে মূর্তি তৈরি করছেন। তাছাড়া পুতুলনাচের ধাঁচে তৈরি হচ্ছে থিম। বর্তমান যুগে পুতুলশিল্পকে মানুষের সামনে তুলে ধরতেই এই আয়োজন বলে পুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে।

পাঘালুপাড়া যুবক সংঘ অবশ্য বরাবর সাবেকিয়ানার মাঝে মানুষের মহামিলন ঘটাতে চায়। এলাকার মহিলারা এখানকার পুজোর মূল উদ্যোক্তা। এবারে তাঁরা তাইওয়ানের বুদ্ধ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি করছেন। পুজোর বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির সম্পাদক স্বপ্না চক্রবর্তী বলেন, 'পুজো উপলক্ষ্যে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার মানুষের জন্য দুপুরে আহারের ব্যবস্থা থাকছে। এছাড়াও ছোটদের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে ভাওয়াইয়া ও লোকসংগীতের আয়োজন করা হয়েছে।'

শিলিগুড়ি শহর ও রাজগঞ্জ ব্লকের বহু মানুষ ভিড় জমান সাহুডাঙ্গি রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্গাপুজোতে। প্রতি বছর নিয়ম মেনে এখানে কুমারীপুজোর আয়োজন করা হয়। মিশনের সদস্য ছাড়াও প্রচুর সাধারণ মানুষ আসেন এখানে পুজো দিতে। অন্যদিকে, ফুলবাড়ির বর্ডার রোড, কালাঙ্গিনী এলাকার পুজোগুলোতে থাকে সম্প্রীতির ছোঁয়া। এলাকার হিন্দু-মুসলিমরা মিলেমিশে পুজোয় অংশগ্রহণ করে থাকেন। সবমিলিয়ে পুজোর দিনগুলিতে শহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দর্শক টানতে প্রস্তুত গ্রামীণ এলাকার পুজোর আয়োজকরাও। এমনটাই মনে করছেন অনেকে।

'নোংরা জল' নিয়ে বিক্ষোভ গ্রাম পঞ্চায়েতে

বাগডোগরা, ৪ অক্টোবর : বালতিতে নোংরা জল নিয়ে শুক্রবার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। যদিও সেই সময় অফিসে ছিলেন না গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর শেষমেশ ফিরে যান বিক্ষোভকারীরা। অভিযোগ ওঠে, আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রবীন্দ্রনগর সহ বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অথচ জল পৌঁছায়নি। এমনকি কিছু এলাকায় পাওয়া গেলেও সেই জল এতটাই নোংরা যে পানের অযোগ্য। সেই নোংরা জল বালতিতে নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

পরে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহা বিজেপির অভিযোগ নস্যাৎ করে বলেন, 'নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ করে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। সেই জলে কোনও নোংরা নেই। বিজেপি মিথ্যা অভিযোগ করছে।' বিজেপির আপার বাগডোগরা মণ্ডল সভাপতি সিদ্ধার্থ থাপা বলেন, 'তিন বছর ধরে জলের সমস্যা চলছে। দ্রুত সমাধান করা হোক।' যদিও এ প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান আশ্বাস দিয়েছেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে জলের সমস্যা মিটে যাবে।

দুর্ঘটনার পর আধ ঘণ্টা রাস্তায়

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৪ অক্টোবর : অ্যাম্বুল্যান্স না পেয়ে জাতীয় সড়কের ধারেই আধ ঘণ্টা পড়ে রইলেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত হাতিঘিসায়। এশিয়ান হাইওয়ে টু-এর ধারে ওই ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য অপেক্ষা করেও লাভ হয়নি। শেষে একটি চার চাকার গাড়িতে করে আহত ব্যক্তিকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা।

অভিযোগ, যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে তার থেকে কিছুটা দূরেই টোল প্লাজা। তার পাশেই হাইওয়ের রোড মেইনটেন্যান্স প্যারামেডিকেল দপ্তর। যেখানে একসময় অ্যাম্বুল্যান্স রাখা হত। এমনকি প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে ওষুধপত্র এবং একজন ফার্মাসিস্ট থাকতেন। কিন্তু গত তিন-চার মাস যাবৎ অ্যাম্বুল্যান্স রাখা হচ্ছে না। এমনকি কোনও দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মী নেই।

হাতিঘিসার সেবদোল্লাজোতের বাসিন্দা গোপাল সরকার কাজ সেরে জাতীয় সড়ক ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। ঠিক সেইসময় একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। গাড়ির ধাক্কায় তাঁর মাথা ও বুকে আঘাত লাগে। শুরু হয় রক্তক্ষরণ। তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধারের জন্যে এগিয়ে আসেন টোল প্লাজার কর্মী মিঠুন দাস। দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্স পাঠাতে ওই দপ্তরে ফোন করেন তিনি। কিন্তু সেখান থেকে কোনও জবাব আসেনি। আধ ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। শেষে কোনও উপায় না পেয়ে একটি গাড়িতে করে গোপালকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। গোপাল বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন।

টোল প্লাজায় অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা অমিল

ঘটনায় অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ কালাম বলেন, 'আমি রাতেই অ্যাম্বুল্যান্স না থাকার বিষয়টি প্রোজেক্ট ডিরেক্টরকে জানিয়েছিলাম। তিনি খতিয়ে দেখবেন বলেছেন।' এশিয়ান হাইওয়ের কোথাও দুর্ঘটনা ঘটলে ওই দপ্তর থেকেই অ্যাম্বুল্যান্স যায়। কিন্তু গত কয়েকমাস যাবৎ সেটা বন্ধ রয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ের টু-এর প্রাক্তন প্রোজেক্ট ম্যানেজার দীপক সিনহা বলেছেন, 'আমাদের মেয়াদ শেষ। নতুন কোম্পানি দায়িত্বে রয়েছে।'

এদিকে নতুন সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার অমিত পাল বলেন, 'আমাদের শিলিগুড়ির দপ্তরে অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করলেই অ্যাম্বুল্যান্স পাঠাতাম।' কিন্তু অনেকের কাছে এখনও পুরোনো সংস্থার নম্বর রয়ে গিয়েছে। তাই সেই নম্বরে ফোন করায় কেউ সাড়া দেয়নি। কালামের দাবি, 'টোল প্লাজার দপ্তরের সামনে অ্যাম্বুল্যান্সের জন্যে কোনও নম্বর দেওয়া হয়নি।'

রেলের মাঠে পুজো নয়, বসছে মেলা

বাগডোগরা, ৪ অক্টোবর : পুজোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। তার বদলে বসানো হচ্ছে মেলা। সেই মেলা বসানোয় শাসকদলের কিছু নেতা লক্ষ লক্ষ টাকা কাটমানি নিয়েছেন বলে অভিযোগ তুলে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন বাগডোগরার এক ব্যক্তি। বাগডোগরা স্টেশন সংলগ্ন রেলের মাঠে গত আট বছর ধরে পুজোর আয়োজন করে আসছে লোয়ার বাগডোগরা সর্বজনীন এবং বিহার মোড় দুর্গাপুজো কমিটি। কিন্তু এবার সেই মাঠে পুজো হচ্ছে না। কারণ, বিশাল সিংহল নামে ব্যক্তিকে ওই জমি লিজে দিয়েছে রেল। দুই কমিটির তরফে বিকাশের কাছে পুজোর অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি।

শেষে জানা যায়, তিনি ওই মাঠে মেলা করার অনুমতি দিয়েছেন। অভিযোগ, বিশাল শাসকদলের বেশ কয়েকজন নেতার ঘনিষ্ঠ। এমনকি নেতারা টাকাও নিয়েছেন বলে অভিষেককে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন বাগডোগরার সেই ব্যক্তি প্রবীর সেন। তিনি বলেন, 'শাসকদলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ওখানে মেলা আয়োজনের জন্য আট লক্ষ টাকা কাটমানি নিয়েছেন। রেলের মাঠে দুর্গাপুজোর বদলে মেলার নামে জুয়া ও মদের আসর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা হবে।'

এদিকে বিশালের বক্তব্য, 'আমি পুজোর অনুমতি দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রেলের যে গাইডলাইন রয়েছে, তা বুঝতে আমায় দিল্লি যেতে হয়েছিল। এর ফলে অনেকটা সময় পেরিয়ে যায়। কমিটিগুলোর হাতেও সময় ছিল না। তারা অন্য জায়গায় মণ্ডপ নির্মাণ করে ফেলে।'

নেতাদের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠলেও তাকে আমল দিতে নারাজ দলের দার্জিলিং জেলার সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। তাঁর মন্তব্য, 'রেলের জায়গায় পুজো হবে না মেলা, সেখানে আমার দল কীভাবে যুক্ত থাকতে পারে? যারা ওই জমি লিজে নিয়েছে তারা কাকে অনুমতি দেবে সেটা তাদের বিষয়। দলকে বদনাম করা হচ্ছে।' অভিষেকের কাছে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি বলে মন্তব্য করেছেন পাপিয়া। তিনি বলেন, 'আমি অঞ্চল সভাপতির সঙ্গে কথা বলে বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।' ওই মাঠে অনুমতি না মেলায় শেষমেশ পুজো দুটি অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

টাকা নেওয়ার অভিযোগে অভিষেককে চিঠি

দুই নাটকে বন্দি সময়

এখনকার প্রজন্মের কিশোরদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছুটি গল্পের ফটিককে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমস্ত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে যে ছুটে বেড়াতে চায় সবুজ ঘাসে। ঘুড়ি, লাটাই, মাছ ধরার ছিপ এসব নিয়ে দিব্যি হেসে খেলে জীবন কাটিয়ে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের ফটিক ছিল তেমনি কিশোর। এখনকার ফটিকদের হাত-পা বাঁধা। ওরা ঘুড়ি নিয়ে মাঠে নয়, যায় ছাদে। আর খেলতে যায় অ্যাকাডেমিতে। এই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি'কে নতুনভাবে নাটকে ধরলেন উত্তালের তরুণ প্রজন্মের শিল্পীরা। কাজী নজরুল ইসলামের কারারুদ্ধ জীবনদশাকে কেন্দ্র করেও নাটক হল 'রাজবন্দির জবানবন্দি'। গান, কবিতা, গল্প ও আড্ডা নিয়ে উত্তাল মাঝেমধ্যেই নানা অনুষ্ঠান করে থাকে। এই দুই নাটক ছিল তারই অঙ্গ। অনুষ্ঠানে নাচ, কবিতাপাঠ ও আলাপচারিতায় ছিলেন সুরশ্রী গুহ, কবি সুভান ও কাঞ্চনময় ভট্টাচার্য। গান গাইলেন অজিতকুমার দাস, রুদ্রজিৎ কর্মকার ও মৌকণা মুখোপাধ্যায়।

নজরুলের কারারুদ্ধ জীবনদশাকে কেন্দ্র করে কবির এক বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে 'রাজবন্দির জবানবন্দি' নাটকটি লিখেছেন উত্তালের সুদেষ্ণা কুণ্ডু ও শুভম চক্রবর্তী। এই নাটকে উঠে এসেছে বর্তমান সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির কথা। কীভাবে সমাজের জাঁতাকলে পড়ে মানুষ মূল্যবোধ হারিয়ে ভোগবাদী হয়ে ওঠে তার কথা এবং একইসঙ্গে কীভাবে কিছু আশাবাদী মানুষ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আজও সাম্যের গান গায়, স্বাধীনতার কথা বলে, ভালোবাসার কথা বলে। নাটক দুটিতে অভিনয়ে ছিলেন সপ্তর্ষি নাগ, অনির্বাণ বসু, বৃষ্টি সাহা, অনামিকা শীল, দিয়া দত্ত, সায়ন্তনী বসু, সুদেষ্ণা কুণ্ডু, শান্ত রায়, রাজ দে, শুভম চক্রবর্তী, শ্রেয়া দত্ত, দুর্গাশ্রী মিত্র।

-- ছন্দা দে মাহাতো

জমজমাট।। *উত্তাল পরিবেশিত নাটক 'ছুটি'র একটি মুহূর্ত।*

দেখতে দেখতে ৫১

কিছুদিন আগে নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসায় কেটুগাবুরজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হল। অনুষ্ঠানে তিলোত্তমাকে উৎসর্গ করে উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশিত হয়। একক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন এলাকার শিল্পী পূরবী সিনহা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায় সহ বিশিষ্টদের অনেকেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল স্কুলের শিক্ষার্থীদের অভিনীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটক 'জুতা আবিষ্কার'-এর মঞ্চায়ন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে বিভান মল্লিক, কৃষ্ণা মার্ডি, আরিয়ান টোপ্পো, জিৎ কর্মকার, রোশন মহলি। রবীন্দ্রনৃত্যে অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে স্কুলের পত্রিকা 'প্রয়াস'-এর সপ্তম বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

–শুভজিৎ বোস

স্কুল নাটকে নতুন দিশা

টানটান।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রযোজনায় 'পাজি পিটার' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

নাটকে দর্শক কমে যাচ্ছে, এমন হাহাকারের সময়ে সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা থেকে নাটকের সঙ্গে জড়িত মানুষ এবং এ রাজ্যের শিক্ষা সংস্কৃতিকে যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁরা শিক্ষা নিতে পারেন।

ঘটনা দুটি হল, ঋত্বিক নাট্য সংস্থার স্কুল-কলেজ নাট্য প্রতিযোগিতায় কোনও স্টার পরিচালক বা অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন না। কিন্তু নাটক দেখতে মঞ্চের নীচতলা তো বটেই, ব্যালকনির আসনও ভরে গিয়েছিল। এর ক'দিন পরেই এই মঞ্চেই বাংলার এই সময়ের সেরা পরিচালক দেবাশিসের পরিচালনায় কলকাতার এই সময়ের একটি বিখ্যাত নাটক অভিনীত হল এবং শেষপর্যন্ত টিকিটের দাম ছাড়াই। কিন্তু তাতেও সেই নাটক দেখতে ২০০-র বেশি দর্শক হয়নি।

এ রাজ্যের নাট্যচর্চাকে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জুড়তে পারলে আখেরে যে লাভ হবে তা নাট্যবোদ্ধারা অনেকদিন আগেই বুঝেছিলেন। সেই সময় উত্তরবঙ্গ শিশু-কিশোর নাটক উৎসব হত। একবার এই উৎসব উপলক্ষ্যে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে আলোচনার আসর বসেছিল। আলোচনায় ছিলেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, শিব শর্মা ও জ্যোতিরিন্দ্র ভট্টাচার্য। সেই আলোচনাতেও স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। গুরুত্ব পায় স্কুল পাঠ্যে নাটককে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টিও। সেটা ২০০৩ সালের কথা। তারপর থেকে তোর্ষা তিস্তা মহানন্দা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ রাজ্যে নাটক স্কুল পাঠ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

ঋত্বিকের স্কুল-কলেজ নাট্য প্রতিযোগিতার এবার ছিল ষষ্ঠ বর্ষ। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ২২টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল এবং পাঁচটি কলেজ। সমারোহের সূচনা করেন শিলিগুড়ির মহানাগরিক গৌতম দেব। বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন ডঃ সঞ্জীবন দত্ত রায়, নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থ চৌধুরী, সাধন চক্রবর্তী ও পলক চক্রবর্তী। অতিথিদের মধ্যে বিশিষ্টজনদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী।

পুরস্কৃত করা হচ্ছে সেরাদের।

এই সমারোহে মহাবিদ্যালয় স্তরে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হিসেবে পুরস্কৃত হয় শিলিগুড়ি কলেজের নাটক 'পাখি'। এছাড়াও এই নাটকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী দিয়া সাহা ও অভিনেতা প্রীতম বিশ্বাস পুরস্কৃত হন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মহিলা কলেজের নাটক 'বনজোছনা' এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে সূর্য সেন কলেজের নাটক 'আদাব'। এই নাটকে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান রূপক ঘোষ। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপির খেতাব অর্জন করেন শিলিগুড়ি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের আঙ্কা কুমারী তাঁর 'কল্পিত বাস্তব' নাটকটির জন্য।

আয়োজক সংস্থার সম্পাদক শাশ্বত রঞ্জন মৈত্রের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিযোগিতার ফলাফলের তালিকা থেকে জানা গিয়েছে, বিদ্যালয় স্তরে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ছিল শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুলের নাটক 'শেষ ঘণ্টায়'। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা বাল্মীকি হাইস্কুলের নাটক 'কাবুলিওয়ালা'। জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুল 'পোহায় রজনী, জাগিছে জননী' নাটকের জন্য তৃতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার খেতাব লাভ করে। এছাড়াও বিবেকানন্দ উচ্চবিদ্যালয় (ভদ্রাবতীর কথা) ও বিদ্যাসাগর হাইস্কুল (অবাক জলপান) যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার অর্জন করে। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপির জন্য বিদ্যালয় স্তরে পার্থপ্রতিম মিত্রের লেখা 'তিস্তা পাড়ে হোক গল্প' পুরস্কৃত হয়েছে। 'কাবুলিওয়ালা' নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ নির্দেশক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সুচরিতা ঘোষ গোস্বামী। এছাড়াও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয়ের রাখী বর্মন ও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে বাল্মীকি হাইস্কুলের প্রীতি দাস বৈরাগ্য পুরস্কার পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয়ের স্নিগ্ধা দত্ত। এছাড়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি দিনে ছিল বিশেষ আমন্ত্রিত প্রদর্শন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সুকুমার রায়ের অনাবিল হাসির নাটক 'পাজি পিটার'।

উত্তরবঙ্গে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাটক করে যাঁরা নজর কেড়েছেন কোচবিহারের প্রয়াত শংকর দত্তগুপ্ত, মাথাভাঙ্গার নারায়ণ সাহা, শিলিগুড়ির পলক চক্রবর্তী, পার্থপ্রতিম মিত্র, অমিতাভ কাঞ্জিলালের কাজ অনেকের চোখে পড়েছে। পাঠ্য নাট্য প্রকল্পে শিলিগুড়িতে প্রথম পড়ুয়াদের স্কুল পাঠ্য বিষয় নিয়ে নাটক করে সাড়া ফেলেন সৃজনসেনার পার্থপ্রতিম মিত্র। পরে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে তাঁরা বেশ কয়েকটি নাটক প্রযোজনা করেছেন। রায়গঞ্জ দেবীনগরের একটি সংস্থার স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে নাটক দেখেছিলাম, ভালো লেগেছিল। বিভিন্ন জায়গায় এরকম বিক্ষিপ্ত কাজ হলেও নাটক ধারাবাহিকভাবে পড়ুয়াদের কাছে টানতে পারেনি, বাৎসরিক বা সময়ভিত্তিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হয়ে থেকে গিয়েছে। অথচ ইন্টারনেট এবং এআইয়ের হাত ধরে ছাত্রসমাজ এখন যে গতিতে এগুচ্ছে তারা নাটকে জড়িয়ে গেলে উত্তরবঙ্গের থিয়েটার নতুন আলোর সন্ধান পাবে, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।

ক্যামেরায় জীবনের খোঁজ

কর্মজীবন থেকে অবসরগ্রহণ করার পর অনেকেই জীবনের দিশা হারিয়ে ফেলেন। আড়িয়াদহের অসীমকুমার চৌধুরী হারাননি দীর্ঘদিন স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সামলেছেন। ২০১২ সালে অবসরগ্রহণের পর জীবনকে নতুন দিশা দেখালেন। ছোট থেকেই ছবি তোলার ঝোঁক ছিল। কিন্তু নানা কারণে তা পূরণ হয়নি। লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষক হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। তখন কেনেন ক্লিক থ্রি ফিল্ম ক্যামেরা। আজও যা তাঁর কাছে এক অমূল্য সম্পদ। অবসরগ্রহণের পর পাকাপাকিভাবে ছবি তোলা শুরু করেন ডিএসএলআর ক্যামেরায়। বিষয় হিসেবে বেছে নেন প্রকৃতি ও মানুষ। ক্যামেরাকে সঙ্গী করে ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ-বিদেশ। সেখানকার তোলা ছবি পাঠাতে শুরু করেন নানা প্রতিযোগিতায়। সাফল্য সহজেই ধরা দেয়। ২০১৭ সালে পেলেন প্রথম স্বর্ণপদক। নিজের দেশ তো বটেই বাংলাদেশ, চিন, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, গ্রিসের মতো নানা দেশের সম্মান পেয়েছেন। বর্তমানে সেই সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে। শুধু স্বর্ণপদক সংখ্যাই ১৪৬। অসীম শুধু প্রতিযোগিতাতেই থেমে নেই। আন্তর্জাতিক ছবির প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্বও পালন করছেন।

– অরিন্দম ভট্টাচার্য

অসীমকুমার চৌধুরী

উজ্জ্বল।। *ঘোকসাডাঙ্গায় নাট্য উৎসব।*

মঞ্চে ফুটে উঠল জীবনের রং

সম্প্রতি ঘোকসাডাঙ্গায় মূকাভিনয় ও নাট্য উৎসব আয়োজিত হল। ঘোকসাডাঙ্গা কমিউনিটি হলে দর্শকদের সামনে তিনটি নাটক ও মূকাভিনয় পরিবেশিত হয়। পরিবেশনায় ছিল 'কোচবিহার ছায়ানীড়'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আয়োজক সংস্থা কোচবিহার ছায়ানীড়ের শিশুশিল্পীরা পরিবেশন করে, বিনয় হালদার রচিত ও স্বাগত পাল নির্দেশিত নাটক 'কামড়'। ছোটদের পরিবেশিত এই নাটকে পথকুকুরদের বিষয়ে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়। এরপর পলাশবাড়ি ভাবনা নাট্যম পরিবেশন করে চন্দন সেন রচিত এবং রতনকুমার চৌধুরী নির্দেশিত নাটক 'আহা রে মরণ'। এরপর আয়োজক সংস্থা পরিবেশন করে স্বাগত পাল নির্দেশিত মূকাভিনয়। বারবিশা অন্তরীক্ষ নাট্য অ্যাকাডেমি পরিবেশন করে নাটক 'আইডেন্টিটি'। সবশেষে কোচবিহার বর্ণনা পরিবেশন করে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় গল্প অবলম্বনে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ এবং বিদ্যুৎ পাল নির্দেশিত নাটক 'ভিতর বাহির'।

ঘোকসাডাঙ্গায় এই প্রথম এধরনের নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হল বলে স্থানীয় বাসিন্দা পঙ্কজ সরকার, সুশীলা বর্মন, কবিতা দাস, শেফালি বর্মনরা জানালেন। তাঁরা এই উদ্যোগের খুবই প্রশংসা করেছেন। ঘোকসাডাঙ্গা সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি সংঘ এই উৎসবের অন্যতম সহযোগী ছিল। আগামীতেও ঘোকসাডাঙ্গায় এমন উৎসবের আয়োজন করা হবে বলে তাদের পক্ষে মৃদুল দাস আশ্বাস দিয়েছেন।

–রাকেশ শা

নির্বাচিত লেখা

পবিত্রভূষণ সরকার সম্পাদিত 'মাটির ছোঁয়া' পত্রিকা নানা স্বাদে পরিপূর্ণ। এই পত্রিকায় ১৯৭৫ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত প্রকাশিত ২৯৯টি নির্বাচিত সম্পাদকীয়, ১৩৫টি বাছাই করা পত্র-পত্রিকা ও বইয়ের সমালোচনার পাশাপাশি চারটি নাটকের পর্যালোচনা নিয়ে পবিত্রর বই 'সম্পাদকীয়' সম্প্রতি প্রকাশিত হল। আলিপুরদুয়ার কোর্ট ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি ভবনে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ রমাপ্রসাদ নাগের হাত দিয়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন, আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, আলিপুরদুয়ার পুরসভার কাউন্সিলার শ্রীলা দত্ত প্রমুখ। বই প্রকাশকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সভা, আবৃত্তি, ও সংগীত প্রতিযোগিতা, কবি সম্মেলন, আলোচনাচক্রে এদিনের অনুষ্ঠান ছিল জমজমাট।

–দামিনী সাহা

শারদ সংখ্যা

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের ফালাকাটা আঞ্চলিক কমিটির 'শিলাভূমি' পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি মাদারি রোডের নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ভবনে পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলাভূমি পত্রিকার সম্পাদক কনকলাল সিনহা, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ফালাকাটা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক নিখিলরঞ্জন দাস, সুভাষ সেনগুপ্ত, নিতাই পাল প্রমুখ।

–ভাস্কর শর্মা

গবেষণাধর্মী বই

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি আনন্দপাড়ার শিলালিপি ভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হল ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের লেখা বই 'দেশ বিভাজন স্বাধীনতার অমৃত জয়ন্তী প্রসঙ্গ বাঙালি হিন্দু সমাজের হিন্দুর বিষাদ গাঁথা'। বইটির আবরণ উন্মোচন করেন অধ্যাপক কল্যাণী চক্রবর্তী। কবি সমীর মৈত্র, ডঃ দিগন্ত চক্রবর্তী, সুস্মিতা পণ্ডিত, ডঃ কোয়েলা গাঙ্গুলি, গবেষক কালীকৃষ্ণ সূত্রধর, শিক্ষক সুমন রায়, অরণ্য চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

–জ্যোতি সরকার

২৬তম দলিল

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি পঞ্চানন ভবনে প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মার ২৬তম গবেষণাধর্মী গ্রন্থ 'চুরলি এস্টেট' বইটি আবরণ উন্মোচন হয়। আবরণ উন্মোচন করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ডঃ দিলীপ দে সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিশিকান্ত সিনহা, রঞ্জিৎ মিত্র, সাধন বসু, নিশিকান্ত সিনহা, ডঃ রূপন সরকার, সপ্তাশ্ব ভৌমিকের মতো বিশিষ্টরা।

–জ্যোতি সরকার

গল্প কবিতায়

সম্প্রতি অপূর্বকুমার চক্রবর্তীর লেখা গল্প সংকলন 'প্রথম কৃষ্ণচূড়া'র পাশাপাশি তাঁরই সম্পাদনায় 'প্রক্ষেপ' এর প্রাক মহালয়া কবিতা সংখ্যা প্রকাশিত হল। রাজাভাতখাওয়া রেলস্টেশনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রমোদ নাথ, পরিমল দে, বেণু সরকার, রঞ্জিত মালাকারদের মতো বিশিষ্টদের হাত দিয়ে। গল্প সংকলনটিতে বর্তমান যুগে সামাজিক, পারিবারিক, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নানাভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কবিতা সংখ্যার ৫০টি কবিতায় জীবনের নানা রং সানন্দে ঝলমল। *–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

আরও শব্দ

সম্প্রতি এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে দিনহাটার শহিদ কর্নারে 'শব্দ সাহিত্য পত্রিকা'র নতুন সংখ্যা পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করেন গীতা আচার্য। সম্পাদক বিপুল আচার্য স্বাগত বক্তব্য রাখেন। গোকুল সরকার, জয়দীপ সরকার, জয়ন্ত চক্রবর্তী, রমণীমোহন বর্মার মতো বিশিষ্টরা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পত্রিকাটি যেভাবে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য জগৎকে সমৃদ্ধ করে চলেছে সবাই তার প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অমিত রায়।

– সমীর পাল

বইটই

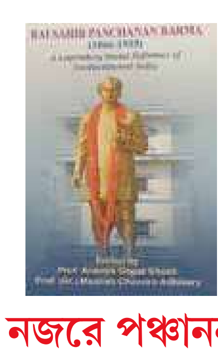

নজরে পঞ্চানন

উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে মনীষী পঞ্চানন বর্মার অবদান কম নয়। শিক্ষার পাশাপাশি সমাজসংস্কারে তিনি বহু অবদান রেখে গিয়েছেন। একটি বইয়ে তাঁর সেই সমস্ত অবদানকে বন্দি করাটা মুখের কথা নয়। তবে সেই কাজটিই সহজে করে ফেলেছেন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ ও ডঃ মাধবচন্দ্র অধিকারী। দুজনে মিলে লিখে ফেলেছেন **রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা (১৮৬৬-১৯৩৫) এ লেজেন্ডারি সোশ্যাল রিফর্মার অফ আন-পার্টিশনড ইন্ডিয়া**। মোট ১৯টি অধ্যায়ে পঞ্চাননের জীবনবৃত্তান্ত এই বইয়ের পাতায় পাতায় বিস্তৃত। রয়েছে দুষ্প্রাপ্য বেশ কিছু ছবিও। উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্র করে লেখা অনন্য বইগুলির তালিকায় এই বইটি ঠাঁই পাবে অনায়াসেই। প্রকাশনী কুণাল বুকস।

একান্ত সম্পদ

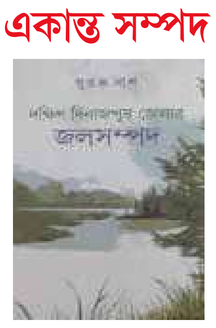

উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর কী কারণে বেশি পরিচিত? সবচেয়ে সহজ উত্তরটা হল এই জেলার সম্ভারে রয়েছে বহু নদী, খাঁড়ি, বড়সড়ো বহু প্রাচীন দিঘি। ছোটখাটো জলাশয় তো আছেই। কবি ও সমাজকর্মী সূরজ দাশ বহুদিন ধরেই এসব নিয়ে নিজের মতো করে সমীক্ষা চালিয়েছেন, বিবরণ সংকলন করেছেন। আর এসব নিয়েই তাঁর বই **দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জলসম্পদ**। শুধুমাত্র জেলার জলাশয়কে নিয়ে আস্ত একটি বই লেখা প্রচণ্ড পরিশ্রমের। বইটির প্রতিটি পাতা সেই পরিশ্রমেরই সাক্ষী। নদী, জলাশয় নিয়ে বিভিন্ন খবরের কাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদনও আলাদাভাবে বইটিতে ঠাঁই পেয়েছে। প্রকাশনী পরম্পরা।

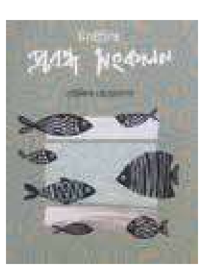

প্রবন্ধের ঝাঁপি

জন্মসূত্রে মালদার কৌশিক জোয়ারদার কর্মসূত্রে বর্তমানে শিলিগুড়ির বাসিন্দা। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। পড়ানোর পাশাপাশি পড়তেও প্রচণ্ড ভালোবাসেন। আর ভালোবাসেন লিখতে। তারই নিদর্শন মিলবে কৌশিকের লেখা **নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন**-এ। বইটি সম্প্রতি শিলিগুড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তু ছুঁয়েছে জীবনের নানা প্রান্ত। বহুত্ববাদ থেকে শুরু করে ধর্ষণ, সীমান্তরেখা থেকে শুরু করে ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং আরও অনেক কিছুকেই। পড়তে পড়তে মন অনেক কিছুই ভাববে। এই সূত্রেই লেখকের বক্তব্য, 'যদি এই বই থেকে একজন পাঠকও ভাবনার একটি সূত্র পেয়ে যান সেটাই আমার বিরাট প্রাপ্তি।' প্রকাশনী শহরতলি। প্রশান্ত সরকারের আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ।

নামল বৃষ্টি

আক্ষরিক অর্থেই বৃষ্টি নামল। ভালো লাগার, আনন্দের। **এক পশলা বৃষ্টির ২৫তম বর্ষ সংখ্যা**-কে কেন্দ্র করে। ২০০০ সাল থেকে এই পত্রিকার পথ চলা শুরু। অম্বরীশ ঘোষ সম্পাদিত পত্রিকার এই সংখ্যা অন্যান্যবারের মতোই প্রবন্ধ, ব্যক্তিগত গদ্য, ছোটগল্প, অল্প কথার গল্প, অনুবাদ কবিতা, গুচ্ছ কবিতা, ওপার বাংলার কবিতা, এপারের কবিতায় ঠাসা। কবি হিসেবে ভানুসিংহ ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে স্বপনকুমার মণ্ডলের লেখা, সূরজ দাশের লেখা 'মেঘনাদের আড়ালে মধুকবি', সমর দেবের লেখা গল্প 'কুয়োর জলে এক টুকরো মেঘ', কোনটা ছেড়ে কোনটা আগে পড়বেন...পাঠক ধন্দে পড়ে যাবেন। অর্ণব সেনকে নিয়ে বিশেষ বিভাগটি তারিফযোগ্য।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান
এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি – ৭৩৪০০১।

ওই দ্যাখ... পুজোমণ্ডপে তিন খুদে। দ্বিতীয়ায় বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

সদরের পুজো দেখতে আশ্রমে ফেরা

সমীর দাস

ওদের কারও বাবা-মা নেই, আবার কারও বাবা-মা থাকলেও অভাব অনটনের কারণে ঠাঁই হয়েছে অনাথ আশ্রমে। এই যেমন মথুরা চা বাগানের রোশনি টিগ্গার বাবা আছে তবে মা নেই। বাবা একা ঠিকভাবে দেখভাল করতে পারবেন কি না সেই চিন্তা করে অনেকদিন আগেই তাকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে এসেছেন। একা থাকতে থাকতে কিছুটা অভ্যাসও হয়ে গিয়েছে তার। তবে পুজো এলেই বাড়ির জন্য মন টানে ষষ্ঠ শ্রেণির রোশনির। মনে পড়ে সেই ছোটবেলায় বাবা-মায়ের হাত ধরে দুর্গাপুজোয় ঘুরতে যাওয়া। তাই পুজোয় আশ্রমের আবাসিক ছাত্রীরা যাতে নিজের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারে সেই সুযোগ করে দেয় খোদ আশ্রম কর্তৃপক্ষ। হ্যামিল্টনগঞ্জের ফরওয়ার্ডনগরের উত্তরায়ণ অনাথ আশ্রম কর্তপক্ষ তাদের বাড়ি পৌঁছে দেয়। শুধু তাই নয়, অষ্টমীর দিন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের তরফে আবাসিকদের আলিপুরদুয়ার শহরের পুজো ঘোরানো হয়। জেলা সদরের পুজো দেখার আগ্রহে সেদিন সকালেই তারা বাড়ি থেকে আশ্রমে চলে আসে। আবার রাতেই তাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। অনাথ আশ্রম পরিচালন কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা দীপঙ্কর রায়ের কথায়, 'প্রতিবছরের মতো এবছরও আবাসিক ছাত্রীদের জেলা সদরে পুজো পরিক্রমায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। আশ্রমের দায়িত্বে থাকা কয়েকজন মহিলা কর্মী ছাত্রীদের সঙ্গে থাকবেন।'

ওই আশ্রমটিতে বর্তমানে ১৫ জন কিশোরী রয়েছে। আশ্রমের দায়িত্বে রয়েছে রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তর। পরিচালনার দায়িত্বে মহিলা ও শিশু সুস্বাস্থ্য সুচেতনা অর্গানাইজেশন। পুজোয় আর পাঁচজন কিশোরীর মতো যাতে আবাসনের কিশোরীরাও আনন্দ করতে পারে সেজন্য তারা সবরকম চেষ্টা চালায়। পুজোয় আশ্রম কর্তৃপক্ষের তরফে তাদের নতুন জামা, জুতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে দেওয়া হয়। সেই জামা, জুতো পরে ঘুরতে বের হয় আবাসিক কিশোরীরা।

কর্তৃপক্ষ পুজোয় বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেওয়ায় এখন আশ্রমের সকলের ব্যাগ গোছানোর জোর প্রস্তুতি চলছে। আটিয়াবাড়ি চা বাগানে বাড়ি সোহিনী মাহালির বাবা-মা রয়েছে। তবে দুঃস্থ ওই পরিবারটি মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মেয়েকে অনাথ আশ্রমে রেখেছে। সোহিনী পরের বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে। সোহিনী বলে, 'সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। তাই পড়াশোনার আলাদা চাপ তো রয়েছেই। তবে পুজোর ঘোরাঘুরিতে যেটুকু পড়াশোনায় ক্ষতি হবে তা বাড়ি থেকে ফিরে সম্পূর্ণ করে দেব।'

আশ্রমের আরেক আবাসিক সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া জসিকা ওরাওঁয়ের বাবা নেই। মা অন্যত্র চলে গিয়েছেন। ওই কিশোরীর পিসি তাকে কয়েক বছর আগে আশ্রমে রেখে যান। পুজোর ক'দিন পিসির কাছে থাকতে ভালোই লাগে বলে জানায় রাঙ্গামাটি চা বাগানের ওই কিশোরী।

চক্রবর্তী বাড়িতে আসেন ফেলুদা

তমালিকা দে

ফেলুদা থেকে বব বিশ্বাস, বা মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ারের সেই দুর্ধর্ষ ডাকাত সর্দার। সব্যসাচী চক্রবর্তী থেকে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, চন্দন সেনরা পারলে প্রতি পুজোয় শিলিগুড়িতে একবার ঢুঁ মারেন। দেশবন্ধুপাড়ার চক্রবর্তীপাড়ার পুজোয় শামিল হন। সেই পুজোবাড়িতে টলি অভিনেতার সঙ্গে একবার দেখা করতে ভিড় জমে যায় এলাকার বাসিন্দাদের। শিলিগুড়ির মতো শহরে তা একমাত্র সম্ভব এই পরিবারের পুজোতেই। জাঁকজমকপূর্ণ এই পুজোকে ঘিরে উৎসবে মেতে ওঠেন বাড়ির সদস্যরা।

ঢাকার বিক্রমপুরে প্রায় ১৫০ বছর আগে এই পুজো শুরু হয়। তখন পুজোর আয়োজন ছিল অন্যরকম। মোষবলি প্রথা চালু ছিল। নাটমন্দিরে ডাকের সাজে পূজিতা হতেন দেবী। পুজো যখন বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণবঙ্গের ভদ্রেশ্বরে চলে এল ততদিনে বলিপ্রথার চল উঠে গিয়েছে। গত ১২ বছর হল শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ার অবন ঠাকুর সরণিতে নিজেদের বাড়ি করে সেখানে পুজোর আয়োজন করছেন চক্রবর্তী পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের তরফে দীপজ্যোতি চক্রবর্তী বলেন, 'সকল নিয়ম মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজো শুধু পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। এই পুজো শিলিগুড়িবাসীর কাছে খুবই আপন।'

কলকাতার বনেদিবাড়ির তুলনায় কোনও অংশে কম নয় এই পুজো। তবে শিলিগুড়ি শহরবাসীর বাড়তি পাওনা বলতে নামীদামি অভিনেতাদের অনেকেই সময় কাটাতে এখানে চলে আসেন। সপরিবার মেতে ওঠেন উত্তরবঙ্গের পুজোর আমেজে। দেবীর মন্দিরে বসে গান করেন সব্যসাচী। স্ত্রী মিঠু চক্রবর্তী ধুনুচি নাচ ও দশমীর সিঁদুরখেলায় মেতে ওঠেন এলাকার মহিলাদের সঙ্গে। শাশ্বতও ব্যস্ততার মধ্যে অল্প ফাঁক পেলেই চলে আসেন এখানে। খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা মারেন।

বাড়ির পুজো মানেই বাড়তি প্রস্তুতি। মায়ের জন্য বিভিন্ন পদের ভোগ রান্নার দায়িত্বে বাড়ির মহিলারা থাকেন। পঞ্চমীতে দেবীবরণ থেকে দশমী পর্যন্ত আড়ম্বরে চলে পুজো। এখনও ডাকের সাজের দেবী সেজে ওঠেন। পুজোর কয়েকদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বলে জানালেন চক্রবর্তী বাড়ির বৌমা শ্রাবণী চক্রবর্তী।

দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা মানসী ভৌমিক বলেন, 'অষ্টমীর অঞ্জলি থেকে দশমীতে সিঁদুরখেলা আমরা চক্রবর্তী বাড়ির পুজোতে যাই। ভক্তিভরে মায়ের পুজো দেখে সত্যিই মন ভরে যায়।'

দেশবন্ধুপাড়ার চক্রবর্তীপাড়ার পুজোয় শামিল হন টলিপাড়ার সেলেব্রিটিরা। সেই পুজোবাড়িতে অভিনেতার সঙ্গে একবার দেখা করতে ভিড় জমে যায় এলাকার বাসিন্দাদের।

এবাদুলদের সঙ্গে সম্প্রীতির পুজো

রামপ্রসাদ মোদক

ধর্ম প্রত্যেকের নিজের হতে পারে কিন্তু উৎসব সবার। এই আপ্তবাক্যটির সত্যতা প্রমাণ করছেন আজহার, মোশারফ, হিলিপ, কৈলাসরা। চাউলহাটিতে সর্বজনীন দুর্গাপুজোর কমিটির সিংহভাগ সদস্যই মুসলিম সম্প্রদায়ের। পুজো শুরুর সময়কাল থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন এলাকার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। সম্প্রীতির এই পুজো এবার ৭৮তম বর্ষে পা দিতে চলেছে। কাল্পনিক মন্দিরের আদলে পুজোমণ্ডপ গড়ে তোলার কাজ চলছে জোরকদমে।

জলপাইগুড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা একটি প্রাচীন জনপদ চাউলহাটি। এখানে চাউলহাটি সর্বজনীন দুর্গাপুজোর যে কমিটি তৈরি হয়েছে, সেখানে সহ সভাপতি পদে রয়েছেন এবাদুল হক, যুগ্ম সম্পাদক আজহার। এছাড়া কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন মফিদার হোসেন, উপদেষ্টা মোশারফ হোসেন। প্রবীণ নাগরিকরা বললেন, দেশভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাউলহাটিতে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল। তারপর থেকে এখনও প্রত্যেকবার ধুমধাম করে পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজো কমিটির সম্পাদক পদে রয়েছেন হিলিপ রায়। তাঁর কথায়, 'ছোটবেলা থেকে পুজোর আয়োজন এভাবেই করা হয়ে আসছে দেখেছি। দেখতাম, বাবার সঙ্গে এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের সকলে পুজোর কাজে হাত লাগাতে। এভাবেই এখন গুটিগুটি পায়ে আমাদের পুজো শতবর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে।'

জানালেন, এবছর দুর্গাপুজোর সমস্ত ভার সবাই মিলে একসঙ্গে বহন করেছি। মণ্ডপসজ্জা কিংবা আলোকসজ্জার কাজ বা প্রতিমার বায়না করা, সব কাজেই মফিদার, আজহাররা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সেজন্য দুর্গাপুজোর আয়োজন অনেক সহজ বলে মনে হয়েছে। শুধু কমিটিতে থাকা মফিদাররাই নন, পুজোয় চাঁদা দেয় এলাকার অন্যান্য মুসলিম পরিবারও। পুজোর ভোগ বিতরণের কাজেও হাত লাগান তাঁরা।

চাউলহাটি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা মোশারফ হোসেন প্রাক্তন শিক্ষক। ৮০ ছুঁইছুঁই ওই বৃদ্ধের কথায়, 'আমার জন্ম চাউলহাটিতেই। ছোটবেলায় এখানেই পড়াশোনা করেছি। অন্য হিন্দু পরিবারের সহপাঠীদের সঙ্গে আমিও অপেক্ষা করে থাকতাম, কখন দুর্গাপুজো আসবে। পুজোর কয়েকটা দিন দারুণ হইহুল্লোড়ে কাটত।' তিনি যে অন্য সম্প্রদায়ের, সেটা বুঝেছিলেন অনেক পরে। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় বাইরে পড়তে গিয়ে সবটা জানতে পারলেন। শুধু দুর্গাপুজো নয়, হোলিতেও হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করতেন। তখনও দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মায়ের পুজো একসঙ্গে করতেন। এখনও সেটাই হচ্ছে। ভবিষ্যতেও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তাঁর আশা।

চাউলহাটি যুব সংঘ ক্লাবের মাঠে প্রত্যেকবার এই দুর্গাপুজো হয়। এবারও সেখানে বাঁশ বাঁধা হচ্ছে।

ক্লাবের সভাপতি কৈলাসচন্দ্র রায় বলেন, 'ক্লাবের তরফে সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি তৈরি করে পুজো করা হয়। আমাদের পুজো গোটা জলপাইগুড়ি জেলায় সম্প্রীতির নজির গড়েছে।'

সাধ্যের মধ্যে বাঙালিয়ানার স্বাদ 'বাঘা'য়

পেটপুজো

সাহানা চক্রবর্তী

রাতভর প্যান্ডেল হপিং-এর প্ল্যান? পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সবকটা পুজো গুনে গুনে দেখার পরিকল্পনা তো রয়েছে, কিন্তু পেটপুজোর প্ল্যানটাও তো করতে হবে। এমন দিনগুলোর জন্য রয়েছে 'বাঘা।' দুপুর ১২টা থেকে রাত তিনটে পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকবে বাঘার দরজা। এবার পুজোয় এটাই শুধু বিশেষ আকর্ষণ নয় শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসের বাঘা'র। এই মাল্টিকুইজিন রেস্তোরাঁয় রয়েছে পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত দুর্দান্ত সব থালি। ভিন্ন দিনে ভিন্ন স্বাদের থালির দামও থাকছে সাধ্যের মধ্যে।

রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই দেখা মিলবে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী কিছু বিশেষ জায়গার। সেবকের করোনেশন ব্রিজ থেকে শুরু করে টয়ট্রেন, বা বাগানের ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে রেস্তোরাঁ। মাঝে লেখা 'আই লাভ বাঘা।' খাবারের স্বাদ পেলে তাই-ই বলবেন সকলে। সারাবছর রেস্তোরাঁ চালু থাকলেও মহালয়ায় একটি পুজো স্পেশাল কিয়স্ক খোলা হয়েছে। সেখানে টিক্কা, কাবাব, চা, কফির মতো বিভিন্ন স্টার্টার্স ও স্ন্যাক্স খাওয়া যাবে রেস্তোরাঁর ভেতরে না ঢুকেই। চিকেন টিক্কা, চিকেন ললিপপ, পপকর্ন, পনির টিক্কা, তন্দুরি উইংস, পনির মালাই টিক্কা, হরিয়ালি টিক্কা, চিলি ফিশ আরও কত কী, সবকিছুই থাকবে কিয়স্কে। এছাড়া পঞ্চমী থেকে থাকছে পুজো স্পেশাল থালি। দাম শুরু হচ্ছে ৩৯৯ টাকা থেকে, সর্বোচ্চ দাম থাকছে ৪৯৯। পঞ্চমী থেকে দশমী একেক দিন একেকরকম পদ থাকছে। গোটাটাই বাঙালিয়ানায় ভরপুর।

বাঘার ম্যানেজার দিব্যেন্দু দত্ত বলেন, 'আমাদের প্রত্যেকটি পদ খুব যত্ন সহকারে বানানো হয়। ফিশ ফিঙ্গার হোক কিংবা মাটন হান্ডি, সবকিছুর ভিন্ন স্বাদই ফিরিয়ে নিয়ে আসে গ্রাহকদের।' মাল্টিকুইজিন রেস্তোরাঁ হলেও এবার পুজোয় বাঙালি পদগুলোই রয়েছে 'লাইমলাইট'-এ। মোমো, পিৎজা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ, চাইনিজ, কনটিনেন্টাল সব থাকছে আ-লা-কার্ট মেনুতে। এই রেস্তোরাঁয় চাইনিজ, বাঙালি ও কনটিনেন্টাল কুইজিনের জন্য রয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন শেফ। তাঁরা অত্যন্ত যত্ন সহকারে সমস্ত রান্না করেন। প্রত্যেকটি ডিশ এত সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করা হয় যেন সবকটাই 'ইনস্টা-উওরথি।'

রেস্তোরাঁর কর্ণধার গৌতম সাহা বলেন, 'পুজোর সময় রাত তিনটে পর্যন্ত খোলা থাকবে। এবার আমাদের বিশেষ আকর্ষণ বাঙালি থালির সম্ভার আর মহালয়ায় চালু হওয়া কিয়স্ক।' ফ্রি পার্কিং লট থাকায় পুজোর ভিড়ে গাড়ি নিয়ে এলেও পার্কিং নিয়ে মাথাব্যথা হবে না। পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে নিশ্চিন্তে আসা যাবে এই রেস্তোরাঁয়। পার্কিং লট, খাবারের স্বাদ সবই হল। কিন্তু সিটিং ক্যাপাসিটি? বাঘায় রয়েছে দুটি স্পেস। একটি যেটা ঢুকলেই দেখা যাবে, সেখানে ৪০-৪৫ জনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। আরেকটি হল নীচে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতেই চোখে পড়বে বড় হলরুম। এখানে বার্থডে, অ্যানিভাসারি ও কর্পোরেট গেট টুগেদারের জন্য বুকিং নেওয়া হয়, সেখানেও ব্যবস্থা রয়েছে ৪০-৪৫ জনের। পাশে একটি বড় হল রয়েছে, যার ক্যাপাসিটি প্রায় ১৫০ জন। ছোট থেকে মাঝারি মাপের অনুষ্ঠানের জন্য বুক করা যেতেই পারে বাঘা।

মুর্গ কালি মির্চ

শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা প্রিয়ংবদা সরকার পেশায় ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। রান্না করে লোকজনকে খাওয়াতে ভালোবাসেন। নিত্যনতুন রান্না শিখতে প্রচণ্ড আগ্রহী তিনি। আর এ কাজে সোশ্যাল মিডিয়া তাঁর বড় সহায়। সোশ্যাল মিডিয়া এবং নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে রান্নায় যতটা সম্ভব স্বাদ আনার চেষ্টা করেন তিনি।

উপকরণ

- মুরগির মাংস
- পেঁয়াজ ভাজা (বেরেস্তা)
- গোলমরিচ
- লবণ
- জিরে গুঁড়ো
- ধনে গুঁড়ো
- লেবুর রস
- টক দই
- মাখন
- এলাচ, তেজপাতা, দারুচিনি, লবঙ্গ
- কাজু
- কাঁচা লংকা
- দুধ
- ধনেপাতা
- পেঁয়াজ বাটা

প্রণালী

প্রথমে চিকেন ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর আধ কাপ টক দই, এক চামচ গোলমরিচ, স্বাদমতো লবণ, এক চামচ জিরে গুঁড়ো, এক চামচ লেবুর রস দিয়ে ৬০০ গ্রাম চিকেন ম্যারিনেট করে এক ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। তেল কড়াইতে দিয়ে তাতে এক চামচ মাখন দিয়ে তাতে দুটো এলাচ, দুটো দারুচিনি, দুটো লবঙ্গ, একটা তেজপাতা দিতে হবে। দুটো পেঁয়াজ বেটে কড়াইতে দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে। এরপর ম্যারিনেট করা চিকেন কড়াইতে ছেড়ে দিতে হবে যতক্ষণ না সেদ্ধ হয়। ১২-১৫টি কাজু, দুটো কাঁচা লংকা, আধ কাপ দুধ ব্লেন্ড করে চিকেনে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর তিন-চারটি কাঁচা লংকা আর সামান্য চিনি দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে। তাতে এক চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো আর বেরেস্তা দিতে হবে। নামানোর আগে গুঁড়ো গরমমশলা, ধনেপাতা কুচি দিলেই তৈরি হয়ে যাবে দারুণ স্বাদের মুর্গ কালি মির্চ।

ধস সরানোর তৎপরতা

পুজো-পর্যটন নিয়ে আশায় বুক বাঁধছে পাহাড়

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : পুজো-পর্যটনের স্বার্থে ধসে বিপর্যস্ত পাহাড়কে দ্রুত স্বাভাবিক করতে তৎপর গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। শুক্রবার আবহাওয়া অনেকটাই অনুকূল থাকায় সকাল থেকে ধস সরাতে শুরু করে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার ধসে ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিং পাহাড়ের অধিকাংশ রাস্তাই এদিন দুপুরের মধ্যে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়।

ভারী বৃষ্টির কারণে ধস নেমে রক গার্ডেন সংলগ্ন রাস্তাটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যার ফলে বেশ কিছুদিন ওই পথে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পর্যটন দপ্তর এবং জিটিএ'র সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পর্যটন দপ্তরের আশা, খুব তাড়াতাড়ি ওই পার্ক ফের খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে সান্দাকফু ট্রেকিং রুটও। তবে যাঁরা ট্রেকিং করবেন, নিরাপত্তার স্বার্থে স্থানীয় গাইডদের সঙ্গে নেওয়ার আর্জি জানিয়েছে প্রশাসন।

টানা ভারী বর্ষণের জেরে বৃহস্পতিবার দার্জিলিং পাহাড়ের একাধিক জায়গায় ধস নামে। একই পরিস্থিতি হয়েছিল মেল্লি, বিরিকদাড়া, চিত্রে সহ কিছু স্থানে। সেই কারণে কয়েকটি রাস্তা দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। যদিও শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার সড়ক বন্ধ হয়নি। এদিন বেশিরভাগ জায়গায় ধস সরিয়ে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে।

মানেভঞ্জনের কাছে রংগীত মজুয়ায় পাহাড়ে ফাটল থেকে ধস। -মৃণাল রানা

পুজোর ছুটিতে পর্যটকদের একটা বড় অংশ ঘুরতে যান প্রতিবেশী পাহাড়ি রাজ্যে। দক্ষিণ সিকিমের আদর্শগাঁও হয়ে সিংতাম থেকে চালামথাং যাওয়ার রাস্তাটি দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন সিকিমের সড়ক ও সেতু বিভাগের মন্ত্রী এনবি দাহাল। সেখানেও ভারী বৃষ্টির কারণে রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি হয়। ওই এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন এখন।

মন্ত্রী জানিয়েছেন, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। তাঁরা আশাবাদী, দশাই উৎসবের আগে রাস্তা খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। এনএইচপিসি (ন্যাশনাল হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন)-র চিফ কোঅর্ডিনেটর কুমার রাইয়ের কথায়, 'স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকরা যাতে ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারেন, সেজন্য সরকার সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে।'

শুক্রবার পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও এদিন সকাল থেকে পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। মেল্লিতে সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ধস নামার পর প্রায় ঘণ্টা তিনেক যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে দ্রুত রাস্তা পরিষ্কার করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়।

পুজোর মুখে ধসের কারণে যাতে পর্যটনে কোনও প্রভাব না পড়ে, সেব্যাপারে সতর্ক প্রশাসন। পর্যটন ব্যবসায়ীরাও আশাবাদী, এবার উৎসবে ভারী বৃষ্টিপাত হবে না। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের কথায়, 'প্রচুর মানুষ পুজোর সময় দার্জিলিং, কালিম্পং এবং সিকিমে ঘুরতে আসেন। আশা করি, পুজোতে হয়তো ভারী বর্ষণের কবলে পড়তে হবে না।'

এদিকে, মানেভঞ্জন থেকে ৪-৫ কিলোমিটার দূরে রংগীত মজুয়া গ্রামে পাহাড়ে বেশ কিছু জায়গায় ফাটল ধরেছে বলে জানা গিয়েছে। ওই ফাটলের কারণে বড়ধরনের ধস নামে। গ্রামের প্রায় ৬৫টি পরিবার এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। এই মুহূর্তে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহও বন্ধ। অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (অ্যাক্ট)-এর কনভেনার রাজ বসু বলছেন, 'আমরা খবর পেতেই দুপুর একটা নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে জিপে করে ত্রিপল পাঠিয়েছি। জেলা শাসককে অনুরোধ করেছি যাতে সেখানে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের একটা দল পাঠানো হয়।'

জোরকদমে কাজ

- ধসে ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিং পাহাড়ের অধিকাংশ রাস্তা পরিষ্কার করা হয়
- রাস্তা সারাই করে রক গার্ডেন খোলার আশা
- পর্যটকদের জন্য খোলা হবে সান্দাকফু ট্রেকিং রুট
- দক্ষিণ সিকিমে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সারাতে তৎপর স্থানীয় প্রশাসন

বেড়াতে এসে জখম ছাত্রীরা

মাদারিহাট, ৪ অক্টোবর : হুগলির পুইনান হাইস্কুলের ৫৪ জন ছাত্রী জলদাপাড়া ঘুরতে এসেছিল। শুক্রবার তারা বেশ কয়েকটি ছোট গাড়িতে করে মাদারিহাট যুব আবাসে যাচ্ছিল। সেই সময়ে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে গুরুতর জখম হয়েছে সপ্তম শ্রেণির দুই ছাত্রী। জখমরা হল আনিশা আইচ ও সুখানা খাতুন। উদ্ধার করে তাদের প্রথমে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক জানান, দুই ছাত্রীর মধ্যে আনিশার ডান হাত কয়েকটি টুকরো হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও ডান পায়ের হাঁটুতেও গুরুতর চোট লাগে। আরেক ছাত্রী সুখানার ডান হাত ভেঙে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুজনকেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে।

রিল বানাতে গিয়ে আটক

কিশনগঞ্জ, ৪ অক্টোবর : কিশনগঞ্জ শহরের গান্ধি চকে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ডাকাতির জন্য ব্যাংকের ছাদে কয়েকজন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে রয়েছে বলে শুক্রবার দুপুরে সদর থানায় ফোন যায়। এই খবরের পরেই পুলিশের বিশাল বাহিনী ব্যাংকটিকে চারদিকে ঘিরে ফেলে। এরপর পুলিশ ব্যাংকের ছাদে গিয়ে দেখে আটজন নাবালক নকল পিস্তল নিয়ে রিল বানাতে ব্যস্ত রয়েছে। পুলিশ তৎক্ষণাৎ ওই আটজন নাবালককে আটক করে। পরে তাদের অভিভাবকদের থানায় ডেকে পাঠানো হয়। পুলিশ সুপার সাগর কুমার এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, ওই নাবালকদের অভিভাবকদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ৪ অক্টোবর : কিশনগঞ্জের দিঘলব্যাংক থানা এলাকার সোমানি পদমপুরহাটের কাছে ট্রাক ও বাইকের সংঘর্ষে বাইকচালকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত বাইকচালকের নাম মহম্মদ মহফুল (২৬)।

খেলার ছলে।। শুক্রবার বর্ধমান রোডে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেআইনি নিয়োগের জের

প্রাক্তন রেজিস্ট্রারের শাস্তি চেয়ে চিঠি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : আইন ভেঙে জাতীয় ছুটির দিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দপ্তর খুলে গোপনে কর্মী নিয়োগ করে প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষা নিয়ামক দেবাশিস দত্ত আরও বিপাকে পড়লেন। বৃহস্পতিবার তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই ঘটনায় পদক্ষেপের দাবিতে শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের কাছে চিঠি পাঠানো হয়। অন্যদিকে, এদিনই দেবাশিসের শাস্তির দাবিতে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ দেখায়। কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে নিয়োগ দুর্নীতির দাবি করা হয়ে।

যুব মোর্চার পক্ষ থেকে এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটে জমায়েত করা হয়। পরে আন্দোলনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের গেট আটকে দীর্ঘসময় বিক্ষোভ দেখান। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নূপুর দাসকে প্রতিবাদপত্রও দেন। সংগঠনের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরিজিৎ দাসের কথায়, 'নিয়োগ নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র হয়েছে। দেবাশিস দাসের সঙ্গে তৃণমূলের অনেক রাঘববোয়ালও সেই ষড়যন্ত্রে জড়িত। বেছে বেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সংগঠনের নেতাদের আত্মীয়, তৃণমূল পঞ্চায়েত ও স্থানীয় নেতাদের আত্মীয়দের নিয়োগ করা হয়েছে। আমরা রাজ্যপাল, সাংসদ সহ সবার কাছেই চিঠি পাঠাচ্ছি। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি চাই।' নূপুরের বক্তব্য, 'আইন মেনে যা করার ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম স্বাভাবিক রাখার জন্য যা যা পদক্ষেপ করার করা হচ্ছে।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার থাকাকালীন দেবাশিস যেসব বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রাজ্যের অনুমোদন ছাড়া যেসব খাতে অর্থ খরচ, নিয়োগ, বদলি করেছেন সেসবের তালিকা তৈরি করে নথি সাজিয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশের তরফে তৈরি সেই নথি রাজ্যপালের কাছেও পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে পদক্ষেপের দাবিও করা হয়েছে। যদিও কোনও শিক্ষক এখনই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি। চিঠিতে সই করা এক শিক্ষকের কথায়, 'সময়মতো সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অনিয়মের সমস্ত তথ্য আমরা সামনে আনব। যেহেতু শিক্ষা দপ্তর এবং রাজ্যপালের কাছে বিচার চেয়েছি তাই তাঁদের উপর ভরসা রেখেই আপাতত মুখ খুলছি না। পদক্ষেপ না হলে অবশ্যই সব দুর্নীতির কথা সবাইকে জানাব।'

আলিপুরদুয়ার জংশনে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠক।

পরিচয়পত্র দেবে রেল

আলিপুরদুয়ার, ৪ অক্টোবর : ট্রেন থেকে নেমে ঠাকুর দেখতে গিয়ে ছোটরা যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল উদ্যোগী হয়েছে। এজন্য ছোটদের বিশেষ পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। স্টেশন চত্বরে জিআরপি'র হেল্পডেস্ক থেকে এই আই কার্ড পাওয়া যাবে। সেখানে অভিভাবকদের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লেখা থাকবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'এটা রেলের পাইলট প্রোজেক্ট। শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সমস্ত বড় স্টেশনে পুজোর মুখে এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে।' রেল সূত্রে খবর, এই ব্যবস্থা কার্যকর বলে রেলের এই ডিভিশনে প্রমাণিত হলে তা পরবর্তীতে গোটা দেশজুড়ে চালু করা হবে।

চোরাশিকার রুখতে নজরদারি

লাটাগুড়ি, ৪ অক্টোবর : পুজো দোরগোড়ায় চলে এল। সেই সুযোগে যাতে জঙ্গলে চোরাশিকারি এবং কাঠ পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য না বাড়ে, সেজন্য দিনের পাশাপাশি রাতেরবেলাতেও কড়া নজরদারি চলছে গরুমারা এবং লাটাগুড়ির জঙ্গলে। বনকর্মী, ইডিসি কমিটির সদস্য, বন দপ্তরের প্রশিক্ষিত কুনকির সাহায্যে জঙ্গলের আনাচে-কানাচে ২৪ ঘণ্টা ধরে নজরদারি চালানো হচ্ছে। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বললেন, 'রাত জেগে পাহারার পাশাপাশি দিনের ২৪ ঘণ্টাজুড়ে চলছে বিশেষ নজরদারি। ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি চালানো হচ্ছে জঙ্গলের আনাচে-কানাচে। আপাতত কালীপুজো পর্যন্ত বিশেষ এই নজরদারি চলবে।' বন ও বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তার স্বার্থে অবশ্য পুজোর পরও এই উদ্যোগ চালু রাখার দাবি তুললেন পরিবেশপ্রেমীরা।

ক্ষতি দেখতে এলাকায় প্রশাসন

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : ২ অক্টোবর ভারী বৃষ্টির জেরে সিকিমের জোংগুতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। লিংডাম নদী সংলগ্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। স্থানীয় বাসিন্দাদের কেউ আহত বা নিহত না হলেও প্রাণ হারিয়েছে বেশ কিছু গবাদি প্রাণী। নষ্ট হয়েছে কয়েকটি পরিকাঠামো। শুক্রবার প্রশাসনিক আধিকারিকদের একটি দল ওইসমস্ত এলাকা পরিদর্শনে যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখেন তারা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সবথেকে বেশি প্রভাব পড়ে আপার জোংগুতে। সেদিন প্রশাসন তড়িঘড়ি সাংকালাং ও ফিডাং-এ সতর্কতা জারি করে। ঘটনার পর মংগনের জেলা শাসক সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার নির্দেশ দেন। এদিন সকালে সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও), অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (এই) এবং জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার (জেই) ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। লিংডাম ও ল্যাভেনের মাঝে রাস্তা সংস্কার ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে পূর্ত দপ্তর।

বিপর্যয় থেকে শিক্ষা

দুর্যোগ রোধে হ্রদে নজরদারি সিকিমের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : ফিরে দেখা কি শুধুই স্মৃতিরোমন্থনের জন্য, নাকি নতুনের খোঁজে শপথ নেওয়ার? সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের প্রথম বর্ষপূর্তিতে শুক্রবার এই প্রশ্নটাই বারবার ধাক্কা খেল সিকিম-কালিম্পং পাহাড়ে, সমতলে গজলডোবা থেকে মেখলিগঞ্জে।

একবছর আগে ৩ অক্টোবর রাতে অন্যদিনের মতোই ঘুমোতে গিয়েছিল সিকিম-কালিম্পং, নতুন ভোরের অপেক্ষায়। কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই হিমবাহ হ্রদের বিপর্যয়ে ত্রাস হয়ে উঠেছিল তিস্তা। তিস্তার গ্রাসে চলে গিয়েছিল একের পর এক জনপদ, ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বড় অংশ। প্রাণ গিয়েছিল প্রচুর মানুষের। সেনাছাউনি থেকে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, রক্ষা পায়নি বড় বড় ইমারত। পরবর্তী এক বছরে মাথা তোলার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষত মুছে ফেলা যায়নি। বরং সময়ের সঙ্গে অনেক জায়গায় ক্ষতটা দগদগে হয়েছে। যেমন সিকিম পর্যটনের মূল গন্তব্য উত্তর সিকিমের দরজা এক বছর পেরিয়েও বন্ধ, পর্যটকদের জন্য।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ পাহাড়ে নতুন নয়, কিন্তু ৪ অক্টোবর যেন ফিরে না আসে, সেই প্রার্থনা এদিন শোনা গিয়েছে মংগন থেকে তিস্তাবাজার, সিংতাম থেকে সেবকে। চিন্তন ভবন থেকে শুক্রবার অতীত ভুলে ভবিষ্যতের বার্তা দিতে চাইলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। যাঁরা ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা জানান তিনি। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য নানা পরিকল্পনার কথা শোনান। তাঁর বক্তব্য, 'বিপর্যয় রোধে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমে জোর দেওয়া হচ্ছে, যাতে দুর্যোগের ধাক্কা সামলানো যায়। নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে গ্লেসিয়ার লেকগুলিতে।' কমিউনিটি ইনভলভমেন্টের মধ্যে দিয়ে নতুনের খোঁজ পাওয়া সম্ভব, সেটাও তিনি স্পষ্ট করে দেন।

এক বছর আগের সেই ভয়ংকর দিন।

একবছর আগে জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল একাধিক জায়গার সঙ্গে উত্তর সিকিমের লাচেন, লাচুং। একবছর পেরিয়েও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সেভাবে গড়ে ওঠেনি এই দুটি জায়গায়। তাই পর্যটক প্রবেশে অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে পারছে না সিকিম প্রশাসন। মংগন জেলা প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, 'আমরা পর্যটকদের নতুন করে বিপদে ফেলতে চাই না।' গত বছর শয়ে-শয়ে পর্যটকের আটকে থাকা, বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে উদ্ধার, তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন তিনি। ডিকচু, সিংতাম, কালিঝোরা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। একাধিক কেন্দ্র এখনও বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে না।

তিস্তার ছোবলে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। আজও বেহাল সিকিমের লাইফলাইনটি। একটু বৃষ্টি হলেই তিস্তার জলস্ফীতিতে রাস্তা ভাঙছে। ওই সময় নতুন করে রাস্তা তৈরির জন্য পাহাড় কাটতে হয়েছিল। এখন প্রায় দিনই পাহাড় ভেঙে পড়ছে রাস্তায়। দিনের পর দিন বন্ধ থাকছে রাস্তাটি, বর্ষা পেরিয়েও। ধাক্কা খেয়েছে সিকিমের পাশাপাশি কালিম্পংয়ের পর্যটন। ভীতির জেরে এখনও জমাট বাঁধল না পাহাড়ি পুজো-পর্যটন।

বৃষ্টিতে রাত জাগছে তিস্তাপাড়ের বাসিন্দারা। এই তো সেদিন কিছুটা বৃষ্টি হতেই জলস্তর বেড়ে যায় তিস্তার। সেই জল ঢুকে যায় তিস্তাবাজার, মেল্লির বাড়ি বাড়ি। বন্ধ হয়ে পড়ছে পেশক রোড। চমকডাঙ্গির বাসিন্দারা নতুন করে ঘর ছেড়েছে বৃহস্পতিবার। কেন এমন পরিস্থিতি? খোলা চোখের সামনে ভেসে উঠবে জমাট বাঁধা পলির স্তর। নদীর খাত পরিবর্তন। নদী যে আপন বেগে চলে, প্রকৃত উদাহরণ তিস্তা। তাঁদের এমন দুর্দশার জন্য লিলা গুরুং, গোবিন ছেত্রীরা দুষছেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে। তিস্তাবাজারের গোবিন রাইয়ের কথায়, 'এত বড় বিপর্যয় হল, কিন্তু তিস্তায় ড্রেজিংয়ে উদ্যোগ নিল না কোনও সরকার।'

পাহাড় পেরিয়ে সমতলেও এক বছরের ক্ষতচিহ্নটা স্পষ্ট। বাদাম সহ শাকসবজি চাষের জন্য সুনাম ছিল গজলডোবার টাকিমারির। কিন্তু পলির স্তর জমেছে চাষের জমিতেও। একটু বেশি বৃষ্টি হলেই পাড় ছাপিয়ে তিস্তার জলও ঢুকছে। এমন পরিস্থিতিতে বিকল্প রোজগারের পথ ছাড়া কোনও রাস্তা নেই, বললেন টাকিমারির বিকাশ রায়। তাঁর বক্তব্যেও চলে আসে এক বছর আগে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ার দুঃস্বপ্ন।

চোপড়ায় তৃণমূলের কোন্দল প্রকাশ্যে

চোপড়া, ৪ অক্টোবর : চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল বোর্ডের দলীয় কোন্দল প্রকাশ্যে। অভিযোগ, বেশ কয়েকজন সদস্যর প্রতিনিধিদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বোর্ড পরিচালনার চেষ্টা করছেন।

শুক্রবার ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে উপপ্রধানের বাড়িতে বৈঠক বসেছিল। দলনেতা নিখিল রায় নাকি বৈঠক ডাকেন বলে অনেকে জানান। যদিও নিখিলের সাফাই বৈঠকে পুজো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পঞ্চায়েতের ব্যাপারে কোনও কথা ওঠেনি। কিন্তু বৈঠকে উপস্থিত থাকা সদস্যদের সূত্রে খবর, ওই বৈঠকে প্রধানের ভূমিকা ও তাঁর কাজকর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ব্যাপারে উপপ্রধান পিংকি হালদারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর স্বামী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা শ্যামল হালদার বলেন, 'একে ঠিক বৈঠক বলা যাবে না। কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য এসেছিলেন, পুজোর বোনাস নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে নানা টেন্ডার নিয়েও কথা ওঠে।' প্রধানের বিরুদ্ধে এই বৈঠক ঘিরে জল্পনা ছড়িয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'সদস্যদের কোনওকিছু জানার থাকলে সরাসরি বলতে পারতেন। তা না করে তাঁদের একাংশ উপপ্রধানের মাধ্যমে টেন্ডারের খোঁজখবর চাইছেন। সরকারি প্রকল্পের কাজগুলির কমিশন আদায় আমার কাজ নয়।' তাঁর অভিযোগ, 'দলের একাংশ আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাচ্ছে। বিষয়টি দলের হাইকমান্ডের নজরে আনা হচ্ছে।' তৃণমূলের ব্লক কোর কমিটির সদস্য মহম্মদ হানিফ বলেন, 'অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে জনসংযোগ নিয়ে বুথ স্তরে ক্ষোভের অভিযোগ উঠছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

শাবক উদ্ধারে মা

বাগডোগরা, ৪ অক্টোবর : জলাধারের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল বছরখানেকের হস্তীশাবক। প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছুতেই জলাধার থেকে উঠতে পারছিল না। শেষপর্যন্ত মা হাতি এসে নিজেই আধ ঘণ্টার চেষ্টায় সন্তানকে জলাধার থেকে তুলে নিয়ে বনে ফিরে যায়। সামরিক বিভাগ এবং বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটেছে বাগডোগরার অদূরে ব্যাংডুবির সামরিক বিভাগের সিক্সটিন এফএডি-র সংরক্ষিত এলাকায়।

সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত সুরক্ষিত এলাকার মধ্যেই হাতিদের বাসস্থান। এখানে নিরাপত্তার জন্য বেশ কিছু জলাধার করা রয়েছে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা হিসাবে। এই এলাকা দিয়ে যাবার সময় ৩০টি হাতির দলে থাকা শাবকটি জলাধারে পড়ে যায়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সামরিক বিভাগের তরফে বন বিভাগে খবর দেওয়া হয়। বন বিভাগের এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার মানসকান্তি ঘোষ, বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বনকর্মীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছে যান। আর্থমুভার আনা হয়। কিন্তু হাতির দলটি জলাধারের কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকে। রেঞ্জ অফিসার মানসকান্তি ঘোষ বলেন, 'শাবকটিকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফেরানোই আমাদের লক্ষ্য ছিল। সেজন্য আমরা কিছুটা দূরে অপেক্ষা করছিলাম। মা হাতিটি সন্তানের কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছিল না। সে নিজেই সন্তানকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।'

স্বপনের দুঃস্বপ্ন

প্রথম পাতার পর

জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়ের কথায়, 'দল কোনও দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেবে না। প্রশাসনিক স্তরে মুখ্যমন্ত্রী সবটা দেখছেন।' বছরের পর বছর ধরে পুরসভায় লাগামছাড়া অনিয়ম, নানা দুর্নীতির কথা জেনেও কেন চুপ করে ছিল জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে সাধারণ মানুষের মনে। যদিও স্বপনের দাবি, তিনি নির্দোষ। তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার হচ্ছে।

স্বপনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল জেলা পরিষদের তরফেও। জেলা পরিষদের জমি দখল করে বাড়ি তৈরি নিয়ে বিভিন্ন মহলে অভিযোগ জমা হয়েছিল। সরকারি পদ্ধতি মেনে ইজারা পেলেও স্বপন-ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলারের স্বামী এবং সিভিক ভলান্টিয়ারের বাধায় আজ পর্যন্ত জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে থাকা মাল বাটাইগোলা হাট থেকে মাশুল আদায় করতে পারছেন না সরকারি ইজারাদার আরমান হোসেন। পুলিশ, প্রশাসনকে অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি। এক্ষেত্রে কোনও প্রভাবশালী অদৃশ্য শক্তির ইশারায় পদক্ষেপ হচ্ছে না। জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ জেলা পরিষদের সদস্য। বিষয়টি তাঁর অজানা নয়। তারপরও কেন পদক্ষেপ করেননি তিনি সেই প্রশ্ন উঠছে তৃণমূলের অন্দরেই। সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে মহুয়াকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

এই পরিস্থিতিতে স্বপনের দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন ঠিকাদাররা। মাল পুরসভায় বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করেও টাকা না পাওয়া উত্তরবঙ্গ ও কলকাতার জনাদশেক ঠিকাদার বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বৈঠক করেছেন। একসঙ্গে স্বপনের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। স্বপনের দুর্নীতির কথা মেনেও নিয়েছেন ঠিকাদাররা। ইসলামপুরের ঠিকাদার দাইমুল হক জানিয়েছেন, পুরসভার প্যাডে লিখে আবাস যোজনার পঞ্চাশটি ঘর তৈরির জন্য তাঁকে বরাত দিয়েছিলেন স্বপন। সেইমতো কাজ শুরু করেছিলেন দাইমুল। তাঁর বক্তব্য, 'প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা খরচ করে ১১টা ঘর তৈরি করেছি। মাত্র ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে আমাকে। বারবার টাকা চাইলেও টাকা না দেওয়ায় বাকি কাজ করিনি। কাজের জন্য কোনও টেন্ডার হয়নি। কোনও সমস্যা হবে না বলে চেয়ারম্যান গ্যারান্টি দিয়েছিলেন। ফেঁসে যাব বুঝতে পেরে সরে এসেছি। আর সহ্য করব না। আমার মতো অনেক ঠিকাদারের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন স্বপন সাহা। এবার পুলিশে অভিযোগ জানাব।' মুর্শিদাবাদের এক ঠিকাদারের বক্তব্য, 'আমরা যাতে পুলিশে না যাই তার চেষ্টা চালাচ্ছেন স্বপন সাহা।' মাল পুর দুর্নীতির অন্যতম ভাগীদার বেশ কিছু ঠিকাদার। সেই ঠিকাদারদের থানায় যাওয়ার হুমকিতে ঘুম উড়েছে স্বপনের।

নজরদারির বাঁধনে চাপা পড়ে যায়

প্রথম পাতার পর

টিনের চালের ক্লাসরুম। কাঠের উঁচু পাটাতনে বস্তা পেতে বসা। পাটাতনের ধারে বসে শূন্যে পা ঝুলিয়ে চেঁচিয়ে নামতা বলতে বলতে মনে হত মুক্তির মন্দির যেন। অনাবিল সেই আনন্দের ভাগীদার হওয়ার সুযোগ ছিল ৫০-৬০-৭০ বছরের অতীতকালে। মুক্তি সেই আনন্দ ছিল না বলে জীবনের প্রথম স্কুলটায় এক বছরও তিষ্ঠোতে পারিনি। হাইস্কুলের বিল্ডিংয়ে প্রাইমারির মর্নিং ক্লাস হত। চারপাশে উঁচু প্রাচীর।

বাইরে থেকে ভেতরটা দেখা যেত না। ভেতর থেকে বাইরেটা না। পাশে রেললাইন। ট্রেনের হুইসল শুনে প্রাণ আঁকুপাঁকু করত ছুটে যেতে। অথচ দেখতে পর্যন্ত পেতাম না। দমবন্ধ লাগত। মনে হত, জেলখানার কয়েদি আমরা। এই শরতের আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসলে স্কুলকে মনে হত বন্দিশালা। মনে ঝংকৃত হত, রুদ্ধদ্বারে... কেন আছিস ওরে? কতদিন যে স্কুলে না ঢুকে রেললাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতাম!

পরে যতগুলি হাইস্কুলে পড়েছি, সবক'টির সামনে ছিল প্রশস্ত ঘাসজমি। গেটের ওপারে বিরাট সবুজ মাঠ। যখন-তখন ছুটে যাওয়া যায়। ক্লাসরুমে ইয়া বড় বড় জানলা। গরাদ, শিক, নেট ইত্যাদি কোনও বাধার বালাই ছিল না। ইচ্ছে হলে জানলা গলে বেরিয়ে পড়া যেত। টিফিনবেলায় পাশে নদীর চরে কুল কুড়োতে যাওয়া ছিল অ্যাডভেঞ্চার। দূরে গাছের সারি, খোলা হাওয়ার কাশবন, নদীর বাঁকের হাতছানি ছিল নিশির ডাকের মতো।

সুযোগ পেলেই ছুট ছুট ছুট। ততদিনে অপু-দুর্গার যুগ পেরিয়েছে। দৌড়ে আর রেল দেখতে যেতে হয় না। আমাদের বাহন তখন সাইকেল। তাতে চড়ে ছিল বিশ্বজয়ের আনন্দ। না করার কেউ ছিল না। না বাবা-মায়েরা, না মাস্টারমশাই-দিদিমণিরা। শুধু পড়াশোনাটা ঠিকঠাক করলে আর সমস্ত 'বেয়াদপি'তে সাত খুন মাফ। বিপদের ভাবনা মনেই আসত না। কলেজেও তাই। যে কোনও দিক দিয়ে ঢোকা যেত, যে কোনও ঘরে অবাধ বিচরণ ছিল কলেজে।

শরৎ বা শীতে সামনের মাঠে খেলা, আড্ডা, হুটোপাটি। বাঁধনহারা হওয়ার সব আয়োজন প্রকৃতিতে। কলেজে ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে মারামারি তখনও হত। কিন্তু কোনও ছাত্রী সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে শঙ্কিত হতেন না। মারামারির মধ্যে মেয়েদের সেফ প্যাসেজের ব্যবস্থা করে দিতেন ছাত্র নেতারাই। এ সব আমার চোখে দেখা। আর এখন? মুক্তিটাই ভুলে যাচ্ছি। নতুন প্রজন্ম শৈশব থেকে ঘেরাটোপে বাঁধা।

'আপন মনে আমায় থাকতে দে না' গাইতে মানা। স্কুলে তো বটেই, খেলতে যেতে হয় অভিভাবকের নজরদারির মধ্যে। সন্তান যত বড় হয়, তত চোখে চোখে রাখা বাড়ে। বাইরে, অন্দরেও। দেওয়াল ঘেরা চৌহদ্দিতেও সজাগ থাকে সিসিটিভি। নিরাপত্তার শক্ত ঘেরাটোপ। শরতে ডানা মেলে উড়ে বেড়ানোর জো নেই আর। এত বন্ধন কিন্তু আমাদেরই সৃষ্টি। ছেলেমেয়েদের বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি আমরা।

সর্বব্যাপী ভয়ের পরিবেশ চারপাশে। কেন? কার পাপে? পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া অন্য কারও পাপে নিশ্চয়ই নয়। সমাজে দুর্বৃত্তায়ন ঘটিয়ে ভয়, আতঙ্ক, শঙ্কাকে ডেকে এনেছি আমরাই। ভোটের সংকীর্ণ স্বার্থে যাতে মদত দিয়েছে ক্ষমতার কারবার। পরিণাম? পরিণত বয়সেও ছেলেমেয়েদের আগলে রাখতে হয়। তাও শেষরক্ষা হয় না। আরজি কর হয়ে যায়, দেশের রাজধানীর রাস্তায় নির্ভয়ার পরিণতি হয়।

জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতির অন্যতম দাবি হাসপাতালে আরও সিসিটিভি, আরও নিরাপত্তাকর্মী, আরও নজরদারি। তাতে যেন জীবনের সার্বিক সুরক্ষা মিলবে। এই আরও-র শেষ নেই। কারণ, দুর্বৃত্তায়নেরও শেষ নেই। যে দুষ্কৃতীদের হাতে ধরে তৈরি করেছে সমাজ, ক্ষমতার কারবারিরা। যাদের বিষে এখন নীল হয়ে যাচ্ছি আমরা, নবীন প্রজন্ম। উৎসব না বিপ্লব- স্লোগান দিয়ে ভুলে যাচ্ছি শিউলির দিন এসে গিয়েছে। এরপর শিশিরে ভেজা ঘাস, তারপর পাতা ঝরার দিন।

চলে আসছে প্রকৃতির পরতে পরতে নানা রংয়ের সমাহারের সময়। তিস্তা, তোর্ষা, মহানন্দা, আত্রেয়ীতে পাখিদের কলতানের সময়। বাণগড়, শিকারপুরের ভবানী পাঠকের মন্দির, জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের রাজবাড়ি, গোসানিমারির রাজপাটের ইতিহাসে নিজেদের শিকড় চেনার সময়। অথচ জীবনটা বাঁধা পড়ে থাকছে সিসিটিভি, নিরাপত্তারক্ষী, অভিভাবক, সমাজ, রাষ্ট্রের অসহ্য নজরদারিতে। এই শরৎ যেন খোলা হাওয়ায় মুক্তির নয়, নিরাপত্তার বন্ধনের।

অবস্থানে ডাক্তাররা

প্রথম পাতার পর

তার উত্তর জুনিয়ার ডাক্তাররাই দিতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে ওঁরা কী প্রমাণ করতে চাইছেন জানি না।' বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, 'জুনিয়ার ডাক্তাররা কাজে ফেরায় সাধারণ মানুষের লাভ হল। যদিও দাবি না মানা হলে আন্দোলন চলবে।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর ভাষায়, 'মানুষ চাইছে আন্দোলন চলুক, কর্মবিরতি উঠুক। তবে সরকার ওঁদের দাবি না মানলে ফের আন্দোলন হবে।' পুজোর আগে কর্মবিরতি তুলে নেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার তাঁদের পরামর্শ দিয়েছিলেন সিনিয়ার ডাক্তাররা। এরপর রাতে বসে জিবি বৈঠক। ওই পরামর্শকে আবার কটাক্ষ করেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ''উসকানিদাতা সিনিয়ারদের পুজোয় দেশ-বিদেশের টিকিট কাটা। সামলাতে হবে জুনিয়ারদের। নাহলে 'বিশেষ' সমস্যা। তাই বিবেক জাগরিত উপদেশ। কর্মবিরতির বিকল্প ভাব। এতদিন মনে হয়নি?'' প্রায় ১০ ঘণ্টার জিবিতে কর্মবিরতির তীব্র বিরোধিতার সুর ছিল জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশের। টানা কর্মবিরতিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের ভাবমূর্তি জনমানসে খারাপ হচ্ছে বলে তাঁরা সওয়াল করেন। কেউ কেউ জানান, তাঁদের পরিবারও চাইছে না কর্মবিরতি চলুক। কর্মবিরতির বিকল্প হিসেবে তখন আমরণ অনশনের কথা উঠে আসে।

ইজরায়েল টিকবে না : খামেনেই

ইরান নয়, নেতানিয়াহুর অগ্রাধিকার লেবানন

তেল আভিভ ও তেহরান, ৪ অক্টোবর : গাজার গণ্ডি পার করে লেবাননে অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের অনেকে। কেউ কেউ অবশ্য দ্বিমত পোষণ করছেন। তবে চলতি সপ্তাহের শুরুতে ইরান যেভাবে ইজরায়েলের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছিল বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার যে তার জবাব দেবেই সেই ব্যাপারে একমত পর্যবেক্ষক মহল। ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হলেও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করছেন পশ্চিমী কূটনীতিকরা।

এদিকে ইজরায়েলকে বেনজির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই। শুক্রবার তেহরানের এক মসজিদে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে কার্যত ইজরায়েলকে ধ্বংস করার ডাক দিয়েছেন খামেনেই। ৫ বছরের মধ্যে তাঁর প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশে খামেনেই বলেন, 'ইজরায়েল দীর্ঘমেয়াদে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না। ইহুদি আর মার্কিনিরা স্বপ্ন দেখছে। এখানকার মাটি থেকে ইহুদিরা যে উচ্ছেদ হবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।' ইরানি নেতার বক্তব্য, 'ওদের (ইজরায়েল) শিকড় বলে কিছু নেই। সবই ভুয়ো, অস্থায়ী। আমেরিকা সমর্থন করছে বলেই ওরা এখনও টিকে রয়েছে।'

হিজবুল্লার প্রয়াত প্রধান সৈয়দ হাসান নাসরুল্লার কথা উল্লেখ করে খামেনেই বলেন, 'উনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু ওর আদর্শ চিরকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। পতাকা হাতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নাসরুল্লার মৃত্যু আমাদের আরও দৃঢ়চেতা করেছে। এই মৃত্যু বৃথা যাবে না।' লেবানন ও প্যালেস্তাইনে হামলার পরেও

একনজরে

- ৫ বছরে প্রথমবার প্রকাশ্যে খামেনেই
- হিজবুল্লার পাশে ইরান
- ওয়েস্ট ব্যাংকে ইজরায়েলি

বিমান হামলা

- নেতানিয়াহুর পক্ষে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি ধ্বংস করা কঠিন, মত মার্কিন বিশেষজ্ঞের
- ইজরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টায় ইরান

> ওদের (ইজরায়েল) শিকড় বলে কিছু নেই। সবই ভুয়ো, অস্থায়ী। আমেরিকা সমর্থন করছে বলেই ওরা এখনও টিকে রয়েছে।
>
> **আয়াতুল্লা আলি খামেনেই**
> ইরানের সর্বোচ্চ নেতা

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করায় আন্তর্জাতিক মহলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন খামেনেই। ইরানের হুমকির মধ্যেও অবশ্য লেবানন ও গাজায় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। এদিন তারা ওয়েস্ট ব্যাংকেও বোমাবর্ষণ করেছে। সেখানকার একটি শরণার্থী শিবিরে বোমা পড়ে ১৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত মার্কিন বিশেষজ্ঞ ভ্যালি নাসরের মতে, হামলা-পালটা হামলা জারি থাকলে ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আমেরিকাও ইজরায়েলের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ইজরায়েলের পক্ষে ইরানের সামরিক ব্যবস্থা বা পরমাণু কর্মসূচিকে পুরোপুরি ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, 'ইরানের পারমাণবিক পরিকাঠামো খুব সুরক্ষিত। ১৯৮০-র দশকে ইরাকের ওসিরাক কেন্দ্রের চেয়ে তা অনেক বেশি জটিল। ইজরায়েলি হামলা ইরানের কয়েকটি কেন্দ্রের ক্ষতি করতে পারে তবে পরমাণু কর্মসূচি ধ্বংস করতে পারবে না।' নাসরের পর্যবেক্ষণ, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধে নামতে চাইবে না ইজরায়েল। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর লক্ষ্য, গাজা থেকে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করা। এছাড়া লেবাননে অভিযান চালিয়ে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লা গোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে চাইছেন তিনি। এই সময় ইরানের বিরুদ্ধে নতুন ফ্রন্ট খুললে লেবানন থেকে ইজরায়েলি সেনার বড় অংশকে সেখানে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে হিজবুল্লার বিরুদ্ধে নির্ণায়ক জয় পাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন।

নাসর জানান, ইজরায়েলে সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলাকে সাফল্য বলে দাবি করছে ইরান। অন্যদিকে ইজরায়েল বলছে তাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। ইরান জানিয়েছে, নিরীহ ইজরায়েলিদের হত্যা করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা যুদ্ধ শুরু করতে চায় না। ইরান শুধু বোঝাতে চেয়েছে তারা ইচ্ছা করলে ইজরায়েলি ভূখণ্ডে আঘাত হানতে পারে। আয়রন ডোম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ইজরায়েলিদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস রয়েছে তাও ভাঙতে চেয়েছে ইরান।

প্রত্যাবর্তনের হ্যাটট্রিক না পালাবদল

জাঠভূমে হাত-পদ্ম সম্মুখসমর আজ

চণ্ডীগড়, ৪ অক্টোবর : প্রতীক্ষার অবসান। শনিবার হরিয়ানায় সম্মুখসমরে নামছে বিজেপি ও কংগ্রেস। ৯০ আসনের বিধানসভা ভোটযুদ্ধে আরও কয়েকটি দল থাকলেও মূল লড়াইটা হচ্ছে এই দুটি দলের মধ্যেই। মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা, কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দুষ্মন্ত চৌতালা সহ মোট ১০৩১ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন হরিয়ানার ২ কোটিরও বেশি ভোটার। তাঁদের মধ্যে শতায়ু ভোটারের সংখ্যা ৮৮২১ জন।

শনিবার ভোট শুরু হবে সকাল সাতটায়। শেষ হবে সন্ধ্যা ৬টায়। মোট বুথের সংখ্যা ২০,৬৩২। ভোটের সময় যাতে কোনওরকম অশান্তি তৈরি না হয় সেই জন্য বিপুল সংখ্যায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বিজেপির আশা, এবার তারা জয়ের হ্যাটট্রিক করবে। যদিও কংগ্রেস মনে করছে, ভোটপ্রচারেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, জাঠভূমে পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

হরিয়ানার বেকারত্ব, কৃষকদের সমস্যা, অগ্নিবীর যোজনা, মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তার মতো অভিযোগগুলিকে সামনে রেখে এবার সরব হয়েছে কংগ্রেস। সেইসঙ্গে তারা ক্ষমতায় এলে কী কী করা হবে সেই সংক্রান্ত একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। উলটোদিকে বিজেপির প্রচারে উঠে এসেছে কংগ্রেস জমানার দুর্নীতি, স্বজনপোষণের বিষয়গুলি। পরিবারতন্ত্রের অভিযোগও উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবার হরিয়ানায় মাত্র ৪টি নির্বাচনি জনসভা করায় খোঁচা দিয়েছে কংগ্রেস। তাদের দাবি, হার টের পেয়ে হরিয়ানামুখো হতে চাইছেন না মোদি। বৃহস্পতিবার প্রচারের শেষদিনেও হরিয়ানায় আসেননি তিনি। যদিও প্রচারের শেষলগ্নে ঝোড়ো ইনিংস খেলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর নেতৃত্বে সম্প্রতি যে পদযাত্রা হয়েছিল তা নিয়ে হরিয়ানার সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিপুল সাড়া পড়েছে তাতেও উৎসাহ কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে হাত শিবিরের। জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে হরিয়ানার ভোটের ফল প্রকাশিত হবে ৮ অক্টোবর। ২০১৯ সালে বিজেপি জিতেছিল ৪০টি আসন। জেজেপি জিতেছিল ১০টি আসন। তৈরি হয়েছিল জোট সরকার। অপরদিকে কংগ্রেস পেয়েছিল ৩১টি আসন।

এদিকে শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দেন প্রাক্তন বিজেপি নেতা অশোক তানওয়ার। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। বৃহস্পতিবার মহেন্দ্রগড়ে রাহুল গান্ধির জনসভার শেষে তিনি কংগ্রেসে ঘর ওয়াপসি করেন।

নির্বাচনে গুরুদায়িত্ব। ইভিএম মাথায় নিয়ে গন্তব্যের পথে।

'টয়লেট এক ট্যাক্স কথা', হিমাচলে নতুন বিতর্ক

সিমলা, ৪ অক্টোবর : শহরাঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতে টয়লেট বা শৌচাগার পিছু ২৫ টাকা করে কর বসানোর সিদ্ধান্ত ঘিরে শোরগোল পড়েছে হিমাচলপ্রদেশে। আর্থিক ভারে জর্জরিত হিমাচলের কংগ্রেসশাসিত সরকার ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছিল, নিকাশি এবং জলের বিলের একটি অংশ হিসেবে ওই কর আদায় করা হবে। সেই টাকা জলশক্তি বোর্ডকে দেওয়া হবে। কিন্তু বিজেপি বিষয়টি নিয়ে সরব হতেই শুক্রবার পত্রপাঠ ওই সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। তিনি বলেন, 'শৌচাগার পিছু কর চাপানোর যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। হরিয়ানায় ভোট রয়েছে বলে বিজেপি হিন্দু-মুসলিম এবং নিকাশির কথা বলছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।' তবে সুখু মানতে না চাইলেও হিমাচলের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ওমকার শর্মা বলেন, 'ওই বিজ্ঞপ্তিটি ২১ সেপ্টেম্বর জারি করা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু উপমুখ্যমন্ত্রী আপত্তি তোলায় সেদিনই সেটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।'

মুখ্যমন্ত্রীর সাফাই সত্ত্বেও বিজেপি তাঁকে ছেড়ে কথা বলতে নারাজ। হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'যদি এটা সত্যি হয় তাহলে তা বাস্তবিকই অবিশ্বাস্য।' তাঁর কথায়, 'একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বচ্ছতাকে গণ আন্দোলনে পরিণত করছেন আর অন্যদিকে কংগ্রেস শৌচাগারের জন্য মানুষের থেকে কর আদায় করছে। তারা নিজেদের আমলে শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে পারেনি। এমন ধরনের পদক্ষেপ দেশের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক।'

সুখু সরকার আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে বলেও তোপ দেগেছে বিজেপি। আগে রাজ্য কোষাগারের হাঁড়ির হাল সামলাতে বেতন ও ভাতা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সুখু সরকার। তখনও একপ্রস্থ বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, ১০০ টাকা করে ওয়াটার চার্জ নেওয়ার ব্যাপারে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল সুখু সরকার। তার মধ্যে ২৫ টাকা শৌচাগার কর বাবদ নেওয়া হবে। কিন্তু এদিন বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'জলের সংযোগ বাবদ প্রতিটি বাড়ি থেকে ১০০ টাকা করে নিচ্ছি।'

তরুণীকে গণধর্ষণ, ধৃত ১

পুনে, ৪ অক্টোবর : সঙ্গীর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এক তরুণীকে তিন ব্যক্তি গণধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। পুলিশ এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। গুরুতর আহত তরুণী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুনের বোপদেবঘাট অঞ্চলে। তিন ব্যক্তি নিজেদের সমাজকর্মী বলে পরিচয় দিয়ে তরুণী ও তাঁর সঙ্গীকে প্রথমে তাদের গাড়িতে উঠতে বলে। কিছু দূরে গিয়ে চলে ধর্ষণ। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বাংলো ছাড়লেন কেজরিওয়াল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি আগেই ছেড়েছিলেন। এবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনটিও খালি করে দিলেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ ৬ ফ্ল্যাগস্টাফ রোডের আবাস ছাড়েন তিনি। কেজরির সঙ্গে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন তাঁর বাবা-মা, স্ত্রী এবং সন্তানরা। শুক্রবার থেকে আপ সুপ্রিমোর নতুন ঠিকানা লুটিয়েন দিল্লির ফিরোজ শাহ রোডের পাঁচ নম্বর বাংলো।

অবশেষে পাকিস্তানে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : দিনকয়েক পরেই জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে। তারপরেই পাকিস্তান সফরে যাবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ১৫-১৬ অক্টোবর ইসলামাবাদে সাংহাই সহযোগিতা পরিষদ (এসসিও)-এর শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'পাকিস্তানে হতে চলা এসসিও বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।'

২০১৫-র ডিসেম্বরে পাকিস্তান হয়ে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। তারপর আর কোনও ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী পাক সফরে যাননি। ২০১৬-য় উরিতে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী হামলার পর দু-দেশের সম্পর্কে ব্যাপক টানাপোড়েন শুরু হয়। তবে ওই বছর অগাস্টে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং পাকিস্তানে সার্ক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। ২০১৮-য় কর্তারপুর করিডরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সেদেশে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরপ্রীত কৌর বাদল এবং হরদীপ সিং পুরী। কেউই কোনও পাক মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেননি।

গত একদশকে প্রথমবার একজন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রীর পাকিস্তান সফর নিয়ে স্বাভাবিকভাবে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। জয়শংকরের আসন্ন সফরকে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বরফ গলার ইঙ্গিত বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, আসন্ন এসসিও বৈঠক আয়োজনের দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তবে মোদির পরিবর্তে এবার এসসিও-তে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন জয়শংকর।

ভারত, চিন, রাশিয়া, পাকিস্তান, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তানকে নিয়ে গঠিত হয়েছে এসসিও। বর্তমানে গোষ্ঠীর সভাপতি পদে রয়েছে পাকিস্তান। সেই সূত্রেই এসসিও শীর্ষ বৈঠকের দায়িত্ব পেয়েছে তারা। তবে ভারত যে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে পাকিস্তানের ওপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টির নীতি থেকে সরে আসেনি, এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে বিদেশমন্ত্রীর যোগদান সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

লাড্ডু বিতর্কে সিট গঠনের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর : তিরুপতির প্রসাদি লাড্ডু বিতর্কে শুক্রবার একটি নিরপেক্ষ সিট বা বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সিবিআইয়ের ডিরেক্টরের তদারকিতে সিট তার তদন্তপ্রক্রিয়া সারবে। বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথানের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বলেছে, কোটি কোটি মানুষের আবেগের কথা ভেবে আমরা ঠিক করেছি রাজ্য পুলিশ, সিবিআই এবং এফএসএসএআইয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি নিরপেক্ষ সিট গঠন করে তদন্ত করাতে হবে। শীর্ষ আদালত বলেছে, ওই সিটে সিবিআইয়ের দুজন, অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশের দুজন এবং এফএসএসএআইয়ের একজন পদস্থ আধিকারিক থাকবেন। বিচারপতিরা বলেছেন, খাবার পরীক্ষা করার জন্য এফএসএসএআই সর্বাধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শীর্ষ সংস্থা। বিচারপতি গাভাই বলেন, আমরা চাই না, এই বিতর্ক যেন কোনওভাবেই রাজনৈতিক নাটকে পরিণত হোক। একটি নিরপেক্ষ সংস্থা থাকলে বিশ্বাসটাও টিকে থাকবে।

বাহিনীর অভিযানে নিকেশ ৩০ মাওবাদী

রায়পুর, ৪ অক্টোবর : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র হুঁশিয়ারি কার্যকর করার লক্ষ্যে মাওবাদীদের ঝাড়েমূলে নিকেশ করতে বিভিন্ন জায়গায় নেমে পড়েছে নিরাপত্তাবাহিনী। বড়সড়ো সাফল্য পেল ছত্তিশগড়ের পুলিশ ও আধাসেনা। শুক্রবার মাওবাদীদের সঙ্গে তাদের লড়াইয়ে অন্ততপক্ষে ৩০ মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ঘটনাস্থল ছত্তিশগড়-মহারাষ্ট্র সীমানায় বস্তার অঞ্চল।

ছত্তিশগড়

পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, গত ১৬ এপ্রিলের পর মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এত বড় সাফল্য মেলেনি। সেদিন কাঙ্কেরে ২৯জন মাওবাদী নিকেশ হয়েছিল।

মাওবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর লড়াই এদিন চলেছে নারায়ণপুর-দান্তেয়ারার আবুজমাদে। মহারাষ্ট্র ও ছত্তিশগড় সীমানায় আবুজমাদ। এখানকার ৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। ব্রিটিশ আমল থেকেই এই জায়গা 'অজানা পাহাড়' নামে পরিচিত। মাওবাদীদের লুকিয়ে থাকার বিস্তর সুবিধে রয়েছে। স্বভাবতই এই অঞ্চলকে মাওবাদীদের ডেন বলা যেতে পারে।

সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, দুপুর থেকে অভিযানের শুরু। তবে দু'তরফের জোর লড়াই হলেও নিরাপত্তাবাহিনীর একজনেরও ক্ষতি হয়নি। মৃত মাওবাদীদের কাছ থেকে একে ৪৭, এসএলআর সহ প্রচুর অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। দান্তেওয়াড়ার এসপি গৌরব রাই জানিয়েছেন, মাওবাদীরা আবুজমাদের দক্ষিণে থুলথুলি ও গেবড়ি গ্রাম সন্নিহিত জঙ্গলে রয়েছে। তাদের নিকেশ করাই লক্ষ্য। তিনি জানিয়েছেন, শনিবারের মধ্যে মৃত মাওবাদীদের চিহ্নিত করে তাদের পরিচয় জানার কাজ শেষ হয়ে যাবে।

প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অল আউট অভিযানে চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ১৬৮ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২৬ সালে ভারত মাওবাদী মুক্ত হবে। ভবিষ্যৎ বলবে তা কতটা হবে।

ঝাঁপ দিয়ে প্রতিবাদ ডেপুটি স্পিকারের

মুম্বই, ৪ অক্টোবর : ট্রাপিজের খেলা নয়, রীতিমতো প্রতিবাদ। শুক্রবার আচমকাই মহারাষ্ট্রের সচিবালয় ভবনের চারতলা থেকে ঝাঁপ দিলেন ওই রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার তথা এনসিপি বিধায়ক নরহরি সীতারাম জিরওয়াল সহ আরও কয়েকজন আদিবাসী বিধায়ক। তবে নিরাপত্তা জাল থাকায় অল্পের জন্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান তাঁরা।

ডেপুটি স্পিকার জিরওয়ালের সঙ্গে এদিন আরও যাঁরা ঝাঁপ দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত সাভরা, বিধায়ক কিরণ লাহামতে, হিরামন খোসকার এবং রাজেশ পাতিল। পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করার পর সচিবালয়ের সামনে ধর্নায় বসেন প্রতিবাদী বিধায়করা।

রাজ্যের ধাঙড় গোষ্ঠীকে তপশিলি জনজাতি (এসটি)-র অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা এবং সরকারি চাকরিতে আদিবাসীদের নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন ডেপুটি স্পিকার ও তাঁর সঙ্গীরা। স্লোগান দিতে দিতে হঠাৎই তাঁরা সচিবালয়ের চারতলা থেকে ঝাঁপ দেন। তবে সকলেই জালে আটকে যান। কারও তেমন আঘাত লাগেনি। পুলিশ চারজনকেই নিরাপদে জাল থেকে উদ্ধার করে। ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা রুখতে ২০১৮ সালেই সচিবালয় চত্বরে জাল লাগানো হয়।

মূলত পশ্চিম মহারাষ্ট্র এবং মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে ধাঙড় গোষ্ঠীর বসবাস। কয়েক বছর ধরেই তাঁরা সরকারের কাছে তপশিলি জনজাতির তকমা চেয়ে আন্দোলন চালাচ্ছেন। গত মাসে ধাঙড় গোষ্ঠীর এক নেতা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, দাবি পূরণ না হলে তাঁদেরও শিন্ডেকে প্রয়োজন নেই। চলতি বছরের শেষেই মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এই ঘটনা নিয়ে আলোড়ন পড়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

বিয়ের তারিখে শুভেচ্ছা পোস্ট মিশেল-ওবামার

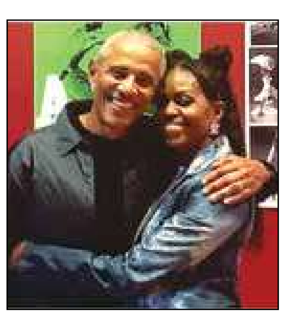

ওয়াশিংটন, ৪ অক্টোবর : ৩২ বছরের বিবাহিত জীবন। বৃহস্পতিবার ছিল বিয়ের শুভ বার্ষিকী। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিলেন বারাক ও মিশেল ওবামা। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা মিশে থাকে পরস্পরের আচার, ব্যবহার ও কাজে। ভালোবাসার সুখ অন্তরে। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রী বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পোস্ট দিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। স্ত্রীকে শেয়ার করে ওবামা লিখেছেন, 'শুভ বিবাহবার্ষিকী। ৩২ বছর আমরা একসঙ্গে। ভালো সঙ্গী পেয়েছি। বন্ধুও।' পোস্টে মিশেলের লেখায় রয়েছে দাম্পত্যের মধুরতা। উষ্ণতাও। মিশেল লিখেছেন, 'আমাদের জীবন কাজে ভরা। সব সময় পাশে থাকার জন্য আর আমাকে হাসানোর উপায় খুঁজে বার করার জন্য ওঁকে ধন্যবাদ।' ১৯৯২ সালের ৩ অক্টোবর দাম্পত্যের গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন তাঁরা। মালিয়া ও সাশা তাঁদের দুই কন্যা।

যৌবন ফেরানো নিয়েও প্রতারণা

কানপুর, ৪ অক্টোবর : কল্পবিজ্ঞানের গল্পে টাইম মেশিনে চড়ে অতীত থেকে ভবিষ্যতে চরে বেড়ানো যায়। এবার সেই টাইম মেশিনের স্বপ্ন ফেরি করে প্রতারণার অভিযোগ। উত্তরপ্রদেশের কানপুরের ঘটনা। অভিযোগ, টাইম মেশিনের সাহায্যে 'অক্সিজেন থেরাপি'র মাধ্যমে বয়স কমিয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন এক দম্পতি। সব মিলিয়ে প্রতারণার অঙ্ক ৩৫ কোটি টাকার বেশি। অভিযুক্ত রাজীবকুমার দুবে ও তাঁর স্ত্রী রশ্মি দুবে গা-ঢাকা দিয়েছেন। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, কানপুরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে রিভাইভাল ওয়ার্ল্ড নামে থেরাপি সেন্টার খুলেছিলেন ওই দম্পতি। সেখানে ইজরায়েলে তৈরি টাইম মেশিনের সাহায্যে বয়স কমিয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে কয়েকডজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কাছ থেকে ৩৫ কোটি টাকা তুলেছিলেন তাঁরা। আশ্বাস দিয়েছিলেন ৬০ বছরের বৃদ্ধ টাইম মেশিনের সাহায্যে কয়েকমাসের মধ্যে ২৫ বছরের তরুণে পরিণত হবেন। কিন্তু টাকা পাওয়ার পর থেকে খোঁজ নেই দুবে দম্পতির।

এখনও পর্যন্ত ২৫ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন। তবে অনেকেই

৩৫ কোটি জলে

প্রকাশ্যে আসতে চাইছেন না। প্রতারিতের মোট সংখ্যা শতাধিক বলে রেণু সিং নামে এক অভিযোগকারিণীর দাবি। বয়স কমাতে ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা প্রতারক দম্পতিকে দিয়েছিলেন রেণু। রাজীব ও রশ্মির দেশ ছেড়ে পালানো ঠেকাতে বিমানবন্দরগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে।

হেলেনে বিপর্যস্ত ক্যারোলিনা, মৃত ২১৫

ওয়াশিংটন, ৪ অক্টোবর : ঘূর্ণিঝড় হেলেনের তাণ্ডবে তছনছ আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা প্রদেশ। ২০০৫ সালে ক্যাটরিনার পর গত দু'দশকে এমন বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় দেখেনি মার্কিন মুলুক।

হেলেনের ধাক্কায় বিপর্যস্ত সে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা। উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা ছাড়াও জর্জিয়া, ফ্লোরিডা, টেনেসি এবং ভার্জিনিয়ায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ২১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ মানুষের সংখ্যাও কম নয়। তবে সেই সংক্রান্ত স্পষ্ট পরিসংখ্যান এখনও পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসনের কাছে নেই। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে লাখো মানুষকে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় কাটাতে হচ্ছে। জ্বালানি সংকটে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বহু রাস্তাঘাটে ধস নামায় পরিবহণ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত।

বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ফ্লোরিডার কেটন বিচে দুর্যোগপীড়িত এলাকা পরিদর্শন করার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বলেন।

এই অবস্থায় উত্তর ক্যারোলিনার প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় বন্যাপ্লাবিত নদী পেরিয়ে কাদামাটির ধ্বংসস্তূপ থেকে জলবন্দি মানুষকে উদ্ধারের কাজ চলছে। একইসঙ্গে নিখোঁজদের উদ্ধারে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীরা। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার দরুন উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

হেপাজতে পার্থরা

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অয়ন শীলকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। শুক্রবার তাঁরা ভার্চুয়ালি শুনানিতে অংশ নেন।

গ্রেপ্তার ২

বাঁশদ্রোণীতে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় পে লোডার চালক শম্ভু রাম ও মালিক বিশ্বকর্মা শর্মাকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৫ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনার দিন চালককে পালাতে সাহায্য করেছিল মালিক।

বৈঠকে মুখ্যসচিব

শুক্রবার নবান্নে টাস্ক ফোর্স ও ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করে সুফল বাংলা স্টলে কোন সবজির দাম কত হবে তা বেঁধে দিলেন মুখ্যসচিব মনোজকুমার পন্থ।

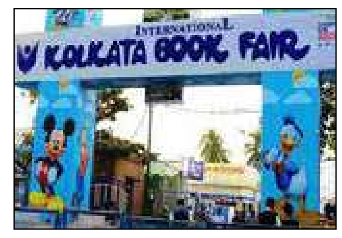

বইমেলা ২৮শে

২০২৫-এর ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। দিনক্ষণ ঘোষণা করল পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড।

অর্জুনের বাড়িতে বোমাবাজি

দুষ্কৃতীদের এনআইএ মামলায় জড়াতে চান শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ফের ব্যারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের ওপর হামলা চালাল দুষ্কৃতীরা। ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ভাটপাড়া সংলগ্ন এলাকায়। এই ঘটনায় অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়ে হামলার জন্য জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম ও ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিককে নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট ও জগদ্দল থানার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে মামলা করতে চলেছেন অর্জুন।

শুক্রবার সকালে অর্জুনের ভাটপাড়ার বাড়ি শ্রমিক ভবনে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। রীতিমতো ইট, বোমা নিয়ে হামলা চালায় তারা। দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতে আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন অর্জুন। তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা নমিত সিং-এর নেতৃত্বে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে। হামলার সময় নিজের বাড়িতেই ছিলেন অর্জুন। তিনি বলেন, 'বাইরে গোলমালের আওয়াজ শুনে নীচে নেমে আসি আমি। সেই সময়ে দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার স্প্লিন্টারে আহত হই।'

ঘটনার পরেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলেন অর্জুন। অর্জুনের ওপর হামলার একটি ভিডিও ফুটেজ দিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন শুভেন্দু। অর্জুনের ওপর আক্রমণের নিন্দা করে পাশে থাকার বার্তা দেন কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য। বিকালে এই ঘটনার একটি ছবি দেখিয়ে শুভেন্দু দাবি করেছেন, ২৮ অগাস্ট নবান্ন অভিযানে পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে বিজেপির ডাকা বনধের দিন বিজেপি নেতা প্রিয়াংকু পান্ডের ওপর যারা হামলা করেছিল, এদিন অর্জুনের বাড়িতে হামলাকারীদের মধ্যে তারাও ছিল। সম্প্রতি ওই ঘটনায় তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছে এনআইএ। এদিনের ঘটনার পর এনআইএ-র কাছে দ্রুত তদন্ত শুরু ও দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি করেছেন শুভেন্দু। হামলার ভিডিও ফুটেজে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার ছবিকে হাতিয়ার করে শুভেন্দু বলেন, 'এই হামলার জন্য ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। জগদ্দল থানা ও ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে মামলা করবেন অর্জুন।' যদিও অভিযোগ উড়িয়ে বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের দাবি, অর্জুন নিজেই নিজের পায়ে গুলি মেরেছে। ওর লোকেদের পিছন থেকে ছোড়া বোমায় আহত হতে পারে অর্জুন। শ্যামের মতে, আসলে পায়ের তলায় মাটি সরে যাওয়ায় কখনও নমিত সিং, কখনও আমার ঘাড়ে দায় চাপাতে চাইছেন অর্জুন।

ঘটনাক্রম

- শুক্রবার অর্জুনের ভাটপাড়ার বাড়ি শ্রমিক ভবনে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী
- ইট, বোমা নিয়ে হামলা চালায় তারা
- দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতে আহত হয়েছেন বলে দাবি অর্জুনের
- স্থানীয় তৃণমূল নেতা নমিত সিংয়ের নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা এই হামলা চালিয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ

বনেদি বাড়িতে ছবির প্রদর্শনী

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের বিখ্যাত বনেদি বাড়ি হরকুটির। শ্রী রামকৃষ্ণদেবের পদধূলিধন্য এই প্রাচীন বাড়িতে প্রায় ৩০০ বছর ধরে মা দুর্গার পুজো হয়। এবারে সেই হরকুটিরে দেখা যাবে পুজো এবং ফোটোগ্রাফির অসাধারণ মেলবন্ধন।

উত্তর কলকাতার প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে ৫০টি সাদাকালো ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে কলকাতার উইন্ডো ফোটোগ্রাফি স্কুল। স্কুলের সদস্য এবং শিক্ষকদের তোলা ছবির এই প্রদর্শনীতে ৬টি বিভাগের ছবি দেখতে পাওয়া যাবে- গঙ্গা, বাড়িঘর, মানুষজন, যানবাহন, দেবদেবী ও রাস্তাঘাটের ছবি।

প্রদর্শনীটির উদ্বোধন হয়েছে মহালয়ার দিন। এই প্রদর্শনী চলবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত, সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা। একইসঙ্গে বনেদি বাড়ির পুজো দেখা এবং ছবি প্রদর্শনীর আনন্দ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে উইন্ডো ফোটোগ্রাফি স্কুল এবং হরকুটির কর্তৃপক্ষ।

রোজভ্যালির আমানত ফেরানো শুরু

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : আদালতের নির্দেশ মেনে রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরানো হল। প্রথম দফায় ৭,৩৪৬ জন বিনিয়োগকারীকে ১০,২০০ টাকা করে অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। আগামীদিনেও বাকিরা তাঁদের অর্থ ফেরত পাবেন বলে জানিয়ে দিয়েছে ইডি। টাকা ফেরত চেয়ে মোট ২৮ লক্ষ ১০ হাজার ৭১৪টি আবেদন জমা পড়েছিল। কিন্তু স্ক্রুটিনির পর অনেক আবেদন বাতিল করে দেওয়া হয়। এরপরই ৭,৩৪৬ জনকে প্রথম পর্যায়ে টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। রোজভ্যালি চিটফান্ডের টাকা ইডিকে ফেরানোর নির্দেশ আগেই দিয়েছিল এমপিএমএলএ আদালত। রোজভ্যালির প্রায় ১১.১৯ কোটি টাকার ১৪টি ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটিকে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো ডিসপোজাল কমিটি ওই টাকা ফেরত দেওয়া শুরু করল।

বিপাকে বিনীত

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : পদে থাকাকালীন আরজি করের নির্যাতিতার নাম প্রকাশ করেছিলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় রাজ্যের আইনজীবীকে নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ দিল।

পঙ্কজকে না

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিক পঙ্কজ দত্তের রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চ।

৭৫ বর্ষপূর্তি

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ৭ অক্টোবর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা পাঠক্রমের ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত (দে) জানান, ১৯৫০ সালে ওই দিনটিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় ২ বছরের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্বোধন হয়।

হাজিরা

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় খাদ্য দপ্তরের আরও দুই আধিকারিক নথি নিয়ে শুক্রবার হাজিরা দিলেন সিজিও কমপ্লেক্সে। এর আগে খাদ্য ভবনের তিনজন আধিকারিক নথি সহ সিজিওতে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিলেন।

সম্মান রক্ষায়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : আরজি করের ঘটনায় শহরে যখন নারী নিরাপত্তার বিষয়টি প্রশ্নের মুখে পড়েছে, তখন এক তরুণী আইনজীবীকে হেনস্তার ঘটনায় সেই বিতর্ক আরও উসকে উঠেছে। নিজের সম্মান ও পরিচয় রক্ষা করতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই তরুণী আইনজীবী।

ট্যাবের টাকা

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ট্যাব বাবদ ১০ হাজার টাকা করে শুক্রবার থেকে দেওয়া শুরু হল। প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই টাকা পাঠানো হচ্ছে।

আগমন এবং আক্রমণ

সারা বাংলা যখন উৎসবে মেতেছে, তখন পুলিশের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালেন ডাক্তাররা। শুক্রবার নদিয়া ও কলকাতার ছবি। - পিটিআই এবং আবির চৌধুরী

৩ দিনের সিবিআই হেপাজতে আশিস

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : আরজি করে হাউস স্টাফ নিয়োগের জন্য কাটমানি নিতেন সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ আশিস পান্ডে। আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত আশিসের বিরুদ্ধে আদালতে বিস্ফোরক অভিযোগ করল সিবিআই। সিনিয়ার ডাক্তারদের হুমকি দিতেন সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ আরজি করের টিএমসিপি ইউনিটের সভাপতি। জুনিয়ার চিকিৎসক ও ইন্টার্নদেরও হুমকি দিতেন তিনি। শুক্রবার আশিসকে আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ করে সিবিআই। তাঁকে ৩ দিনের সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সিবিআইয়ের দাবি, আর্থিক দুর্নীতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন আশিস। সিনিয়ার চিকিৎসকদের প্রত্যন্ত এলাকায় বদলির হুমকি দিতেন। তাঁর মোবাইল ফোন সহ ৭টি জিনিস ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে আরজি করের হাউস স্টাফ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই চিকিৎসক সন্দীপ ঘোষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে জানায় সিবিআই। তারপর বিচারক তাঁর সিবিআই হেপাজতের আবেদন মঞ্জুর করেন।

এদিন আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে জেল হেপাজতের মেয়াদ শেষে শিয়ালদা আদালতে পেশ করা হয়। সিবিআই আদালতে দাবি করে, তথ্যপ্রমাণ লোপাট করে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সন্দীপ ও অভিজিৎ। মূল ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। এদিন আরজি করের ঘটনায় টালা থানার এক মহিলা সহ ৪ পুলিশ আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই।

তৃণমূল নেতা-কর্মীদের নির্দেশ

পুজোয় প্রধান কাজ জনসংযোগই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : পুজোর সময় জনসংযোগই মূল কাজ। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল দলের নেতা, মন্ত্রী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি ও পদাধিকারীদের এই বার্তা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই কাজ কে কত ভালোভাবে করতে পারলেন তার 'পারফরমেন্স রিপোর্টও' পুজোর পর দেখবে দল। শুক্রবার দলীয় সূত্রের খবর, রিপোর্টের ওপর মূল্যায়নের কাজও করবে দল। এর ওপর দলের অনেকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। মূল্যায়নের কাজে দলের পরামর্শদাতা আইপ্যাকের লোকেদের সুপারিশও গুরুত্ব পাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করেই দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই রিপোর্টের ওপর মূল্যায়নে আইপ্যাকের ভূমিকার বিষয়টি সংযোজন করেছেন।

তৃণমূলের খবর, শিক্ষা দুর্নীতি দিয়ে শুরু। তারপর খাদ্য ও র‍্যাশন দুর্নীতি এবং শেষে আরজি করের নারকীয় খুন-ধর্ষণের ঘটনা ও দুর্নীতির একের পর এক অভিযোগে দলের ভাবমূর্তি জনমানসে অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, এইসব ঘটনার জেরে তৃণমূলের নেতা থেকে কর্মী অনেকটাই ব্যাকফুটে। বিরোধীদের পালটা প্রচারে দলের নেতা-কর্মী তো বটেই, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং রাস্তায় নামলেও তেমন সুবিধা হয়নি দলের। পরপর ধাক্কায় দলের ভাবমূর্তি যতটা ঘা খেয়েছে তা পুনরুদ্ধারে দলের জনসংযোগের ভিত নতুন করে শক্তিশালী করা দরকার বলে দলনেত্রী মনে করছেন। এতে অভিষেকেরও সায় মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রী দলের এই জনসংযোগ বাড়ানোর উপযুক্ত সময় হিসেবে পুজোর সময়টাকেই বেছে নিয়েছেন। সেইমতো নির্দেশও দিয়েছেন দলের সবাইকে।

জানা গিয়েছে, দলের লোকেদের পুজোর সময় জনসংযোগে নামিয়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখতে চান মমতা ও অভিষেক। পুজোর সময় নিজ নিজ এলাকায় থেকে দলের সর্বস্তরের সবাই এই কাজে কে কতটা সময় দিচ্ছেন, কীভাবে পুজোর সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কর্মসূচি নিচ্ছেন তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দলের সংগ্রহে রাখতে চান তাঁরা। এই জনসংযোগের প্রভাব জনমানসে কতটা সাফল্য পেল তার মূল্যায়নও করতে চান তাঁরা।

দল ও সরকারকে এই অস্থির অবস্থা থেকে বের করে আনতে নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়করা কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছেন দল তার একটা সার্বিক মূল্যায়ন এভাবে করতে চাইছে। সামনে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোট। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ করতে চায় তৃণমূল।

কর্মবিরতিতে কোর্টের হস্তক্ষেপ নয়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : জুনিয়ার চিকিৎসকদের কর্মবিরতির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় দ্রুত শুনানির আর্জিতে সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। পুজোর ছুটির অবকাশকালীন বেঞ্চে আবেদন জানানোর পরামর্শ দিল

প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চ। একটি বেসরকারি সংস্থার অধিকর্তা এই মামলা দায়ের করেন।

তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে পূর্ণ কর্মবিরতি চলছে। এর ফলে আদালত অবমাননা করা হচ্ছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রভাব পড়ছে। বিনা চিকিৎসায় অনেকের মৃত্যু হচ্ছে। তাই এই মামলার দ্রুত শুনানি হোক। কিন্তু পুজোর আগে জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতি নিয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট।

বিক্ষোভ মোকাবিলায় তৈরি পুলিশ

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : পুজোর মধ্যে আরজি কর ইস্যুতে বিক্ষোভের আশঙ্কার আঁচ আগেই করেছিল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ। এবার সেই আশঙ্কার কথা মাথায় নিয়ে পরিস্থিতি সামলানোর জন্য সম্পূর্ণ তৈরি থাকছে কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা সাংবাদিকদের কাছে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, পুলিশ এই ব্যাপারে তৈরি থাকছে। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কলকাতা পুলিশের তরফে এদিন পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয়। এবছর পুজোয় রেকর্ড সংখ্যক পুলিশ নামাতে চলেছে লালবাজার। পুজোয় যাতে কোনওপ্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রুখতে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় শহর কলকাতাকে মুড়ে ফেলা হবে বলে জানান কলকাতা পুলিশ কমিশনার। ট্রাফিক ব্যবস্থার ওপর বিশেষ নজর রাখা হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে ড্রোনেরও ব্যবস্থা থাকছে। বড় পুজোমণ্ডপের বাইরে ও ভিতরে কনস্টেবল পদমর্যাদার পুলিশকর্মীরা থাকবেন।

এবছর ২,৯০৫টি পুজোয় পুলিশের অনুমতি রয়েছে। এর মধ্যে জনপ্রিয় পুজোর সংখ্যা ২৪৮। মণ্ডপগুলিতে যাতে কোনওভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে ১৮ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ১০৪ জন ইনস্পেকটর পদমর্যাদার আধিকারিক, ৫৫০ জন সার্জেন্ট ও সাব-ইনস্পেকটর, ৫৪০০ জন অস্থায়ী হোমগার্ড, ৩৬০০ জন কনস্টেবল মোতায়েন থাকবে। মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে যে কোনও সমস্যায় সাহায্য চাওয়া যাবে। প্রতিটি থানার সঙ্গে দুটি করে হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াডের বিশেষ ইউনিটকে যুক্ত রাখা হবে। যাতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হলেই স্কোয়াডের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাহিনী তা মোকাবিলা করতে পারে। পুজোমণ্ডপগুলিতে নিরাপত্তারক্ষীও থাকছে।

পুজোর আগে রাস্তা সারাইয়ের আশা নেই

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : রাজ্যের প্রায় সর্বত্র রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কিন্তু গত বছরের মতো এবারও পুজোর আগে রাস্তা মেরামত হচ্ছে না। খানাখন্দে ভরা রাস্তাতেই সাধারণ মানুষকে ঠাকুর দেখতে বেরোতে হবে। কিছু জায়গায় অবস্থা এমন, সেখানে লরি করে মণ্ডপে ঠাকুর আনা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। প্রতিমা ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কাও করছেন অনেকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে উদ্যোক্তারা নিজেরাই মাটি ফেলে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যদিও নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্যার কারণে অনেক জায়গায় রাস্তা সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছে। কোথাও কোথাও কালভার্টও ভেঙে গিয়েছে। কোন জেলায় কী পরিস্থিতি, তা নিয়ে সোমবারের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাঠাতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় রাস্তা মেরামতির কাজ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন।

রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'বন্যা পরিস্থিতির জন্য রাস্তার অবস্থা খারাপ হয়েছে। বর্ষাকালে রাস্তা মেরামত করা যায় না। তাও আমরা কিছু রাস্তা মেরামতির টেন্ডার করে রেখেছিলাম। সেগুলির কাজ বৃষ্টি কিছুটা কমতেই শুরু হয়েছে। কিন্তু বন্যা পরিস্থিতির কারণে যে রাস্তাগুলি আরও খারাপ হয়েছে, সেগুলি দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জেলা শাসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পরই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হবে।'

বারাসতের ৪-এর পল্লি দুর্গোৎসব কমিটি প্রতিবছর বড় বাজেটের পুজো করে। কিন্তু তার সামনের রাস্তা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাওয়ায় ঠাকুর দেখতে আসা লোকজন তো সমস্যায় পড়বেনই, মণ্ডপে ঠাকুর ঢোকানো ও বিসর্জনের জন্য তা বের করাও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। পুজো কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা রাহুল নাগ বলেন, 'মহালয়ার দিন আমরা ঠাকুর নিয়ে এসেছি। প্রতিমার যাতে কোনও খুঁত না হয়, তার জন্য রাস্তার গর্তগুলি আমরা মাটি দিয়ে ভরিয়েছিলাম। কিন্তু বৃষ্টির জন্য সেটাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই ঠাকুর দেখতে আসা লোকজন সমস্যায় পড়বেন।' হাওড়ার আমতার ভাটোরায় বেশ কয়েকটি সর্বজনীন পুজো হয়। কিন্তু এবারের বন্যা পরিস্থিতির কারণে সেখানে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। একটি পুজো কমিটির উদ্যোক্তা স্নেহাশিস পাল বলেন, 'এমনিতেই জল জমে রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। তারপর দীর্ঘদিন মেরামত হয়নি। আমাদের নিত্য যাতায়াত করতেই সমস্যা হচ্ছে।'

অর্থ কমিশনের বরাদ্দই সার

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর ছুটি শুরু হওয়ার আগেই রাস্তা মেরামতির টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে পূর্ত দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া জলের পাইপলাইন বসানোর জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর যে রাস্তাগুলি খুঁড়েছিল, সেগুলি তাদেরই মেরামত করতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতো জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর কাজ শুরুও করেছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, 'বর্ষার জন্য আমরা কাজ শুরু করতে পারছিলাম না। বৃষ্টি একটু কমতেই যেখানে খোঁড়া হয়েছিল, সেখানে তাপ্পি দেওয়া শুরু হয়েছে।'

অভিনব দুর্গা।। কলকাতা এয়ারপোর্টের হলিডে ইন এবং উডল্যান্ড হসপিটালের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দুর্গাপুজোর এবার অষ্টম বর্ষ। রাজারহাটের এই পুজোর এবছরের বিশেষ আকর্ষণ চকোলেটের তৈরি দুর্গা, যার আবরণ উন্মোচন হল শুক্রবার। এদিনের অনুষ্ঠানে কলকাতার আইএইচএম-এর অধ্যক্ষ রাজা সাধুখাঁ, সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে ছিলেন বি মুখোপাধ্যায়, উডল্যান্ড হসপিটালের তরফে সন্দীপন কর্মকার, রিত বসু, কলকাতা এয়ারপোর্টের হলিডে ইন-এর কর্ণধার শ্রেয়ানস জৈন ও জেনারেল ম্যানেজার শান্তনু গুহ রায়, সেলেব্রিটি শেফ রঙ্গন নিয়োগী। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হোপ ফাউন্ডেশনের ছেলেমেয়েরাও উপস্থিত ছিলেন। তথ্য ও ছবি : আবির চৌধুরী

অপেক্ষার
৪ দিন

আমার শহর

উত্তর মাল্লাগুড়ি জাতীয় শক্তিসংঘ ও পাঠাগারের পুজোর উদ্বোধনের পর মণ্ডপ দেখতে দর্শনার্থীরা। শুক্রবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

উৎসবে লড়াই নয়, আনন্দের আবাহন

সোনার দেশে সোনায় মোড়া মণ্ডপ দেখে আপনার ঘোর লাগতে পারে। তবে রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যদের কাছে ওটা গা-সওয়া। ওঁরা বিগ বাজেটের পুজো দেখে অভ্যস্ত। অরবিন্দপল্লির বাসিন্দাদেরও পুজোর বৈভবের লড়াই নাপসন্দ। প্রতিযোগীর জন্যও ওঁদের উদ্বেগ আর আবেগ থাকে, লিখেছেন তমালিকা দে

মা আসছেন

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : রথখোলা ও অরবিন্দপল্লি এলাকায় পুজো উদ্যোক্তাদের ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। পাড়ায় পাড়ায় পুজোর লড়াই নয়, বরং এক মণ্ডপ থেকে আরেক মণ্ডপ ঘুরে পুজোর কয়েকটা দিন আনন্দ করাই এখানকার বাসিন্দাদের পছন্দের। প্রতি বছরই থিমের নতুনত্ব দর্শকদের নজর কাড়ে। চলতি বছরও বিশেষ চমক রয়েছে মণ্ডপে।

সারা বছর নানা সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকেন রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা। ৫৯তম বর্ষে তাঁদের এবারের বিশেষ আকর্ষণ 'সুবর্ণ ভূমি'। মেদিনীপুরের শিল্পীদের হাতে তৈরি হচ্ছে নারকেলের দড়ি দিয়ে বিশাল মণ্ডপসজ্জা। শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলোর মধ্যে এই পুজো অন্যতম। জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে মণ্ডপসজ্জার। প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা বাজেটের এই পুজোর মণ্ডপসজ্জা দেখে রাতে মনে হবে যেন সোনায় মোড়া কোনও প্যান্ডেল। পুজো কমিটির সদস্য সোনা চক্রবর্তী, সুভাষ ভাওয়াল, অশোক হাজরা সকাল থেকে মণ্ডপের কাজ ঘুরে ঘুরে দেখছেন। সোনা বলেন, 'নবীন ও প্রবীণ সবাই মিলেই পুজোর দিনগুলো আনন্দ করে থাকি। এমনকি পাশের পাড়া থেকেও পরিচিতরা ফোন করে পুজোর প্রস্তুতি কেমন চলছে তার খোঁজ নেন।'

অন্যদিকে, সুবর্ণ জয়ন্তীতে পা দিল অরবিন্দ ইন্টার ইউনিয়ন। ৪জি, ৫জি মোবাইল টাওয়ারের জন্য কীভাবে পাখির জীবন বিপন্ন হয়ে উঠছে তা নিয়েই তাঁদের এবারের পুজোর থিম। পুজো কমিটির সহকারী সম্পাদক সুজিত দত্ত বলেন, 'পুজোর দিনগুলোতে পাড়ার সবাই একসঙ্গে সময় কাটাই। খিচুড়ি ভোগপ্রসাদ খেতে অন্য পুজোর উদ্যোক্তারাও আসেন।' ৫০তম বর্ষে 'মোদের প্রাণ গাছের দান' থিমে দর্শকদের আকর্ষণ করবে রথখোলা নবীন সংঘ। সবুজায়নের বার্তা দিয়ে এলাকায় একশোটি চারাগাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির সম্পাদক জয়দীপ দাস জানান, যেভাবে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে তাই সবুজায়নের বার্তা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। এলাকার সবাই মিলে একসঙ্গে পুজোর দিনগুলো আনন্দ করে থাকি।

রথখোলা স্পোর্টিংয়ে সোনার দেশের মণ্ডপসজ্জা। ছবি : তপন দাস

সোনা ও জীবন

- রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাবের ৫৯তম বর্ষে বিশেষ আকর্ষণ 'সুবর্ণ ভূমি'
- মেদিনীপুরের শিল্পীদের হাতে তৈরি হচ্ছে নারকেলের দড়ি দিয়ে মণ্ডপসজ্জা
- ৩৫ লক্ষ টাকা বাজেটের এই পুজোর মণ্ডপ দেখে মনে হবে যেন সোনায় মোড়া
- অরবিন্দ ইন্টার ইউনিয়নের পুজোর থিমে গুরুত্ব পেয়েছে পাখির বিপন্ন জীবন

অরবিন্দপল্লির পুজোর নামের তালিকায় অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোর নাম আসে। সারা বছর ধরেই ক্লাবের উদ্যোগে বিভিন্ন রকমের সমাজসেবামূলক কর্মসূচি করা হয়। পরিবেশবান্ধব জিনিস দিয়ে মণ্ডপসজ্জায় ৬৩তম বর্ষের পুজোর থিম 'মাটির ঘরে মা'। পুজো কমিটির সম্পাদক উৎপল দাস জানান, পুজোর দিনগুলো এলাকার সবাই মিলে আনন্দ করে, আড্ডা মেরে সময় কাটাই। এলাকার পাশাপাশি আশপাশের ওয়ার্ডের অনেক মানুষ খিচুড়ি খেতে আসেন। আয়োজন ছোট হলেও নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করে থাকে ভারতী সেবক সংঘ।

একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার কোন ওলড়াই নেই তা পুজোর উদ্যোক্তাদের কথায় বোঝা যায়। এখন শুধুই উদ্বোধনের জন্য অপেক্ষা।

কার্নিভাল নিয়ে বৈঠক মেয়রের

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : যে পুজো কমিটিগুলি এবারের কার্নিভালে অংশ নেবে সেই পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে শুক্রবার বৈঠক করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। কোন ক্লাবকে কখন আসতে হবে, কীভাবে লাইনআপ করতে হবে, কারা আগে থাকবে, কারা শেষের দিকে থাকবে সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিলিগুড়ি পুরনিগম সূত্রে খবর, মিনিট টু মিনিট শিডিউল দিয়ে দেওয়া হবে ক্লাবগুলিকে। প্রতিটি পুজো কমিটির প্রদর্শনীর মাঝে অন্তত পাঁচ মিনিট করে বিরতি থাকবে। সেই জায়গায় পুরনিগমের তরফে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এনিয়ে মেয়রের বক্তব্য, 'সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান শেষ করতে একাধিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। সকলকে শিডিউল দিয়ে দেওয়া হবে।'

অক্টোবরের ১৪ তারিখ শিলিগুড়িতে পুজো কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছে। সেইমতো ক্লাবগুলির সঙ্গে কথা বলেছে পুরনিগম। এবছর ১৩টি পুজো কমিটি এই কার্নিভালে অংশ নেবে বলে জানানো হয়েছে। তাছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরেরও একটি ট্যাবলো এই কার্নিভালে থাকবে। কার্নিভালে প্রথম স্থানাধিকারীকে ৭৫ হাজার টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে ৬০ হাজার টাকা এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : প্রতারণার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে শুক্রবার গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বিমান অধিকারী। সে কুমারগঞ্জের বাসিন্দা। সুব্রত অধিকারী নামের এক ব্যক্তি সম্প্রতি বিমানের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। সুব্রত জানিয়েছেন, একটি চার চাকা গাড়ি কেনার পর তিনি বিমানকে সেই গাড়ি চালানোর জন্য দেন। তাঁদের মধ্যে চুক্তি হয় গাড়ি চালানোর দরুন বিমান প্রত্যেক মাসে ১৫,০০০ টাকা করে সুব্রতকে দেবে। পাশাপাশি গাড়ির লোনের কিস্তি শোধ করবে বিমান। কিন্তু বিমান কোনও টাকায় দেয়নি এবং লোনের টাকাও শোধ করেনি বলে অভিযোগ। অভিযোগ পাওয়ার পরই বিমানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালত ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

দুঃস্থদের পাশে মিশন

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : রামকৃষ্ণ মিশন শিলিগুড়ি শাখার তরফে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হল। শুক্রবার শিলিগুড়ির সেবক রোডের সেবক হাউসে একটি ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে শাড়ি, বিস্কুট এবং খাবারের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। দেবীপক্ষ উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল বলে আশ্রমের তরফে জানানো হয়েছে।

উদ্বোধনেই ভিড় টানল তিন পুজো

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : বিকেল গড়িয়ে তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা। মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গাপুজো কমিটির সদস্যরা আবেগে ভাসছেন। এমন সময়ই মণ্ডপের আলো জ্বলে উঠতেই নিজেদের আটকে রাখতে পারেনি তিয়াসা দাস, অনিকেত রায়রা। দর্শনার্থীদের জন্য মণ্ডপে ঢোকার রাস্তা বন্ধ থাকলেও তারা মণ্ডপের সামনের একপাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। মণ্ডপ দেখে তখন বছর পনেরোর তিয়াশারা আবেগে আপ্লুত। দেদারে চলল সেলফি। তারমধ্যেই চলল দেবী মাকে প্রণাম।

আবেগকে আটকে রাখতে পারেননি বছর ষাটের প্রতিমা রায়ও। মণ্ডপে আলো দেখতে এসেছিলেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। বললেন, 'মা দুর্গার অপেক্ষা তো সারাবছর থাকে। মাকে দেখার সুযোগ পেলাম। আর কী ছাড়া যায়। শুক্রবার ভার্চুয়াল উদ্বোধনের দ্বিতীয় পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী শহর শিলিগুড়ির তিনটে পুজো উদ্বোধন করলেন। সেন্ট্রাল কলোনির পাশাপাশি ম্যানস রোভার ক্লাব ও উত্তর মাল্লাগুড়ি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির উদ্বোধন হয়। আর এই উদ্বোধনকে কেন্দ্র করেই এদিন যেন কার্যত ঢাকে কাঠি পড়ে গেল শহরের পুজোয়। পরিস্থিতি বুঝে এদিন রাতেই শহরে সাইকেলে চড়ে আইসিকে নজরদারি করতে দেখা যায়।

মণ্ডপের কাজ বাকি থাকলেও এদিনই উত্তর মাল্লাগুড়ি সর্বজনীনের পুজোয় ভিড় জমালেন দর্শনার্থীরা। যা দেখে কার্যত অবাক হয়ে গিয়েছেন ওই ক্লাবের সম্পাদক অভিজিৎ কর্মকার। তিনি বলছিলেন, 'এখনও আমাদের মণ্ডপের কিছু কাজ বাকি রয়েছে। প্রতিমাও আনা হয়নি। তবে এটা ভালো লাগল, আজকে উদ্বোধন হচ্ছে শুনেই দর্শনার্থীরা চলে এসেছিলেন।'

মহালয়ার পর থেকে দর্শনার্থীদের ঢল নামার 'কালচার'-টাও শহর শিলিগুড়িতে শুরু হতে থাকায় খুশি অভিজিৎ। বলেন, 'এটা নিশ্চয়ই ভালো দিক।' তবে ঢল নামার সঙ্গে যানজটেও যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সে বিষয়টা খোদ নজরে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন দার্জিলিং জেলার পুজোগুলো উদ্বোধন করার সময় শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'দেখে রেখো পুরো ট্রাফিকটা।' সঙ্গে তিনি ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের প্রশংসা করে বলেন, 'ভালো করছে ওই ছেলেটা। বিশ্বচাঁদ ঠাকুর।'

উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই ব্যস্ততা নজরে পড়েছে ম্যানস রোভার ক্লাবে। ক্লাব কমিটির সম্পাদক চন্দ্রিকা দাস গোস্বামী বলেন, 'প্রথমে শুনেছিলাম যে ছয় তারিখ উদ্বোধন হবে। তবে গতকাল আইসি এসে জানালেন আজ হবে। তাই আমাদের প্রস্তুতিটাও বেড়ে গেল।' তবে এদিনের পুজো উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে যে কোথাও শহরে পুজোর আভাস, সেটা স্পষ্ট। এদিন উদ্বোধন হওয়া প্রতিটি মণ্ডপেই দর্শনার্থী নজরে পড়েছে। উত্তর মাল্লাগুড়ি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির মাঠেও এদিন নজরে পড়েছে ভিড়। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদ্যুৎ রায় এদিন তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মাঠে হাজির হয়েছিলেন। তাঁর মনে কিছুটা আশঙ্কা, 'আবহাওয়া কেমন থাকবে, সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। তাই এখনই কিছু মণ্ডপ দেখে নিচ্ছি।' আর এসবের মধ্যে আনন্দের হইহুল্লোড়, সেলফি হবে না, তা কি হয়? সেন্ট্রাল কলোনির দুর্গামণ্ডপে ঢোকার আনন্দে তাই হইহুল্লোড়ে মেতে উঠেছিল একদল কিশোরী। যা শুনে একটু 'আস্তে' কথা বলারও অনুরোধ করলেন মণ্ডপের বাকি থাকা কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা। বন্ধুদের সঙ্গে সেলফি তোলার মধ্যেই ঐন্দ্রিলাকে বলতে শোনা গেল, 'সেলফি-র এই তো শুরু। এখনও যে অনেক ঘোরা বাকি।'

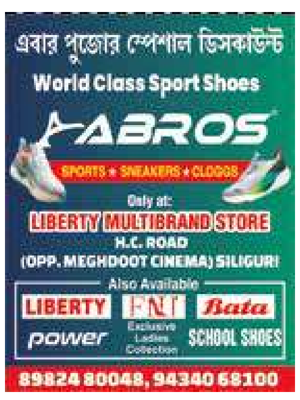

কর্মকর্তারা খুশি

- দ্বিতীয় পর্যায়ে শুক্রবার শিলিগুড়ির তিনটি পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী
- সেন্ট্রাল কলোনির সঙ্গে ম্যানস রোভার ক্লাব ও উত্তর মাল্লাগুড়ির পুজোর উদ্বোধন
- এই উদ্বোধনকে কেন্দ্র করেই এদিন কার্যত ঢাকে কাঠি পড়ে শহরের পুজোয়
- ষষ্ঠীর আগে দর্শনার্থীদের ঢল দেখে খুশি বিভিন্ন পুজো কমিটির কর্তারা

নার্সিংহোমের সঙ্গে বৈঠক

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : কলেজপাড়ার একটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে ডেকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসার কথা বললেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। পাশাপাশি আরও বেশ কিছু বিষয়ে নজর রাখতে বলা হয় তাদের। কয়েকদিন আগে এই নার্সিংহোমে এক বৃদ্ধার চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা ৩ নম্বর বরো চেয়ারম্যান মিলি সিনহার নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে নালিশ ঠুকেছিলেন। সেদিন ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি অভিযোগ তুলে সরব হন কাউন্সিলার।

সেই ইস্যুতে শুক্রবার বৈঠক ডেকেছিলেন মেয়র গৌতম দেব। বৈঠকে সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমের কর্ণধার শিখা বসু, ৩ নম্বর বরো চেয়ারম্যান, তৃণমূল নেতা বেদব্রত দত্ত সহ অন্যরা অংশ নেন। বেদব্রত নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে কয়েকবছর ধরে রোগী এবং পরিজনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন। তাছাড়া পার্কিং সমস্যা, রাস্তায় যানবাহন দাঁড় করিয়ে যানজট সৃষ্টি সহ আরও বেশ কিছু অব্যবস্থার কথা তোলা হয়।

মিলির কথায়, 'আগে এই নার্সিংহোমের পরিবেশ অনেক ভালো ছিল। তবে দিন-দিন অমানবিক হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ওয়ার্ডে এটা মেনে নেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রী বারবার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে জোর দিচ্ছেন। অথচ দুঃস্থ মানুষ স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে এলে নার্সিংহোম নিতে চাইছে না। ফলে আমাদের কথা শুনতে হচ্ছে।' এরপরে মেয়র বলেন, 'স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিতে হবে। রাস্তা দখল করে গাড়ি দাঁড় করিয়ে না রেখে নার্সিংহোমে আসা রোগী এবং পরিজনদের জন্য পৃথক পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।'

উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : নবনির্মিত ২ নম্বর বরো অফিসের উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। শুক্রবার ডেপুটি মেয়র সহ অন্য কাউন্সিলারদের উপস্থিতিতে নবনির্মিত এই ভবনের উদ্বোধন করেন মেয়র। আশ্রমপাড়ায় কিরণচন্দ্র ভবনে এই নতুন বরো অফিস তৈরি করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকেই এই ভবনে কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানা গিয়েছে।

ডান্ডিয়া

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : নবরাত্রি উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হল ডান্ডিয়া। লায়ন্স ক্লাব গো গ্রেটার, লায়ন্স ক্লাব পাঞ্জাবিপাড়া ও হিলকার্ট রোডের একটি বেসরকারি হোটেলের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নাচ, গান, খাওয়াদাওয়ার মধ্যে দিয়ে জমে ওঠে এদিনের অনুষ্ঠান।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৪ অক্টোবর : প্রধাননগর থানার কাছে রেগুলেটেড মার্কেট সংলগ্ন আগাছা ভর্তি নালা থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয় শুক্রবার বিকেলে। এদিন স্থানীয় একজন দেহটি দেখতে পান। এরপর পুলিশ পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

রান্নার গ্যাসে ভোগান্তি চরমে ইসলামপুরে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ অক্টোবর : পুজোর মুখে হেঁশেলে টান। বুক করার ১৫ দিন পরও রান্নার গ্যাস অমিল ইসলামপুরে, যা নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। গ্যাস ডিলার সন্তোষ বসু গ্রাহকদের এই ভোগান্তির জন্য পর্যাপ্ত সিলিন্ডার সরবরাহ না হওয়াকে দায়ী করেছেন। এলপিজি'র সিকিম ও উত্তরবঙ্গের ডিভিশনাল হেড রাজীব রঞ্জন গ্রাহকদের ভোগান্তির জন্য ডিলারের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছেন। রাজীব বলেছেন, 'সরবরাহে কোনও সমস্যা নেই। এটা ডিলারের সমস্যা। প্রকৃত কারণ আপনি আমাদের সেলস ফিল্ড অফিসারের কাছে জেনে নিন।' যদিও এলপিজি'র সেলসের ফিল্ড অফিসার রোহন কুমার এই মর্মে স্পষ্ট করে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

প্রায় পাঁচ মাস ধরে ইসলামপুরে রান্নার গ্যাস নিয়ে গ্রাহকরা হয়রানির মুখে পড়ছেন। শুক্রবার শহরের জেলখানা মোড়ে গ্যাসের দোকানের সামনে লম্বা লাইন দুটি মূল রাস্তা কার্যত রুদ্ধ করে রেখেছিল। লাইনে দাঁড়ানো শহরের শান্তিনগরের বাসিন্দা কুন্দন চৌরাসিয়া বললেন, '১৫ দিন হল গ্যাস বুক করেছি। সেই বুকিং বাতিল বলে মেসেজ এসেছে। নতুন করে বুক করার পর সিলিন্ডার ডেলিভারি করতে আরও সাত দিন সময় লাগবে বলে এসএমএস দিয়েছে। ঠাট্টা চলছে নাকি আমাদের নিয়ে?'

লোকনাথ কলোনির বাসিন্দা শংকর ভট্টাচার্যর মন্তব্য, 'লাইনে দাঁড়িয়ে দু'দিন কেটে গেলেও লাভ হয়নি। ২৫ সেপ্টেম্বর গ্যাস বুক করেছিলাম। আজও পাইনি।' পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন কেশবচন্দ্র দাস। তিনি ক্ষোভ উগরে বলে ওঠেন, 'এলপিজি'র আধিকারিক থেকে শুরু করে ডিলার গ্রাহকদের মানুষ বলে মনে করলে এই পরিস্থিতি হত না। ২৭ সেপ্টেম্বর গ্যাস বুক করেছিলাম। রোজ দোকানে ঘুরপাক খাচ্ছি। কিন্তু সিলিন্ডার পাচ্ছি না।'

দাড়িভিট সংলগ্ন সোনামতি এলাকার হীরালাল সিংহর কথায়, 'আমাদের যন্ত্রণা দেখার কেউ নেই। রোজ ১০ কিলোমিটার দূর থেকে দোকানে আসছি ও ঘুরে যাচ্ছি। উৎসবের মুখে আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে কর্তৃপক্ষ।'

ডিলার সন্তোষের যুক্তি, 'কয়েক মাস ধরে প্রয়োজনের তুলনায় গ্যাস সিলিন্ডারের সরবরাহের সমস্যা রয়েছে। পুজোর মুখে এই সংকট প্রবল হয়েছে। আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আশা করি দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক হবে।'

মহমেডানের বিপক্ষে তিন পয়েন্ট লক্ষ্য বাগানের

শুরু থেকে জেমি, এলেন ফ্লোরেন্ট

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের তরফ থেকে এদিন সামাজিক মাধ্যমে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ও আন্দ্রেই চেরনিশভের ছবি দিয়ে সমর্থকদের উসকে দেওয়া হয়েছে 'প্রেডিক্ট দ্য স্কোর,' বলে।

নীচের মন্তব্যের জায়গায় দুই তরফে অন্যান্য নানা বিষয়ে গোলযোগ বেঁধে গেলেও একটা ব্যাপারে বেশ মিল। বেশিরভাগ সমর্থকই কেন যেন ম্যাচটা ড্র হতে পারে বলে মনে করছেন। শতাব্দী প্রাচীন দুই ক্লাবের সমর্থকদের গরিষ্ঠ অংশ সম্ভবত মনে করছেন, ঝুঁকিহীন ফুটবল খেলবে তাঁদের দল। কর্তাদের মধ্যে আবার সাদা-কালোর বেলাল আহমেদ খান যদিও বা, 'আমরা তো আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজেদের দমে আইএসএল খেলছি, ওরা তো মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট' বলে খানিক হাওয়া গরম করলেও মোহনবাগানে সব স্পিকটি নট। কারণ তাদের হেভিওয়েট দল এখনও মাঠে খাবি না খেলেও চাপেই আছে। এই অবস্থায় যদি ফের হারে দল তাহলে তাঁকেও যে স্পেনের বিমান ধরতে হতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা এদিন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বেশ কয়েকবার মোলিনা শুনলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। মোলিনা হেসে উড়িয়ে দিলেও জেসন কামিংস একটু বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'এখানে সমর্থকরা তাড়াতাড়ি অধৈর্য হন। মরশুম তো এখনও অনেক বাকি।'

কামিংসের মতো ধৈর্য সমর্থকদের নেই। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে হারতে হলে নিশ্চিতভাবেই শনিবারের বারবেলায় উত্তাল হবে সবুজ-মেরুন গ্যালারি। তাই একমাত্র লক্ষ্য যে তিন পয়েন্ট সেটা বলতে দ্বিধা করেন না মোলিনা, 'ওরা প্রথম তিন ম্যাচে সত্যিই খুব ভাল খেলছে। তবে আমাদের তিন পয়েন্ট পেতেই হবে এই ম্যাচে। ছেলেদের পরিশ্রমে আমি খুশি। আরও খুশি হব তিন পয়েন্ট পেলে।' তিনি নিজেও জানেন, তাঁর দলে ডিফেন্সের হাল তো খারাপই কিন্তু যাঁদের উপর ভরসা ছিল সেই আক্রমণভাগই মূলত ডোবাচ্ছে দলকে। কামিংস-দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা গোলের সামনে একেবারে সাদামাটা। একমাত্র গ্রেগ স্টুয়ার্টের মধ্যেই খানিক চেষ্টা আছে। সম্ভবত সেই কারণেই মরশুমের প্রথম ডার্বিতে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে দুই বিদেশি ডিফেন্ডার আলবার্তো রডরিগেজ ও টম আলড্রেডকে নামাচ্ছেন বলেই সামনে প্রথম থেকে নামাতে চলেছেন জেমি ম্যাকলারেনকে। স্টুয়ার্ট-দিমি-কামিংসকে হয়তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলাবেন। আশিক কুরুনিয়ন ফিট হয়ে গেলেও বাগানের অনুশীলনেই পরিষ্কার, মনবীর সিংয়ের সমস্যা আছে। তবু দুইজনকেই হয়তো ১৮ জনের দলে দেখা যাবে সাহাল আব্দুল সামাদ না থাকায়।

ডুরান্ড কাপ ছাড়া সম্প্রতি মহমেডান খুব একটা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলেনি। তবু চেরনিশভ বলে গেলেন, 'ওরা বড় দল, অনেক নামী-দামি ফুটবলার দলে। এইরকম একটা দলের বিরুদ্ধে যখন খেলবে তখন যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি হতে হবে। আসল হল নিজেদের উপর আস্থা। ওদের শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, ম্যাচ ৫০-৫০।' আত্মবিশ্বাসী হওয়ার অন্যতম কারণ, শেষ ম্যাচে চেন্নাইয়ান এফসি-কে তাদের মাঠে গিয়ে বধ করে আসা। অ্যালেক্সিস গোমেজ সহ প্রায় সবারই ফর্মে থাকা। সেখানে সদ্য বেঙ্গালুরুতে গিয়ে ৩ গোলের লজ্জা নিয়ে ফিরেছেন কামিন্সরা। সাবধানী চেরনিশভ তবু বললেন, 'ওই জয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কিন্তু হেরে যাওয়ায় মোহনবাগান বাড়তি তাগিদ দেখাবে, বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।' তাঁর দলে এদিনই যোগ দিয়েছেন নতুন ডিফেন্ডার ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের। খেলবেন কিনা তা পরিষ্কার নয়।

সমর্থকরা যাই বলুন না কেন, দুই দলই যে খানিকটা মরিয়া চেষ্টা করবে, তার আভাস থাকছেই। এখন দেখা শেষ হাসি কারা হাসতে পারে!

আপফ্রন্টে ছাপ রাখতে তৈরি হচ্ছেন জেমি ম্যাকলারেন।

অ্যালেক্সিস গোমেজ, মিরজালোল কাশিমভের ভরসায় স্বপ্ন দেখছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ছবি : ডি মণ্ডল

আত্মবিশ্বাসই মূলধন মহমেডানের

চাপমুক্ত থাকতে চায় সবুজ-মেরুন

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ অক্টোবর : মেগা ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগে দুই শিবিরের ছবিটা একটুও বদলাল না। পাশাপাশি দুই মাঠে অনুশীলন করলেও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট আর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মাঝে মাইলখানেকের দূরত্বটা যেন থেকেই গেল।

মোহনবাগানের মুখোমুখি হওয়ার আগে ফুরফুরে মেজাজে মহমেডান শিবির। সেটাই স্বাভাবিক। মহমেডানের অনুশীলন তখন সবে শেষ হয়েছে। একে একে ফুটবলাররা মাঠ ছাড়ছেন। আন্দ্রেই চেরনিশভের দলের গেম মেকার মিরজালোল কাশিমভ সমর্থকদের ভালোবাসা গায়ে মেখে টিম বাসে উঠে গেলেন। একই ছবি দেখা গেল অ্যালেক্সিস গোমেজ, কার্লোস ফ্র্যাঙ্কা, অমরজিৎ সিং কিয়ামদের মাঠ ছাড়ার সময়ও। তার আগে অনুশীলনের সময় মাঠের ধারে উপস্থিত জনা পঞ্চাশেক সাদা-কালো সমর্থক বেশ কয়েকবার স্লোগান তুললেন, জান জান মহমেডান। দিল দিল মহেমডান। তাতেই আরও খানিকটা উজ্জীবিত মহমেডানের ফুটবালাররা। এই টুকরো টুকরো ছবিগুলোই বলে দিচ্ছে মহমেডান শিবিরের ছবিটা।

উলটোদিকে মোহনবাগান শিবিরের পরিবেশ বেশ গুরুগম্ভীর। সমর্থকদের মধ্যে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। তবুও ফুটবলারদের তাতাতে উপস্থিত হয়েছিলেন একঝাঁক সমর্থক। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা মাঠ ছাড়ার সময় সবুজ-মেরুন জনতার কাতর আর্জি, মহমেডানকে হারাতেই হবে। স্প্যানিশ কোচ যদিও মুখে কিছু বললেন না। ফুটবলারদের চোখেমুখেও চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। এসবের মাঝেও জেসন কামিংস যেন অন্য দ্বীপের বাসিন্দা। চলতি মরশুমে মাঠে এখনও তাঁকে চেনা ছন্দে দেখা যায়নি ঠিকই। তবে মাঠের বাইরে একইরকম আছেন কামিংস। মহমেডান ম্যাচের আগে তাঁর মুখে সেই চেনা হাসি।

আইএসএলে আজ
জামশেদপুর এফসি বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি
সময় : বিকেল ৫টা
স্থান : জামশেদপুর
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী, কলকাতা
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ ও জিও সিনেমায়

গতবার ভারতে আসার পর মানিয়ে নিতে বেশ খানিকটা সময় নিয়েছিলেন কামিংস। তবে আইএসএলে ১২টা গোল করে গোল মেশিনের তকমা আদায় করে নেন। এবার সেই ফর্মের ধারেকাছেও নেই তিনি। কামিংস যদিও একেবারেই চিন্তিত নন। সাংবাদিক বৈঠকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, 'নতুন কোচ, নতুন ফুটবলারদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগছে।' নিজে গোল না পাওয়া নিয়েও চিন্তিত নন এই অজি ফুটবলার। বলেছেন, 'জানি আমাদের নিয়ে অনেক প্রত্যাশা আছে। আমি তো প্রতি ম্যাচেই গোল করতে চাই। কিন্তু বাস্তবে তো তা সম্ভব নয়। তবে আমার বিশ্বাস আমরা ছন্দে ফিরে যাব। এটা সময়ের অপেক্ষা।' একই সঙ্গে দলের গোল হজমের রোগ সারাতে হবে বলেও মনে করেন কামিংস। প্রতিপক্ষ মহমেডানকে নিয়েও সমীহের সুর অজি ফুটবলারের গলায়। বলেছেন, 'আইএসএলে এটা ওদের প্রথম মরশুম। স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি উদ্দীপনা কাজ করছে। ওদের থামানোই আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য।'

সাংবাদিক বৈঠকে আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গেল মহমেডান ফুটবলার আদিঙ্গার মুখেও। তিনি বলেন, 'আমরা প্রস্তুত। কঠিন পরিশ্রম করেছি। মোহনবাগানের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে তৈরি।' সবুজ-মেরুনকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে নারাজ সাদা-কালোর বাকি ফুটবলাররাও। বাগানের তারকাখচিত আক্রমণভাগে থামতে বদ্ধপরিকর ভানলালজুইডিকা চাকচুয়াক, গৌরব বোরারা। গত মরশুমের আই লিগ থেকে ধারাবাহিকভাবে নজর কাড়ছেন মহমেডানের গোলরক্ষক পদম ছেত্রী। ডার্বির ২৪ ঘণ্টা আগে তিনিও প্রতিপক্ষ শিবিরের উদ্দেশ্যে রীতিমতো হুংকার ছুড়ে দিয়ে বলেন বলেন, 'আমি মোহনবাগানের আক্রমণের থেকে দ্বিগুণ শক্তিশালী।' অন্যদিকে জয়ের ধারা বজায় রেখে আরও একবার তিন পয়েন্ট ঘরে তুলতে মরিয়া সাদা-কালো শিবির।

আইএসএলে

আজ দুই ভারতীয় কোচের লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর : পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল সবসময় ভয়ংকর।

ময়দানের বহুল প্রচলিত প্রবাদ। সেটা কি আরও একবার প্রমাণ করবেন বিনো জর্জের ছেলেরা। সবধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচ হেরেছে লাল-হলুদ। এখান থেকে পিছোনোর আর কোনও জায়গা নেই তাদের। ঘুরে দাঁড়াতে গেলে ম্যাচ জিততে হবে ক্লেইটন সিলভাদের। তাই জামশেদপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও 'হোম ম্যাচ' মনে করে ছেলেদের খেলতে নামার কথা বলছেন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ বিনো জর্জ। আসলে জামশেদপুরে প্রচুর বাঙালি রয়েছেন। তার ওপর কলকাতা ও জামশেদপুরের দূরত্ব কম হওয়ায় প্রচুর লাল-হলুদ সমর্থক শনিবার খেলা দেখতে জামশেদপুরে উপস্থিত থাকবেন। এই বিষয়টিও মাথায় রয়েছে বিনোর। তিনি বলেছেন, 'জামশেদপুর আমাদের ঘরের মাঠ। কলকাতা থেকে দূরত্বও খুব বেশি নয়। তাই প্রচুর সমর্থক মাঠে থাকবেন। এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পেতেই হবে।'

আইএসএলে প্রথম তিন ম্যাচে পরাজিত হয়েছে লাল-হলুদ। হারার কারণ হিসেবে বিনো বলেছেন, 'ছোট ছোট ভুলের জন্য আমাদের তিনটি ম্যাচ হারতে হয়েছে। অনুশীলনে ছেলেদের সেই ভুল শুধরে দিয়েছি। ওদের ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমরা নিজেদের খেলার স্টাইলে কোনও পরিবর্তন আনব না।' আসলে লাল-হলুদের রিজার্ভ দল নিয়ে দারুণ সাফল্য পেয়েছেন বিনো। তাই আইএসএলের আগেও তাঁকে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে।

গোলে দেবজিৎ মজুমদারের ওপরেই ভরসা রাখছেন বিনো। রক্ষণে হেক্টর ইউস্তে-আনোয়ার আলি জুটি খেলবেন। যদিও আনোয়ারের পারফরমেন্স নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। তবে বিনো অবশ্য আনোয়ারকে ঘিরেই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন। দলে সাইডব্যাক নিয়ে মরশুমের শুরু থেকেই সমস্যা রয়েছে। শনিবার দুই সাইডব্যাকে হয়তো প্রভাত লাকড়া ও লালচুংনুঙ্গাকে দেখা যেতে পারে। মাঝমাঠে সাউল ক্রেসপো-সৌভিক চক্রবর্তী-মাদিহ তালাল শুরু করতে পারেন। আপফ্রন্টে নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিংয়ের সঙ্গে অভিজ্ঞ ক্লেইটন।

অতীতে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে একবার জোড়া গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে জিতিয়েছিলেন ক্লেইটন। সেই প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেছেন, 'পুরোনো কথা মনে করলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। শনিবার কঠিন ম্যাচ হলেও ৩ পয়েন্ট পাওয়াই লক্ষ্য।'

শনিবার দুই ভারতীয় কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই দেখতে মুখিয়ে রয়েছে ফুটবল মহল। একদা ইস্টবেঙ্গলে কোচিং করানো খালিদ জামিলের প্রশিক্ষণে লিগ তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছে জামশেদপুর। শুধু কোচ নয়, ইস্পাতনগরীর দলে জাভিয়ের সিভেরিও, মোবাশির রহমানের মতো লাল-হলুদ প্রাক্তনীরা রয়েছেন। জাভি হার্নান্ডেজ, জর্ডন মারের মতো ছন্দে থাকা বিদেশিরা ইস্টবেঙ্গলের চিন্তার কারণ হতে পারেন। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নামার আগে খালিদ বলেছেন, 'আগের ম্যাচে হেরেছি। এই ম্যাচ থেকে ফের জয়ের সরণিতে ফিরতে চাই। ঘরের মাঠে নিজেদের সেরাটা দিয়ে ৩ পয়েন্ট পাওয়াই লক্ষ্য।'

এদিকে, আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের কোচ হিসেবে আগামীকালই সম্ভবত শেষবার ডাগআউটে বসতে চলেছেন বিনো। এদিন, রাতে ইস্টবেঙ্গলের তরফে অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।

আগের ম্যাচে হেরেছি। এই ম্যাচ থেকে ফের জয়ের সরণিতে ফিরতে চাই। ঘরের মাঠে নিজেদের সেরাটা দিয়ে ৩ পয়েন্ট পাওয়াই লক্ষ্য।

খালিদ জামিল

জামশেদপুর আমাদের ঘরের মাঠ। কলকাতা থেকে দূরত্বও খুব বেশি নয়। তাই প্রচুর সমর্থক মাঠে থাকবেন। এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পেতেই হবে।

বিনো জর্জ

জয় ইস্টবেঙ্গল লিখে বার্সেলোনা ফিরলেন কোয়াদ্রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ইস্টবেঙ্গল নামটার সঙ্গে মাত্র একটা মরশুমেই যে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, তা আবারও একবার বুঝিয়ে দিলেন চলে যাওয়ার সময় নিজের সামাজিক মাধ্যমে ক্লাব ও সমর্থকদের জন্য এক আবেগঘন পোস্টের মাধ্যমে।

লাল-হলুদ জনতার প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। সাফল্য ও আনন্দে ভরে উঠুক আপনাদের আগামী দিনগুলি। কর্তৃপক্ষ, কর্মী ও ফুটবলারদের ধন্যবাদ।

কার্লোস কোয়াদ্রাত

গত ২৭ সেপ্টেম্বর এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে গোয়ার মাটিতে হারের পরই দেওয়াল লিখন পড়ে ফেলতে অসুবিধা হয়নি কার্লোস কোয়াদ্রাতের। তিনদিনের মধ্যে কোনওরকম দাবিদাওয়া ছাড়াই নিজে সরে দাঁড়ান কোচের পদ থেকে। শেষপর্যন্ত বৃহস্পতিবার মাঝরাতে কলকাতা ছেড়ে নিজের শহর বার্সেলোনায় ফিরে গেলেন তিনি। যাওয়ার আগে লাল-হলুদ বাহিনীর সাফল্য কামনার পাশাপাশি সমর্থকদের জন্য দিয়ে গেলেন এক বার্তা। নিজের সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'যে বিশেষ মুহূর্তগুলি আমরা ক্লাবে একসঙ্গে কাটিয়েছি তার জন্য ইস্টবেঙ্গল এফসি-কে ধন্যবাদ। এরকম একটা মহান ও ঐতিহ্যশালী ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করতে পারাটা সম্মান ও গর্বের।'

এরপর তিনি ক্লাবের সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন, 'লাল-হলুদ জনতার প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। সাফল্য ও আনন্দে ভরে উঠুক আপনাদের আগামী দিনগুলি। কর্তৃপক্ষ, কর্মী ও ফুটবলারদের ধন্যবাদ।' গত মরশুমে তাঁর কোচিংয়ে ১২ বছর পর ইস্টবেঙ্গল সুপার কাপ জিতে ট্রফি খরা কাটায়। বেঙ্গালুরু এফসি ও ইস্টবেঙ্গল, দুই দলের সাফল্যের উল্লেখ করে তিনি আরও লেখেন, 'বেঙ্গালুরু এফসি-কে আইএসএল শিল্ড ও কাপ এবং ২০২৪ সালে ইস্টবেঙ্গলকে সুপার কাপ জেতানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি ভারতীয় ফুটবলের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার সব সহকারীকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের চেষ্টা, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা ছাড়া এসব কিছুই সম্ভব হত না।' সবশেষে 'জয় ইস্টবেঙ্গল' লিখে তিনি নিজের বার্তা শেষ করেন।

হালদারপাড়া ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশনের পুজো উদ্বোধনে সবুজ-মেরুনে সেজেছেন হোসে রামিরেজ ব্যারেটো ও ডগলাস ডি সিলভা।

জয় চেলসি, টটেনহ্যামের

ইউরোপাতেও আটকাল ইউনাইটেড

পোর্তো ও লন্ডন, ৪ অক্টোবর : ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের খারাপ সময় যেন শেষই হচ্ছে না। ইউরোপা লিগে এফসি পোর্তোর বিপক্ষে এদিন কোনওক্রমে হার বাঁচাল এরিক টেন হ্যাগের দল। সেই সঙ্গে অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্ডেজ পরপর দুই ম্যাচে লাল কার্ড দেখলেন। যদিও বিপক্ষের মাঠে শুরুটা ভালোই করেছিল ইউনাইটেড। মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও রাসমুস হোজলুন্ডের গোলে ২০ মিনিটের মধ্যেই ২ গোলে এগিয়ে যায় তারা। তারপরই শুরু হয় ডিফেন্সের ভরাডুবি। ৭ মিনিটের মধ্যেই দুই গোল শোধ করে দেয় পোর্তো। গোলস্কোরার পেপে ও সামু ওমোরোদিওন। সামু ৫০ মিনিটে আবার গোল করে এগিয়ে দেন পোর্তোকে। হ্যারি ম্যাগুয়ের অতিরিক্ত সময়ের গোলে দলের সম্মান বাঁচান।

শেষ মুহূর্তে গোল করে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে সমতায় ফেরালেন হ্যারি ম্যাগুয়ের। পোর্তোয়।

অন্য একটি ম্যাচে টটেনহ্যাম হটস্পার ২-১ গোলে হারিয়েছে ফেরেঙ্কভারোসকে। উয়েফা কনফারেন্স লিগের ম্যাচে চেলসি ৪-২ গোলে জিতেছে জেন্টের বিপক্ষে।

হালকা মেজাজে কোচ গৌতম গম্ভীরের ক্লাসে রিঙ্কু সিং, সঞ্জু স্যামসন ও সূর্যকুমার যাদব (বাঁয়ে)। অনুশীলনের মাঝে রিঙ্কুর সঙ্গে খুনশুটিতে অর্শদীপ সিং। শুক্রবার।

মরকেলের ক্লাসে অলরাউন্ডার হার্দিক

গোয়ালিয়ার, ৪ অক্টোবর : কানপুর থেকে গোয়ালিয়র। উত্তরপ্রদেশের পর এবার মধ্যপ্রদেশ। টেস্টের পর এবার টি২০।

ভারতের মাটিতে বাংলাদেশ দলকে নিয়ে একইরকম রাজনৈতিক সমস্যা চলছেই। নেপথ্যে হিন্দু মহাসভা। যারা বাংলাদেশকে কানপুরের পর এবার গোয়ালিয়রের মাঠেও খেলতে দিতে নারাজ। তাই রবিবার ভারত বনাম বাংলাদেশের প্রথম টি২০ ম্যাচের দিন আচমকা বনধ ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হিন্দু মহাসভা। তাদের এমন সিদ্ধান্তের পর গোয়ালিয়রের প্রশাসন বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে। বিশেষ করে সমাজমাধ্যমে বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর কিছু পোস্টের দিকে রাখা হচ্ছে নজরদারি। রবিবার ম্যাচের দিন তো বটেই, ভারত বনাম বাংলাদেশের টি২০ ম্যাচ আয়োজনকে কেন্দ্র করে সোমবারও গোয়ালিয়রে জারি থাকছে নানা নিষেধাজ্ঞা।

উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই আজ গোয়ালিয়রে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন শুরু হয়ে গিয়েছে। টেস্ট দলে থাকা প্রায় কোনও ক্রিকেটারই নেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০-র স্কোয়াডে। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে কুড়ির ক্রিকেটে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর আগে আজ দীর্ঘসময় অনুশীলন করেছে টিম ইন্ডিয়া। মূলত জোর দেওয়া হয়েছে ফিল্ডিংয়ের দিকে। ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ পুরো দলকে নিয়ে ক্যাচিং অনুশীলনের পাশে ফিটনেসের উপরও জোর দিয়েছেন। পাশাপাশি মাধব রাও সিন্ধিয়া স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে আজ কোচ গৌতম গম্ভীর সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন নেটে। সঞ্জুকে বারবার নানা পরামর্শও দিতে দেখা গিয়েছে গম্ভীরকে। মনে করা হচ্ছে, সঞ্জুকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজে নতুনভাবে সুযোগ দেওয়া হবে। সফল হলে একরকম। কিন্তু সঞ্জু ব্যর্থ হলে তাঁর টি২০ কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হতে পারে অনিশ্চয়তা।

মায়াঙ্ক যাদবকেও আজ ভারতীয় দলের নেটে চনমনে দেখিয়েছে। অনেকটা সময় ধরে বোলিং করেছেন তিনি। যদিও আজ মাধব রাও সিন্ধিয়া স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার মূল আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিলেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। বোলিং কোচ মরনি মরকেলের ক্লাসে দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন তিনি। টেস্ট সিরিজে না থাকলেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে দলে ফিরছেন হার্দিক। তাঁকে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যাওয়ার জোরদার ভাবনাও রয়েছে ভারতীয় দলের অন্দরে। তার আগে আজ কোচ গম্ভীরের নির্দেশে হার্দিককে নিয়ে আলাদাভাবে ক্লাস করেছেন মরকেল। রানআপ থেকে হার্দিকের ডেলিভারি রিলিজ— সব বিষয়েই টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরকেল বারবার কথা বলছিলেন হার্দিকের সঙ্গে। তিনি ঠিক কী চাইছেন, সেটাও বারকয়েক হাত ঘুরিয়ে হার্দিককে দেখিয়ে দেন মরকেল। অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা ও মায়াঙ্ককেও বাড়তি সময় দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ। কিন্তু তারপরও হার্দিকের প্রতি তাঁর বিশেষ নজরদারি কারোর নজর এড়ায়নি।

আসলে ফিট হার্দিককে নিয়ে যে গম্ভীরের টিম ইন্ডিয়ার বৃহত্তর ভাবনা রয়েছে।

কাল বনধ, প্রস্তুতি শুরু সূর্যদের

মরনি মরকেলের নজরদারিতে বোলিং অনুশীলনে হার্দিক পান্ডিয়া। শুক্রবার।

KHOSLA ELECTRONICS

পুজোতে সবার মুখে হাসি
কারণ KHOSLA- তে অফার রাশি রাশি

CELEBRATE
THE BIGGEST INDIAN FESTIVAL with BIGGEST OFFERS

" বহু বছর ধরে
আমার ভরসার দোকান
KHOSLA ELECTRONICS "

88% DISCOUNT
32% CASH BACK
40% EXCHANGE OFFER

2 EMI OFF
0 DOWN PAYMENT
₹ 888 EMI STARTS

FREE GIFTS
CAR | LED | BIKE | REF
WASHING MACHINE | MICROWAVE OVEN | SOUND BAR | MOBILE
MIXI | COFFEE MUG | IRON | UTENSILS
& MANY MORE

Apple
iPhone 16 128GB ₹ 73,900 EMI ₹ 3,329
iPhone 15 128GB ₹ 63,900 EMI ₹ 2,912

SAMSUNG
S24 Ultra 256GB ₹1,09,900* EMI ₹4,870
A 15 6/128 GB ₹14,999* EMI ₹1,667
FREE Adapter/ Laptop Bag

vivo
V40E 8/256 ₹27,999* EMI ₹1,823
Y 58 8/128 GB ₹18,499* EMI ₹1,849

oppo
Reno12 256 GB ₹29,999* EMI ₹2,199
A 3 PRO 8/ 128GB ₹14,700* EMI ₹1,200

mi
14 CIVI 8/256 ₹36,799* EMI ₹4,089
NOTE 13 PRO 8/128 ₹18,999* EMI ₹1,900

motorola
G 85 8/128 ₹15,999* EMI ₹1,500
Edge 50 Fusion 12/ 256 ₹21,999* EMI ₹2,500

LG SONY SAMSUNG JBL
PARTY BOX ₹18,990 EMI ₹1,187

DISCOUNT Upto 62% on selected models

BIG TV FESTIVAL
Big Offers. Big Savings. Big Celebrations.

3 years comprensive warranty* | Up to 36 month EMI* | Up to 20% cashback*
Free* 65/55 Neo QLED worth ₹ 3,29,900 worth ₹ 1,84,900
Free* 55/43 UHD worth ₹ 68,900 worth ₹ 51,400
Free* 43/32 Smart worth ₹ 35,900 worth ₹ 23,400

SAMSUNG Neo QLED 8K

75 Neo QLED 8K	65 Neo QLED 8K
EMI ₹ 16,480 FREE* 65 Neo QLED	EMI ₹ 7,540

SAMSUNG OLED

77 OLED	65 OLED	55 OLED
EMI ₹ 10,847	EMI ₹ 5,104 FREE* 43 Smart	EMI ₹ 4,835 FREE* 43 Smart

SAMSUNG Neo QLED

65 Neo QLED	55 Neo QLED
EMI ₹ 4,465 FREE* 43 Smart	EMI ₹ 3,398 FREE* 43 Smart

SAMSUNG QLED

98 QLED	65 QLED	55 QLED
EMI ₹ 20,640 FREE* 55 Neo QLED	EMI ₹ 2,980	EMI ₹ 2,378

SAMSUNG Crystal UHD

98 UHD	85 UHD	75 UHD	65 UHD	55 UHD
EMI ₹ 11,780 FREE* 55 UHD	EMI ₹ 7,528 FREE* 43 UHD	EMI ₹ 3,600 FREE* 32 Smart	EMI ₹ 2,631	EMI ₹ 1,800

SAMSUNG

SOUND BAR
EMI ₹ 899

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative.

UP TO 15% INSTANT DISCOUNT# SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹7,500 per card. Also valid on EMI Trxn. Validity: 02 Oct - 13 Oct 2024. T&C Apply.

BUY 24 x7 khoslaonline.com | CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC | AXIS BANK | SBI | HSBC | standard chartered | citibank | ICICI Bank | kotak | Bank of Baroda

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount.

Scan to locate your nearest Khosla store

RAIGANJ — MOHONBATI BAZAR, NETAJIPALLY opp. North Dinajpur District Court Ph : 91473 93600
ALIPURDUAR — SHAMUKTALA ROAD opp Menaka Cinema Hall Ph : 98742 87232
SILIGURI — SEVOKE ROAD, 2nd Miles, Near ITI More Ph: 98742 41685
BALURGHAT — HILI MORE Ph: 98742 33392
MALDAH — 15/1, PRANTH PALLY Rathbari Ph: 98742 49132

ভারতে টেস্ট জয় বাকিদের কাছে স্বপ্ন : রামিজ

ব্রিসবেন ও লাহোর, ৪ অক্টোবর: ভারতের মাটিতে টেস্টে দ্বৈরথে ভারত বধ।

সফরকারী দলগুলির কাছে যা স্বপ্ন। আর যে স্বপ্নপূরণ করা এই মুহূর্তে কঠিন চ্যালেঞ্জ যে কোনও প্রতিপক্ষের কাছে। ভারতীয় দলের প্রশংসায় এমনই দাবি রামিজ রাজার। ইউটিউব চ্যানেলে প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক বলেছেন, 'গত টেস্ট সিরিজে অনায়াসে বাংলাদেশকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারত। ঘরের মাঠে বর্তমানে সবথেকে শক্তিশালী ভারতই। ভারতে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে টেস্ট জেতা যে কোনও দলের কাছে স্বপ্ন। যে স্বপ্নপূরণের ক্ষমতা ছিল না বাংলাদেশের।'

ব্র্যাড হ্যাডিন আবার মুগ্ধ কানপুরের গ্রিনপার্কে রোহিত জয় ভারতের। প্রাক্তন অজি উইকেটকিপার-ব্যাটার নভেম্বরে শুরু বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতেও কানপুরের পুনরাবৃত্তি উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

অজি সিরিজেও 'কানপুর' দেখছেন হ্যাডিন

ব্রিগেডের আগ্রাসী ক্রিকেটে। প্রথম তিনদিনে বৃষ্টি, ভেজা আউটফিল্ডের কারণে মাত্র ৩৫ ওভার খেলা হয়। কিন্তু শেষ দুইদিনে প্রায় নিশ্চিত ড্র ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে অবাক

এক পডকাস্ট শোয়ে হ্যাডিন জানান, নিজেদের জন্য জয়ের রাস্তা বের করে নিয়েছিল ভারত। রান, স্কোর নয়, বাংলাদেশ-বধের জন্য যথেষ্ট সময় বের করাই মূল লক্ষ্য ছিল। লক্ষ্য পূরণে অসাধারণ ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। হ্যাডিনের আরও সংযোজন, 'জয়ের জন্য যেভাবে ঝাঁপিয়েছে, এর জন্য কুর্নিশ ভারতীয় দলের সাপোর্ট স্টাফ, রোহিত শর্মাদের। ও এমন অধিনায়ক, যে জয়কে সবার আগে রাখে। কেউ ভাবেনি ওই ম্যাচের ফয়সালা হবে। কিন্তু রোহিতদের ইতিবাচক মানসিকতা ঠিক রাস্তা খুঁজে নিয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটে ১০ রান প্রতি ওভার! কুর্নিশ ভারতীয় দলকে।'

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেও কি কানপুরের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে? আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না প্যাট কামিন্সদের পূর্বসূরি। হ্যাডিনের যুক্তি, পরিস্থিতি যদি এক হয়, তাহলে ভারতীয় দল ফের একইভাবে ঝাঁপানোর রাস্তায় হাঁটবে। সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আরও বলেছেন, 'গ্রিনপার্ক টেস্টের ফলাফলের দিকে তাকান। ম্যাচ ড্র হলেও ভারতের জন্য বড় ধাক্কা হত। আর রোহিতদের হারের সম্ভাবনাও ছিল না। অন্যরা হলে হয়তো প্র্যাকটিস সেশন হিসেবে ধরে নিয়ে ড্রয়ের খেলা খেলত। সবমিলিয়ে উপভোগ্য ক্রিকেট, দুর্দান্ত জয়।'

> গ্রিনপার্ক টেস্টের দিকে তাকান। ম্যাচ ড্র হলেও ভারতের জন্য বড় ধাক্কা হত। আর রোহিতদের হারের সম্ভাবনাও ছিল না। অন্যরা হলে হয়তো প্র্যাকটিস সেশন হিসেবে ধরে নিয়ে ড্রয়ের খেলা খেলত। সবমিলিয়ে উপভোগ্য ক্রিকেট, দুর্দান্ত জয়।
>
> **ব্র্যাড হ্যাডিন**

মরশুম শেষ। মুম্বইয়ে শিশুদের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। শুক্রবার।

ভারতকে হারিয়ে ছবি বদলাতে চান

ব্যাটিং পজিশন নিয়ে 'অন্ধকারে' স্মিথ

সিডনি, ৪ অক্টোবর : হাতে মাস দুয়েকেরও কম সময়।

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে হোম সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে অনেক হিসেব চুকিয়ে নেওয়ার পালা। স্ট্র্যাটেজি, টিম কম্বিনেশন, প্রতিপক্ষ— নীল নকশা তৈরির কাজ চলছে ক্যাঙারু ব্রিগেডে। যদিও অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিংয়ের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ স্টিভেন স্মিথ এখনও অন্ধকারে নিজের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে! নিশ্চিত নন, উসমান খোয়াজার সঙ্গে ওপেন করবেন নাকি পছন্দের চার নম্বরেই খেলবেন।

শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে এই কথাই শোনা গেল স্মিথের মুখ থেকে। 'ফ্যাব ফোর'-এর অন্যতম স্মিথ পরিষ্কার জানান, এই ব্যাপারে তাঁর কোনও ধারণা নেই। দলের মধ্যে ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। স্মিথ আরও বলেছেন, 'উসমানও চায় আমি চার নম্বরে খেলি। আমার ব্যাটিং পজিশন নিয়ে মার্নাসের (লাবুশেন) ভাবনাও একইরকম। আপাতত অপেক্ষা করা। যেখানেই দল দায়িত্ব দেবে, সেখানেই খেলতে প্রস্তুত। সমস্যা নয়, হাসিমুখেই ব্যাট করব। শেষপর্যন্ত কী হয় সেটাই দেখার।'

স্মিথের ব্যাটিং গড় ৫৬.৯৭। এরমধ্যে তিন নম্বরে নেমে সর্বাধিক ৬৭.০৭ গড়ে রান করেছেন। ৪ ও ৫ নম্বরে যথাক্রমে ৬১.৫০ ও ৫৭.১৮। ওপেনিংয়ে ছবিটা পুরোপুরি ভিন্ন। চারটি টেস্ট খেলে মাত্র ব্যাটিং গড় ২৮.৫০। রিকি পন্টিংয়ের মতো প্রাক্তনদের অনেকেই স্মিথকে মিডল অর্ডারে দেখতে চান। দলের মধ্যেও সেই মত প্রাধান্য পাচ্ছে, তার ইঙ্গিত স্মিথের কথাতেই।

শেষবার অস্ট্রেলিয়া যখন ভারতকে টেস্ট সিরিজে (২০১৪-'১৫) পরাজিত করে, অধিনায়ক ছিলেন স্মিথ। পরবর্তী সময়ে নেতৃত্ব বদল হয়েছে। কিন্তু ভারতের আধিপত্যের ছবি বদলায়নি। টানা চারটি সিরিজে জয়ী টিম ইন্ডিয়া। এবার পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ভারতের টানা পাঁচবার বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জেতা আটকানোর পরীক্ষা ক্যাঙারুদের সামনে।

স্মিথের আরও মন্তব্য, 'ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ, আলাদা উত্তেজনা অনুভব করছি। পাঁচের টক্কর অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। দুই ম্যাচের সিরিজে নিজেদের লুকিয়ে রাখার সুযোগ থাকে। পাঁচ ম্যাচে তা নয়। শুরুতে ধাক্কা খেলেও ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকে। বিশ্বের সেরা দুই দল মুখোমুখি হবে। নিশ্চিতভাবে আকর্ষণীয় সিরিজ হতে চলেছে।'

সেয়ানে সেয়ানে যে দ্বৈরথে গত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ভারত-বধ মানসিক রসদ জোগাচ্ছে। স্মিথের কথায়, 'গত দুই সফরে অস্ট্রেলিয়ায় জিতেছিল ভারত। খুব ভালো ক্রিকেট উপহার দেয়। আশাবাদী, এবার ছবিটা বদলাতে পারব। শেষ দশ বছর আমরা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জিততে পারিনি। এবার তা করে দেখাতে হবে। আর মনে রাখতে হবে, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে আমরা কিন্তু ভারতকে হারিয়েছিলাম।'

মঙ্গলবার লখনউ যাচ্ছেন অনুষ্টুপরা

রনজি স্কোয়াডে উত্তরের বিবেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপরই ১১ অক্টোবর থেকে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফি অভিযান শুরু করছে বাংলা। মঙ্গলবার অনুষ্টুপ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন দল লখনউ রওনা হবে। তার আগে আজ বাংলার দল নিয়ে বৈঠক হয়ে গেল সিএবিতে। জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে মহম্মদ সামিকে পাচ্ছে না টিম বাংলা। আকাশ দীপকে ১৯ জনের স্কোয়াডে রাখা হলেও তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। কারণ, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের দলেও তাঁর থাকার কথা। ছন্দ হারিয়ে

জলপাইগুড়ির ঋষভ বিবেক বাংলা দলে প্রথমবার সুযোগ পেলেন।

ফেলা ঈশান পোড়েলও নেই বাংলার মূল স্কোয়াডে। তাঁর জায়গা হয়েছে স্ট্যান্ডবাইয়ের তালিকায়। যদিও মুকেশ কুমারকে পাওয়া যাবে। সঙ্গে বাংলার উদীয়মান তারকা যুধাজিৎ গুহ প্রথমবার সিনিয়ার দলে সুযোগ পেয়েছেন। দলে রয়েছেন জলপাইগুড়ির ঋষভ বিবেকও। ঋদ্ধিমান সাহা প্রত্যাশিতভাবেই দলে ফিরেছেন।

বাংলার দল ঘোষণার পর স্পষ্ট, দলের বোলিং নিয়ে উদ্বেগ থাকছে। এখনও ফিট না হওয়া সামি ও জাতীয় দলে থাকা আকাশের অভাব কীভাবে পূরণ হবে, কারোর জানা নেই। রাতের দিকে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'যারা রয়েছে, তাদের নিয়েই কাজ চালাতে হবে। দেখা যাক কী হয়।' অতীতে বাংলার হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে নেতৃত্ব দিলেও এই প্রথমবার লাল বলের রনজিতে অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার। তাঁর নেতৃত্বে টিম বাংলা নয়া শুরু চাইছে। উল্লেখ্য, ১১ অক্টোবর থেকে লখনউয়ে উত্তরপ্রদেশ ও ১৮ অক্টোবর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে বিহারের বিরুদ্ধে প্রথম দুই ম্যাচের দল ঘোষণা হয়েছে আজ।

ঘোষিত দল

অনুষ্টুপ মজুমদার (অধিনায়ক), ঋদ্ধিমান সাহা (উইকেটকিপার), অভিমন্যু ঈশ্বরণ, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ কুমার ঘরামি, শাহবাজ আহমেদ, অভিষেক পোড়েল (উইকেটকিপার), ঋত্বিক চক্রবর্তী, অভিলিন ঘোষ, শুভম দে, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, মহম্মদ কাইফ, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, আমির গোনি, যুধাজিৎ গুহ, রোহিত কুমার, ঋষভ বিবেক,

স্ট্যান্ড বাই

সৌম্যদীপ মণ্ডল, গীত পুরি, সুমিত মহন্ত, প্রীতম চক্রবর্তী, অনন্ত সাহা, ঈশান পোড়েল

অভিষেকে উজ্জ্বল বীরু-পুত্র

পুদুচেরি, ৪ অক্টোবর : বীরেন্দ্র শেহবাগের পর এবার বাইশ গজে দাপট তাঁর পুত্র আর্যবীরেরও। অনূর্ধ্ব-১৯ ভিনু মানকর ট্রফিতে শুক্রবার অভিষেক ম্যাচেই তার ব্যাট থেকে বেরোল ৬৪ বলে ৪৯ রানের ইনিংস। ওপেন করতে নেমে হাফ ডজন বাউন্ডারির সঙ্গে একটি ছক্কায় বীরু-পুত্র ইনিংসটি সাজায়। মণিপুরের বিরুদ্ধে ১৬৯ রান তাড়া করতে নেমে দিল্লির অধিনায়ক প্রণব পন্থের (অপরাজিত ৪৫) সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে ৬১ রান যোগ করে আর্যবীর। যার দৌলতে দিল্লি ৬ উইকেটে জিতে যায়।

দিল্লির টুপি নিচ্ছেন আর্যবীর।

উত্তেজক পরিণতির পথে ইরানি ট্রফি

২০০ হাতছাড়া করে মেজাজ হারালেন ঈশ্বরণ

মুম্বই : ৫৩৭ ও ১৫৩/৬
অবশিষ্ট একাদশ : ৪১৬

লখনউ, ৪ অক্টোবর : চোখধাঁধানো ইনিংস।

মরিয়া প্রচেষ্টা। মুম্বইয়ের রানের পাহাড়ের পালটা জবাবে দলকে লড়াইয়ে রাখার তাগিদ। সব কিছুর পরও দ্বিশতরান হাতছাড়ার আক্ষেপ নিয়ে ফিরলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে গতকাল একাই প্রতিরোধ গড়েছিলেন।

গতকালের পর শুক্রবারও দলকে টানলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

শুক্রবার ম্যাচের চতুর্থদিনের সকালেও সেই প্রতিরোধ ছিল ঈশ্বরণের ব্যাটে। ধ্রুব জুরেলকে নিয়ে পঞ্চম উইকেটে ১৬৫ রানের জুটিতে চিন্তা বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন আজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বাধীন মুম্বইয়ের। একসময় অবশিষ্ট একাদশের স্কোর ছিল ৩৯৩/৪। কিন্তু ১৩ বলের ব্যবধানে জুরেল, ঈশ্বরণ আউট হতেই ইনিংসে ধস। ৪১৬-তেই গুটিয়ে যায় অবশিষ্ট দল।

ভারতীয় টেস্ট দলে দ্বিতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের দাবি এদিন আরও জোরালো করলেও ৭ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া করেন জুরেল। শামস মুলানির বলে গ্লাভস ছুঁয়ে ক্যাচ। রিভিউ নিয়েও সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেননি জুরেল। কয়েক মিনিট বাদে প্যাভিলিয়নে ঈশ্বরণ। দ্বিশতরান থেকে তখন মাত্র ৯ রান দূরে। জুরেলের মতো লেগস্টাম্পের বাইরের বল সুইপ করতে গিয়ে ক্যাচ তোলেন। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আউট হয়ে মেজাজও হারান ঈশ্বরণ।

৫৩৭-র জবাবে অবশিষ্ট একাদশ ৪১৬। তিনটি করে উইকেট নেন শামস মুলানি ও তনুশ কোটিয়ান। ১২১ রানে লিড নিয়ে খেলতে নেমে মুম্বইয়ের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু থেকেই নড়বড়ে। অবশিষ্ট একাদশের দুই স্পিনার সারাংশ জৈন (৬৭/৪), মানব সুথারের (৪০/২) সামনে পৃথ্বী শ (৭৬) ছাড়া কোনও মুম্বই ব্যাটার এদিন দাঁড়াতে পারেননি। চতুর্থ দিনের শেষে মুম্বইয়ের স্কোর ১৫৩/৬। সবমিলিয়ে ২৭৪ রানে এগিয়ে রনজি ট্রফিজয়ী মুম্বই। আগামীকাল শেষদিন। কিছুটা হলেও সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে মুম্বই। তবে শনিবার মুম্বই ইনিংস দ্রুত গুটিয়ে দিতে পারলে জয়ের সুযোগ অবশিষ্ট ভারতীয় দলের সামনেও। সবমিলিয়ে উত্তেজক পরিণতির সম্ভাবনা।

লেবাননের সঙ্গে ম্যাচ বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর : ভিয়েতনামে হচ্ছে না ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা। তার পরিবর্তে আয়োজকের দেশের বিরুদ্ধে ১২ অক্টোবর মাত্র একটাই ম্যাচ খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল। ফিফা উইন্ডোতে ত্রিদেশীয় কাপ খেলার কথা থাকলেও বর্তমান রাজনৈতির পরিস্থিতি ও যুদ্ধ শুরু হওয়ায় লেবানন নাম তুলে নেয়। ১২ অক্টোবর ভারত-লেবানন ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। তারা আসছে না জানার পর এআইএফএফ ভিয়েতনামকে ওই তারিখেই প্রীতি ম্যাচটি খেলার অনুরোধ জানালে তারা রাজি হয়ে যায়। ৬ তারিখ একদিন কলকাতায় প্রস্তুতি নিয়ে ৭ অক্টোবর ভিয়েতনামের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে দল।

ফ্রান্সের দলে নেই এমবাপে

প্যারিস, ৪ অক্টোবর : চোট সারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিলের বিরুদ্ধে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি গায়ে মাঠে ফিরেছিলেন কিলিয়ান এমবাপে। যদিও উয়েফা নেশনস লিগে ইজরায়েল ও বেলজিয়াম ম্যাচের জন্য ফ্রান্সের দলে জায়গা হল না তাঁর। এই ব্যাপারে কোচ দিদিয়ের দেশঁ বলেছেন, 'কিলিয়ানের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ও বলল, মারাত্মক না হলেও ওর কিছু সমস্যা আছে। আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। তাই এই দুই ম্যাচে ওকে দলে রাখা হয়নি।'

ভাঙছে ভারত, উচ্ছ্বাস নিউজিল্যান্ডের এডেন কারসনের। আউট হয়ে ফিরছেন স্মৃতি মান্ধানা। দুবাইয়ে শুক্রবার।

ব্যর্থ রিচা, হার দিয়ে শুরু হরমনদের

নিউজিল্যান্ড- ১৬০/৪
ভারত- ১০২ (১৯ ওভারে)

দুবাই, ৪ অক্টোবর : টি২০ বিশ্বকাপ নিজেদের প্রথম ম্যাচেই ৫৮ রানে হেরে গেল ভারতীয় দল। তবে আলোচনায় উঠে এসেছে আম্পায়ারের ভুলে নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কেরের নিশ্চিত রানআউট থেকে বেঁচে যাওয়া। ১৪তম ওভারের শেষ বলে কের একস্ট্রা কভারে শট খেলে এক রান নেন। এরপর ফিল্ডার হরমনপ্রীত কাউর বল থ্রো করেননি দেখে তিনি আরও এক রান নেওয়ার চেষ্টা করলে হরমনপ্রীত বল ছুড়ে দেন উইকেটরক্ষক রিচা ঘোষকে। কের ক্রিজে প্রবেশ করার আগেই রিচা স্টাম্প ভেঙে দেন। আউট বুঝে ডাগআউটের দিক পা বাড়ান কের। কিন্তু আম্পায়ার এক রান সম্পূর্ণ করার পরই ওভার শেষের নির্দেশ দিয়ে দেওয়ায় বল ডেড হয়ে যায়। তাই কের বেঁচে যান। এই নিয়ে ফিল্ড আম্পায়ারের সঙ্গে হরমনপ্রীত ও রিজার্ভ আম্পায়ারের সঙ্গে কোচ অমল মুজুমদার তর্ক জুড়ে দিলেও লাভ হয়নি।

কিউয়ি অধিনায়ক সোফি ডিভাইনের (৩৬ বলে অপরাজিত ৫৭) আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে নিউজিল্যান্ড ৪ উইকেটে ১৬০ রান করে। দুই ওপেনার জর্জিয়া প্লিমার (৩৪) ও সুজি বেটস (২৭) ওপেনিং জুটিতে তাদের ৬৭ রান এনে দিয়েছিলেন। ভারতীয় বোলিংয়ের প্রধানতম অস্ত্র দীপ্তি শর্মা ৪ ওভারের কোটায় ৪৫ রান খরচ করেও কোনও উইকেট তুলতে পারেননি।

রানতাড়ায় নেমে ভারত নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট খুইয়েছে। ব্যর্থদের তালিকায় নাম রয়েছে রিচারও (১২)। ১৯ বল খেলে তিনি একটিও বাউন্ডারি মারতে পারেননি। কোনও ভারতীয় ব্যাটারই পা রাখতে পারেননি কুড়ির গণ্ডিতে। ভারত ১৮.৪ ওভারে ১০২ রান অল আউট হয়।

আইসিইউ-তে পাক ক্রিকেট : লতিফ

লাহোর, ৪ অক্টোবর : বাবর আজমের পদত্যাগ। আবারও অধিনায়ক নিয়ে দোলাচল। তিন ফরম্যাটে পৃথক অধিনায়কের ভাবনা। এর মধ্যে পাক ক্রিকেট ও বোর্ডের উদ্দেশে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন রশিদ লতিফ। প্রাক্তন অধিনায়কের কথায়, পাক ক্রিকেটে লিডারশিপ ক্রাইসিস চলছে। পাকিস্তান ক্রিকেট এই মুহূর্তে আইসিইউ-তে রয়েছে। চিকিৎসা করার মতো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই।

রশিদ লতিফের দাবি, নেতৃত্ব ছেড়ে সঠিক পদক্ষেপ করেছেন বাবর আজম। আর দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়। তবে ছাড়ার সিদ্ধান্ত একটু বেশি দেরিতেই নিয়েছেন বাবর। দল ব্যর্থ। বাবরও ব্যর্থ। যার খেসারত চোকাতে হয়েছে পাক ক্রিকেটকে। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো সহজ নয়। তীর্যকপূর্ণ মন্তব্য, রোগ সবার জানা। কিন্তু ওষুধ জানা নেই। নেই রোগ সারানোর চিকিৎসক।

> নেতৃত্ব ছেড়ে সঠিক পদক্ষেপ করেছেন বাবর আজম। আর দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়। তবে ছাড়ার সিদ্ধান্ত একটু বেশি দেরিতেই নিয়েছেন বাবর। দল ব্যর্থ। বাবরও ব্যর্থ। যার খেসারত চোকাতে হয়েছে পাক ক্রিকেটকে। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো সহজ নয়। তীর্যকপূর্ণ মন্তব্য, রোগ সবার জানা। কিন্তু ওষুধ জানা নেই। নেই রোগ সারানোর চিকিৎসক।
>
> **রশিদ লতিফ**

পিসিবির তরফে জানানো হয়েছে, তাদের সমর্থন বাবরের সঙ্গে ছিল। কিন্তু নিজের ব্যাটিংয়ে নজর দিতেই নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। বাবরের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে দ্রুত পরবর্তী অধিনায়ক বেছে নেওয়া হবে।